অনুভূতির আত্মকাহন

কাজী মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

চেনা সুর প্রকাশনী
বই প্রকাশে বিশ্বস্ততার প্রতীক

অনুভূতির আত্মকাহন
কাজী মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
০১৯৭৭-৭৫৯৭২৮
গ্রন্থ স্বত্বঃ লেখক
প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং

প্রকাশনায়ঃ চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ ৩৮ বাংলাবাজার তৃতীয়তলা. ঢাকা ১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৯১১৫১৬৯২
প্রকাশকঃ এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদঃ জহির

পরিবেশকঃ ছায়া প্রকাশন, বই চত্বর পাবলিকেশন, তিলত্তমা প্রকাশনী।
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি ডট কম, ওয়াফিলাইফ ডট কম।
মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ
দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স ২৮/১, রূপচান লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য তিনশত পঞ্চাশ টাকা
"**Anubhutir Atmakahon**" by **Kazi Muhammad Khalilur Rahaman**
Published by N I Bipul. Chenasur prakashani.Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 38 Banglabazar 3rd floor, Dhaka 1100. Price 350 Taka To purchase online www.rokomari.com, woafilife.com chenasurprokasoni@gmail.com

উৎসর্গঃ

যাদের স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদে আমি
আজকের এই অবস্থানে, আমার সেই শ্রদ্ধেয়
বাবা-মায়ের চরণে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।



সূচিপত্র

নাম	পৃষ্ঠা নং	নাম	পৃষ্ঠা নং
বিস্মৃত নবীনের পথচলা	০৭	নীল গাঙে মেঘের তুলা ভাসে	৫১
ফোন কলের পরিনতি	০৯	নির্বাক করে দেয়	৫৩
ঘুচে না তবু দুরত্ব	১২	উড়ছে কালিমার পতাকা	৫৪
নিষ্প্রাণ ভাল থাকা বলে না	১৩	কোন কাননের ফুল	৫৫
নারী শূন্যতাকে ভালোবাসে না	১৪	জ্বালাও আগুন মননে	৫৭
শ্রমবিনা কিছুই মেলে না	১৬	নিরন্তর পথচেয়ে	৫৯
বৈশাখী ঝড় ঈশাণ কোণে	১৭	হৃদয় কি সয়	৬০
হবেনা বৃথা রক্তদান	২০	ভালোবাসা ছদ্মবেশী রুপে	৬২
জানতে চেয়েছি শুধু	২১	অনুভবে রোদ বৃষ্টি	৬৪
মজবুত ঈমানের ভিত	২৩	দেবদূতের ভালোবাসা	৬৫
জীবনের ঠিকানা	২৫	জীবন যতি	৬৬
নতুন ভোর	২৬	প্রার্থনা	৬৮
মুসলিম আল্লাহর প্রতিনধি	২৮	বৃষ্টির পরশ	৬৯
বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা কিনা	৩০	কিতাব কেন তুচ্ছ	৭১
জেগে ওঠো বিদ্রোহী	৩২	নারী তুমি কি নারী	৭৩
আজও কাঁদে মাজলুম	৩৪	আহমদের জন্মক্ষণ	৭৫
জেগে ওঠো মুসলিম	৩৫	বিচারের মুখোমুখি	৭৬
অনুভূতির আত্মকাহন	৩৬	চিরঘুমে মসজিদের পাশে	৭৭
কোকিলের গানে মুগ্ধ ধরা	৩৮	নীল কষ্টের ঢেউ	৭৮
ইচ্ছে করে	৪০	রক্তাক্ত অক্টোবর	৮০
ভাবছি বসে	৪২	হেরার নুরে রাঙাও	৮১
কতটুকু চিনেছি তোমায়	৪৪	প্রাণমেঘে নাওয়	৮৩
কুড়াও গুরুর আশিষ	৪৬	বিজয় ঐ শহীদদের	৮৪
আঁঠাশে অক্টোবর শোকাহত দিন	৪৮	হেরার দীপ্তিময় আলো	৮৬
স্মৃতিময় পান্ডুলিপিতে তুমি	৫০	আঁধারের তিলক ফোঁটা	৮৮

সূচিপত্র

নাম	পৃষ্ঠা নং	নাম	পৃষ্ঠা নং
হৃদয়ে তুষার ঝড়	৯০	স্বাধীনতা বাদীর পরিচয়	১২৬
গনতন্ত্রের নির্বাচন	৯১	প্রশস্থ জন্নাতের পথ	১২৭
ওরা কারা	৯২	মেঘ বালিকা ফিরে আয়	১২৯
গন্তব্য সবুজ বাংলা	৯৩	স্বর্ণা ফিরে আয়	১৩১
দেশের পুলিশ	৯৫	মায়ার ফাঁদ	১৩৩
সুক্ষ অতীত	৯৭	একফোঁটা জল	১৩৫
প্রশান্তি খুঁজি ছোঁয়াতে	৯৯	কেমন মুসলমান	১৩৬
হৃদয়ের যত কথা	১০০	সীমাহীন পথের যাত্রী	১৩৭
শীতের আগমন	১০১	বিশ্ব নবীর আগমন	১৩৮
সুখে দু:খে রব	১০৩	দসত্বের শৃঙ্খল	১৩৯
খুঁজে ফিরি আজও	১০৪	প্রকৃতির বৈরিরুপ	১৪০
স্বপ্ন দেখি	১০৫	ভাঙ্গবে যবে ভুল	১৪২
লড়াই সম্ভ্রম রক্ষায়	১০৬	মূল্যবোধের অভাব	১৪৪
বিচারকের সাজা	১০৮	সুপথের আহবান	১৪৬
প্রবাস জীবন	১০৯	দোয়া কবুল হয়না কেন	১৪৭
গন্তব্য স্থলের উপলব্ধি	১১১	দুনিয়তে জান্নাত	১৪৮
এটাই প্রাণ	১১২	কুসংস্কারে বন্ধি নারী	১৫০
ব্যথিত হৃদয়ের কান্না	১১৪	অনুভূতিহীন হৃদয়	১৫২
একজন গিফারির প্রয়োজন	১১৫	হয়নি জোছনা মাখা	১৫৩
মানুষের অন্তরীক্ষে মানুষ	১১৭	আঁধার কুঠুরি	১৫৪
বুননে সত্য সুতা	১১৮	আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি	১৫৬
হেমন্ত সাজে	১২০	আশ্রয় দাতা	১৫৭
হৈমন্তির মননে হেমন্ত	১২২	অনুভূতিহীন হৃদয় ২	১৫৮
নীল পাথরের প্রেম	১২৩	অন্তরাগ	১৫৯
কর্মেই বয়স চুরি	১২৪	স্বতন্ত্র স্বকীয়তা	১৬০

বিস্মৃত নবীনের পথচলা

গগনে পবনে সভ্যতার পদব্রজে
ভুবন ভেদিয়া উচ্চকণ্ঠে বাজে,
সবুজের সমারোহে প্রাণের স্পন্দন
মুখরিত তব সুরের হয়ে অগণন।

বজ্রের হুংকারে ধরণী কাঁপিয়ে
রণকম্পিত আকাশ স্তব্ধ রাতে,
দীপ্ত শপথে নবীন চল্ চল্ এগিয়ে
তিমির রজনী ভাঙ সিংহের পদাঘাতে।

নবীনের এই পথ দুর্গম দুর্ভেদ্য,
কণ্টকাকীর্ণ পথে বিপদসংকুল জেনে,
তুমি দাঁড়িয়ে যাও অসীম সাহসে
ভর দিয়ে দুপায়ের আঙুলে বিদ্রোহী গানে।

সঞ্চারিত সম্ভার উচ্চাসনে করতে আসীন
রঙিন প্রচ্ছদে সভ্যতার পদব্রজ ধুলামলিন,
পুঁথিগত বিদ্যা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিবর্জিত
সমাজ সংস্কারে মানবিক শিক্ষায় অর্জিত।

অপেক্ষার প্রহর ভেঙে লালনে সর্বাঙ্গীণ
হৃদয়ের স্বপ্নলোক বুকের গহীনে অন্তরীণ;
পিষ্ট মানবতা অসাম্প্রদায়িক প্রীতি সম্মিলন,
দেহের অণুকণিকাতে জাগাও সাড়া সারাক্ষণ।

শ্রদ্ধাশীল পদক্ষেপে মানবতার বুলি ঝরে
মননশীল চিন্তা গতিময় সমাজ সংস্কারে,
নিষ্পেষণে জমাটবদ্ধ অশ্রুসিক্ত তোমার স্মৃতি
বুলেটের স্পর্শে বিস্মৃত; নির্মল আকুতি!

রমণীর বিমূঢ় বিমূর্তিতে বিপন্ন মননে
বিরহের আগুন সজল অশ্রু শয়নে,
আহত পাখিরাও ডানা ঝাপটায় প্রাণপণে!
প্রতিটি নিঃশ্বাসে মুক্তির বিশ্বাস সেখানে।

পথে-প্রান্তে সভ্য সমাজের অলিগলিতে
দুঃখ-বেদনার ক্রন্দন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাতে,
বিশুদ্ধ শ্বাস ও আশ্বাস দু-মুঠো ভাতের;
মুক্তির বিদগ্ধ বেদনায় পথচলা নবীনের।

তারিখ: ১৭/০৯/২০২১ ইং

ফোন কলের পরিণতি

হঠাৎই কল— হ্যালো কে আপনি?
আমি তুষার, কেন ফোন দিয়েছেন?
আপনার মনে আছে? জ্বী, কাকে চান?
আপনাকে। কী দরকার? না, এমনি।
এটা কেমন কথা! সরি রং নাম্বার।
ফোন কেটে গেল।

আবার রাত বারোটায়
কল আসল— হ্যালো!
আবার কল কেন দিলেন?
দেখুন রাগ করবেন না,
আমার কথা বলার কেউ নেই তো—
তাই আপনাকে ডিস্টার্ব করছি।

বাহ্! আপনি তো সুন্দর কথা বলেন।
না না, আপনিও অনেক সুন্দর কথা বলেন।
দয়া করে আপনার নামটি বলবেন?
আগে আপনার নামটা বলুন না?
আগেই বলেছি আমার নাম তুষার।
বেশ ঠিক আছে, আমার নাম বেলি।
তাই নাকি! বাহ্, কী সুন্দর নাম!
আপনি কিছু মনে করবেন না—
আপনি কি ডাবল না সিঙ্গেল? মানে,
আপনার বিয়ে হয়েছে না হয়নি?
আপনি কী মনে করেন?
মনে হয় বিয়ে হয়নি।
তাই নাকি? আপনি তো সবই জানেন।

পরের দিন আবার কল— হ্যালো, জ্বী?
আমি তুষার বলছি, বলুন?
আপনাকে একটু দেখতে পারি?
কোথায় হবে দেখা? আসুন না—
নন্দন পার্কে, পাশে বসে কথা বলি।
আগে বলুন আপনার বাচ্চা কয়টা?
কী বলেন! আমি তো বিয়েই করিনি।
কেন, বাড়িতে বউ নাই?
না না, এসব কে বলল?

ঠিক আছে, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।
কখন যেতে হবে বলুন? আগামীকাল।
ঠিক আছে আসব।
ওকে, পরের দিন পার্কে দেখাশুনা।
তারপরে মার্কেটিং, পকেট খালি;
দুজন দুই দিকে— কিছুদিন পর।

নতুন প্রেমের অধ্যায় শুরু—
তুমি মোর জান, পরানের পরান,
কলিজা! তুমি ছাড়া বাঁচা বড় দায়।
তোমাকে না দেখলে আমি থাকতে পারি না,
তুমি আমার আশা, ভরসা;
তুমি আমার সব।

এক বছর পর, পকেট খালি—
বাঁসি মুখে কিছু পড়ে না,
তাই কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয় না।
বাড়িতে টাকা দিতে হবে, বাচ্চারা— বাবা টাকা দাও!
আগে তো তুমি এমন ছিলে না,
এখন তোমার কী হয়েছে বাবা?
দোকানের বাকি টাকা চায়,

না দিলে বাজার দেবে না।
এদিকে স্বামী বিদেশ থেকে
বাড়ি আসার সময় হয়েছে;
এখন আর কোথাও না যাওয়া যাবে,
তাই দোষ বের করতে হবে।

এবার কল— হ্যালো, কী ব্যাপার?
কল দিলে ধরো না, ব্যাপার কী?

না, তোমার সাথে কথা হবে না,
কারণ তোমার বাড়িতে
বউ-বাচ্চা আছে;
আর সম্ভব না।

এবার ওপাশ থেকে—
আরে বেইমান! তোরও তো স্বামী আছে,
আগে বলিস নাই কেন?
এবার এপাশ থেকে—
তোমার বাড়িতে বউ আছে,
আমার স্বামী আছে— সমান সমান।
তুই আর আমি একরকম, কোনো চিন্তা নাই।
তোর পকেটে টাকা ছিল—
আমি ছিলাম তোর;
এখন পকেট খালি তোর—
আমি দিলাম জোরে দৌড়!
যাবি এবার বাড়ি।

তারিখ: ০৫/০৯/২০২১ ইং

ঘুচে না তবু দূরত্ব

নীলিমা রঙে সময়ের নীল ডানায়,
দূর হতে বহু দূরে তুমি আমি নিরালায়;
ছুঁয়েছ হৃদয় দিয়ে তবুও স্পর্শহীন।
প্রিয়তির মাখামাখিতে আদুরী ঘ্রাণে,
অন্তরীণ দ্বিধাহীন চিত্তে আবক্ষনে;
হয়ে যাও নববধূ থেকে প্রিয়সীন।
স্বপ্নীল আকাশের তারা হয়ে,
নয়তো ঊষার কিরণ দিয়ে;
অজান্তে হয়ে ওঠো স্বপ্নলোক।
ঢেউখেলানো উদাসী দুপুরে,
ধানখেতের বাতাসী নূপুরে;
হারিয়েছ বুঝি নাকের নোলক!
সমুদ্রের ঊর্মিমালা আছড়ে পড়ে,
কূলহীন কিনারায় সফেদ উড়ে;
ঢেউ ভাঙে নদীর বুকেতে,
ঘুচে না তোমার আমার তবু দূরত্ব।
কষ্টের লোনা জল মুছে না তবু,
নুয়ে পড়েছে ডানা বাতাবি লেবু;
শুয়ে থাকে অসহায়ত্ব মেলে,
কাটেনি আঁধার সঙ্গী তাই একাকিত্ব।
প্রজাপতিরা উড়ে যায় নিভৃতে,
দুঃখের কফিন জড়িয়ে অঙ্গেতে;
বান ডাকে চোখের জলে,
সমর্পিত হই সুনয়নার কাব্যিক চয়নে।

তারিখ: ১৯/০৯/২০২১ ইং

নিষ্প্রাণ ভালো থাকা বলে না

ভাবনার অতল গহ্বরে স্বপ্নগুলো
ব্রেনে ঘুণপোকা হয়ে বসে গেছে।
এ যেন বিষ মেশানো অক্সিজেন—
নিঃশ্বাসে বেঁচে থাকা, হার্টবিট থেমে যায়!
এই জীবনে বেঁচে থাকার নামই কষ্ট,
কষ্টের ডায়েরির এপিঠ-ওপিঠ নষ্ট।
এ কি ভালো থাকা? এভাবে ভালো থাকা যায়?
যেন নিষ্প্রাণ মরে যাওয়া করুণ বিবেক!
ভালো আছি বলে জাগরুক যেন মিথ্যাকে,
ভালো নেই সত্যিই, মমতায় ভরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি;
ভালো থাকা যেন ফরমালিন মাখা বেসাতি,
হাসি হেসে ভালো থাকা বলে না তো।
চলন্ত গতিতে চলছে ট্রেন, অগ্নি-উত্তাপ,
অবরোধে কাটা লাইন, ক্ষোভে ঝরছে বিদ্রূপ;
আরতির নৃত্য আদৌ থামবে কি সহসাই?
থেমে যাওয়া প্রশান্তির স্টেশন নাই।
কোন্ অভিলাষে করে পরিহাস দুমুখো বিষে,
আটকানো জীবনের চারি ঘাট ত্রি-মুখোশে!
ভালোবাসা কোথায়? ঝড় থামানোর অজুহাত;
এ কি ভালো থাকা? প্রয়োজন একটি ভালো হাত?
জীবনের বাঁধ নির্মাণে কত জীবন ক্ষয়িত হয়,
সে বাঁধ ভেঙে যায় তবুও এক বিক্ষুব্ধ বর্ষায়!
এভাবে কি বেঁচে থাকা বলে? নাকি অভিনয়?
সুখের অনলে পোড়া দগদগে ক্ষত আটকায়।
আশাহত হয়ে জীবনকে বেঁচে থাকা বলে না,
নিফটেন্যান্ট ভালো থাকা একে বলে না।

তারিখ: ১২/০৯/২০২১ইং

নারী শূন্যতাকে ভালোবাসে না

চাই না খাঁচায় বন্দী হতে আমি,
তুমি তো জগতের শ্রেষ্ঠ দামি;
তাই তোমাকে মুক্ত করে দিয়েই
আছি আমি অনন্তকালের অপেক্ষায়।

বহমান নদীর উত্তাল স্রোতে
বারবার ফিরে আসে মোহনায়,
বৃক্ষরাজি মৃতপ্রায় হাজার বছরের—
থাকে যেন সদা বসন্তের অপেক্ষায়;
নিশিকন্যা মধুপূর্ণিমার
যেন জোছনাতে শরীর ভিজায়।

জানি আমি, জানি তুমি আমি আছি—
তবুও তোমার-আমারই পর সব কিছু।
প্রেম হবে স্বর্ণলতাদের মতোই দুজনের,
হবে সেই মাখামাখি অনন্তকালের।

আমি ভালোবেসে চাইনি শিকল হতে,
মায়ার বেড়ি পরিয়েছ আমার হৃদয়ে;
তুমি ভালো না বেসেও করেছ ক্ষতে।

বলেছিলে কত সহজ করেই,
আমি চাইনে আর কিছু—
শুধু বেশি, আর একটু বেশি!
বলেছিলাম, ভালোবাসা দিও।

এক গভীর প্রেমময় চুম্বন দিলে,
যেন হাজার বছরের চুম্বন কপালে
এঁকে দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায়
বললে, দাও দেখি একটু আমায়।

দেবো কী! না বোঝার ভানে বললাম।
বললে, আমাকে স্বাধীনতা দাও;
পরাধীনতা নয়, চাই স্বাধীনতা।
বলেছিলাম আমিও সহজ ভাবেই,
থাকবে তো তুমি আমার?

কখনো যদি ফিরি, ধরে নিও তবে—
তোমারই আছি, ছিলাম, তোমারই রব।
যদি নাইবা ফিরি আর!
হবে না দেখা কদাচিৎ কদাকার।

সবটুকু বিশ্বাস নিয়ে বুঝে নিও তবেই,
অবহেলার মাঝে ভালোবাসতে নেই।
কখনো কাউকে ভালোবাসলে
মাপকাঠি রেখো স্বাধীনতায়;
মনে রেখো নারী প্রকৃতির মতোই—
নারী কভু শূন্যতাকে ভালোবাসে না।

তারিখ: ১৩/০৯/২০২১ ইং

শ্রমবিনা কিছুই মেলে না

শ্রমবিনা এই দুনিয়ায় কিছুই নাহি হবে,
মিছে আশা করছ এমনি জান্নাত পাবে!
কৃষক যদি খেত-খামারে কাজ নাহি করে,
কেমন করে ভরবে গোলা, খাবে বছর ধরে?
সকালবেলায় পাখিরাও ছোটে অজানাতে,
উদর ভর্তি করে ফিরছে নীড়ে সন্ধ্যাতে।
জেলে না ফেলে জাল নদীতীরে যদি,
বসে থেকে জীবন কি ভাই চলবে নিরবধি?
মৌমাছিরা ফুলের বনে করছে ঘুরঘুর,
না ভরিলে চাকে, দাম কী মধুর?
শ্রম না দিলে লাভ কী তাতে হবে?
এমন মধু কেউ আনতে কি যাবে?
ভাবো রে মন একটুখানি, যাত্রা কেমন হবে;
খরচ ছাড়া সফর করা বোকা বলবে সবে।
সঙ্গী তোমার কেউ হবে না, যাবে একেলা;
কর্ম করে গেলেই সেথা কাটবে ভালো বেলা।
রবের দেওয়া নিয়ামতে হলেই গরমিল,
নামবে তখন চক্ষুজুড়ে অমানিশার খিল।
বিপদ আসলে পরে মনটা ব্যাকুল করে,
পায় না খুঁজে পথের দিশা জগৎ-সংসারে।
ঈমান আনো, আমল করো, থাকো সাবধানে;
জীবনবেলা সাঙ্গ হলে বুঝবে সেইখানে।
খালি হাতে যাও যদি ভাই পরপারে,
দোযখ হতে সেদিন বাঁচবে কেমনে করে?

তারিখ: ১২/০৯/২১, বিকাল

বৈশাখী ঝড় ঈশান কোণে

মিথ্যে অহংকারে অহেতুক ভুল বোঝা!
এ প্রবাস কালের, কিছুই যাবে না সাথে;
চলে যাব কাট্টিয়ে, জীবনে যত তিক্ততা।
ধূলিতে মিশে যাবে ঐশ্বর্যের অহংকার,
লজ্জায় লুকাব মুখ অগত্যা আমি;
এসেছি একা তেমনি চলে যাব একা,

মনে কি রাখবে কেউ এই অহংকার?
আকাশের বুকে ঈশান কোণে বৈশাখী ঝড়,
মুহুর্মুহু বজ্রের হুংকার তার তাণ্ডব চালায়;

নদী-নালা খাল-বিল সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত,
গবাদি পশু, অরণ্যের হিংস্র প্রাণী যত;
সকলেই খোঁজে তারা নিরাপদ আশ্রয়,
মৃত্যু শিয়রে আজি কখন কী হয়ে যায়!
উত্তাল তুফান যেন সাগরের বুকে,
ভয়ংকর গর্জনে উপকূল আছড়িয়ে;

সতর্ক করে, যাসনে সাগরে কেউ—
বাহির হসনে, এসেছে প্রলয়ংকরী ঢেউ;
ত্রিভুবনে শুধু মৃত্যুভয় তবু ক্ষণিকের।

ক্ষণিকের ঝড় থেমে যায়,
সে তো জানে আকাশও;
শেষ হবে যবে বজ্রনিনাদ,
টানিবে আপনার কাছে মহাকাল।
প্রাণ ফিরে পাবে মৃত্তিকা,
ছেয়ে যাবে সবুজ পল্লবে পৃথিবী;

খাল-বিল নদী-নালা অরণ্য বিটপী
ফিরবে আবার নতুন রূপে।
ভীত পাখি ফিরে পাবে চেনা সুর,
মাতিবে আবার কলরবে তার;
তারা-ঝলমল আকাশ হবে মুখরিত।
আকাশের বুকে ঝড় ক্ষণস্থায়ী হয়,
ক্ষণিকের উল্কাপাতন সত্যি নয়।
চাঁদ তারা সূর্য ওঠে নিয়ম মেনে,
প্রভাতে ওম নেয় শিশিরে ভেজা ঘাস;
ফিরে পায় পৃথিবী তার আপন ছন্দ,
পথে পথে পথিকের আলাপন মৃদু-মন্দ।
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে,
বীভৎস ঝড়ের স্মৃতি বেঁচে থাকে প্রান্তরে।
স্মৃতিতে বেঁচে থাকে মিথ্যে অহঙ্কার,
মোদের জীবনেও তাই যেন ভয়ঙ্কর;
ভালো তো বাসে না কেউ তবুও,
মিথ্যে অহংকারে জীবন তটস্থ।
ভালো বাসে না তো আকাশও,
বৈশাখী ঝড় বুক তার বিবস্ত্র;
কাড়িতে চায় সুষমা তার তাণ্ডবে,
ধ্বংস করে ফোটন্ত ফুলের বাগান,
ন্যাড়া কাণ্ডগুলো ডালপালা চুরমার;
যেন অপার শান্তি, কে বা কার?
কে বাসবে ভালো কেনই বা তাকে
রাখবে মনে? এ পৃথিবী চায় না তো—
ধ্বংসের বিভীষিকায় হোক উন্মাদ;
সে চায় সৃষ্টির আল্পনা আঁকতে
জীবনের নব ধারাপাতে।
ভালোবাসা প্রেম চায় তার লাগি,
ঐ বৈশাখী ঝড়ের মতো—
অহঙ্কার সে তো সৃষ্টি-অন্তরায়।

ভুল বোঝা, রাগ, ঘৃণা, অহঙ্কার যত—
সবই তো ওই বৈশাখী ঝড়ের মতো;
ধ্বংসই কামনা যার, চিরস্থায়ী নয় তো।
সে কখনো চালিয়ে ক্ষণিক শাসন,
সে যায় হারিয়ে আবারও;
আকাশ ফিরে পায় তার রঙ নীলিমার।
জীবনে কোনো কিছু ধ্বংস নয় চিরকাল,
যদি কেউ সৃষ্টির বীজ বুনে যায় ভাবীকলে;
মনে রাখো, যে বীজের চারা হতে
জন্ম নেওয়া সৃষ্টির আল্পনাতে—
ফুলে ফলে চিরদিন পৃথিবী সাজায়,

সে আমাদের ভালোবাসা প্রেম;
মানুষের মনে তা চির অক্ষয়।
জেনো, ওই বৈশাখী ঝড়ের মতো—
সকলেই অতিথি ক্ষণিকের।
আমাকেও যেতে হবে একদিন,

তবুও চলে যাওয়ার আগে—
ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, নহে তো তিক্ততা;
রেখে যেতে পারি ভালোবাসা যদি,
অমানিশা শেষে উঠবে আবারও চাঁদ,
তারায় তারায় ভরবে নীল আকাশ;
শিশির ভেজা পথে হাঁটবে মানুষ,
ফুলে ফুলে সাজিবে বাগান;
হয়তো সেদিন থাকব না আমি,
থাকবে তবুও গন্ধ তার বিরাজমান।

তারিখ: ১৪/০৯/২০২১, সকাল

হবেনা বৃথা রক্তদান

দূর্যোগ দূর্ভোগ দেখে থমকে যেওনা দাঁড়িয়ে,
অমানিশার অন্ধকারে নিও না হাত গুটিয়ে;
ঘোর আঁধার ছিন্ন করে আসবেরে প্রভাত,
সোনালী সূর্যের আলো আঁধারে করবে কুঠারাঘাত।

রক্তচক্ষু যদি কভু দিতে চাই থামিয়ে
বজ্রমুষ্টি হাতে প্রতিবাদে যাও দাঁড়িয়ে,
পাথরের ঘর্ষণে আগ্নিশিখা দাও ছড়িয়ে!
জ্বলন্ত দ্রোহের আগুন দাও নিভিয়ে।

মুক্তির অপেক্ষায় সর্বদা কাঁদে ফেরিওয়ালা
বিভৎস ঝড়ের স্মৃতি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া;
জ্বলছে বারুদ বর্ষণে পুড়ছে বিশ্ব বিবেক
অনন্ত অসীমের মাঝে ক্ষুদ্র জীবন কতেক।

পাহাড়ী ঝর্নার জ্বলধারা বয়ে চলে সমুদ্রে
দ্বীনের দ্বায়িরা ছুটে চলে জান্নাতি সুভ্রে,
খুন ঝরা পত্রে উচ্ছাসিত জনতার হাঁসি!
ধর নাবিক শক্তহাতে মাস্তুল হয়োনা উচ্ছাসি।

কত হবে লাঞ্চিত পদাঘাতে পিষ্ট অপমানিত
রুখে দাঁড়াও বাঁচতে শেখো হবেনা বঞ্চিত,
হৃন্দ্রে হৃন্দ্রে জ্বালাও আগুন বাঁচার মন্ত্রে
আঁধার ঘুচাতে উঠাও সূর্য পূর্ব দিগন্তে।

ঈমানের শক্তিতে জীবন গড়তে হও আগুয়ান
জালিমের জুলুম করতে প্রতিহত এসো নওজোয়ান,
হবেনা হবেনা কভু বৃথা তোমারই রক্তদান;
চল্ ছুটে চল্ মোরা করি জান্নাতি সুধাপান।

তারিখঃ-১৬/০৯/২১ সকাল

জানতে চেয়েছি শুধু

জানতে পারিনি আজও!
বুঝতে চেয়েছি শুধু সমাজকে—
মানুষ কতটা অসহায় হলে,
বাস করে আকাশের নিচে?

যখন দেখি চক্ষু মেলিয়া,
মানুষ কতটা ক্ষুধার্ত হলে—
পথের ডাস্টবিনে আহার খোঁজে?

ভাবতে থাকি বসে বসে,
মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হলে—
শিশু নির্যাতনের শিকার হয়?

নির্যাতিতা নারীর চিৎকারে বুঝি,
কতটা নির্মমতা পেলে নারী—
সংসার ছেড়ে চলে যায়?

ব্যথিত হৃদয়ে রক্তক্ষরণে দেখি,
মানুষ কতটা অভাবী হলে—
গর্ভের সন্তান বিক্রি করে?

মলিন মুখোচ্ছবি দেখে ভাবি,
তরুণ কতটা আশাহত হলে—
নিরাশার আঁধারে ডুবে যায়?

সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতাতে বুঝি,
কতটা অবহেলিত হলে—
আপনজন পর হয়ে যায়?

কতটা অবুঝ হলে,
স্বার্থপরতা-নির্দয়তার মাঝে—
রক্তের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়?

কতটা নির্লজ্জ হলে,
হায়েনার মতো করে—
মানুষের সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়?

পরনারীতে আসক্তি দেখে বলি,
কতটা ব্যভিচারী হলে—
সত্য ও ন্যায়ের পথ এড়িয়ে যায়?

কতটা স্বার্থান্বেষী হলে,
জীবনের পরিমাপ করতে—
দেশদ্রোহী হয়ে যায়?

কতটা সর্বভুক হলে,
উদর ভর্তি করতে—
খাবার কেড়ে নেয় অভুক্তের?

জানতে পারিনি আজও!
এতটুকুই বুঝতে পেরেছি—
অবক্ষয় হয়েছে মানবতার।

তারিখ: ১৬/০৯/২০২১ইং

মজবুত ঈমানের ভিত

মুসলিম তুমি বিশ্বজয়ের খেতাবপ্রাপ্ত বীর,
তাগুতের কাছে কভু করিয়ো না নত তব শির।
তারিক, জিয়াদের উত্তরসূরি তুমি বিপ্লবী বীর,
আল্লাহতে রেখো পূর্ণ ঈমান, নারায়ে তাকবির!

মহান রবের সৃষ্টি তুমি, উন্নত মম শির,
বিশ্বজাহানের খলিফা খোদার, সেরা জীব সৃষ্টির;
দিগ্বিদিকে ওড়াবেই ওড়াবে পতাকা কালিমার,
তাকবির ধ্বনিতে হবেই সাফ যত জুলুম-অত্যাচার।

তব হুংকারে প্রকম্পিত হবে জালিমের কারাগার,
সম্মুখে তব নুয়ে যাবে সকল খোদাদ্রোহী দরবার।
প্রভুর দেওয়া কত না বিধান তোমারই কাঁধের পরে,
সত্য-ন্যায়ের মশাল জ্বালাও বিশ্ববাসীর তরে।

কাফির-মুশরিক শত-সহস্র হয়েছিল জমায়েত,
সংখ্যায় স্বল্পতা, নবীর সাথীরা কুড়িয়েছিল শাফায়াত।
তাঁরা দিয়েছিল প্রাণ, তবু রেখেছিল নবীর মান,
গগন বিদীর্ণ করে দৃঢ়কণ্ঠে গেয়েছিল আল্লাহ মহান।

মুসলিম সে তো উত্তরসূরি, যারা বদর-ওহুদের মুজাহিদ—
লড়েছিল তাগুতের সাথে, ছিল শক্ত ঈমানের ভিত।
খালিদ, উমর, আলী হায়দার যারা ছিল মহাবীর,
খুনঝরা পথেই মুক্তি, দাও দাও নারায়ে তাকবির!

কাঁপত দুশমন ভয়ে থরথর— এল বুঝি আলী হায়দার!
অর্ধজাহান করত শাসন ধূলির তখতে বসিয়া উমর।
সেই তেজোদীপ্ত ঈমান আনো ফিরিয়ে, করবে নতশির;
পদানত হবে বিশ্ব আবার, ধ্বনিত হবে শ্রেষ্ঠ তাকবির।

গাইত যাদের বিজয়ী গীত দিগ্বিদিক,
হৃদয়ে ছিল রাসূল-প্রেমের শক্ত ভিত;
ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে চল এগিয়ে,
ছাড়বে খোদার ভূমি তাগুত, নিঃশেষে প্রাণ দিয়ে।

তারিখ: ২০/০৯/২১, রাত

জীবনের ঠিকানা

(গীতি কবিতা)

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, ভুলে—
হিংসার যাতাকলে পিষ্ট;
নিজেই বড়ো হতে অন্যের ক্ষতিতে
মানবতা আজ লঙ্ঘিত, বন্ধু সে কাজ কভু কোরো না!

এখনো তো মুখে হাসি ফোটে না,
ঝরে পড়ে শুধুই বোবা কান্না;
খুঁজে নাও তাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে,
দাও তারে দেখিয়ে, বন্ধু সত্য জীবনের ঠিকানা!

ভালোবাসা দাও তাকে অপরিসীম,
বুকে দাও সুখ-আশা সীমাহীন;
মমতার হাতখানি দাও বাড়িয়ে,
দেখাও তারে, বন্ধু আলোকিত পথের নিশানা!

মানুষের মনেতে যত বিস্ময়—
সুখ-দুঃখ বারেবারে কেন আসে যায়?
আশা-হতাশার মাঝে শুধু দোল খায়,
সে সময়ে বন্ধু দূরে সরে যেও না!

নয় তো এ পৃথিবী সুখের খেলাঘর,
জীবনটা বানিয়ো না খেল-তামাশার;
চলতে যে চায় খামখেয়ালির পথে,
বলো তারে বন্ধু— এটা ভুল পথ, এ পথে ঘেঁষো না!

তারিখ: ২২/০৯/২১, দুপুর

নতুন ভোর

আঁধার ভেঙে আসবে আবার
নতুন দিনের নতুন ভোর;
পুব আকাশে উঠবে যবে
কাটবে তখন সকল ঘোর।

পাহাড় বয়ে ঝরনা নামে
যায় ছুটে ঐ সাগর পানে;
তবু তোমায় লড়তে হবে
মাঝি যেমন উজান বায়।

সূর্য যদিও যায় লুকিয়ে
আকাশের ঐ কালো মেঘে;
তাই বলে কি কিরণ দেওয়া
বন্ধ রবে সেই মেঘমালায়?

জীবন তোমায় গড়তে হবে
নদীর মতো বহিতে,
সূর্যের মতো আলো দিয়ে
জগৎটাকে সাজাতে।

কুরআন-হাদিস ধরতে হবে
জীবন গড়ার কাজটাতে;
জান্নাতে ভাই যেতে হবে
মোদের স্রষ্টার সাক্ষাতে।
যত ই আসুক ঝড়ো হাওয়া

জীবন নদীর কঠিন বাধা,
ভয় পেয়ো না সঙ্গী ছাড়া
লড়তে হবে সেথায় একা।

থামবে না তো কিরণমালা তবে,
ঘুচবে আঁধার উঠবে রবি যবে;
শেখায় তোমায় তাদের মতো হতে,
ভয় পেয়ো না, শক্ত হয়ে রবে।

নামছে আঁধার নামুক আরো,
ঘোর তামাশায় ঢাকুক ভোর;
বন্ধ কি আর হবে রে তাই
সূর্য ওঠার সকল দোর?

কিরণমালার অরুণ তাপে
ঘুচবে সদা ঘোর কুয়াশা;
বালিয়াড়ির বাঁধ ভাঙিবে
আসবে যখন স্রোতের বেলা।

সেই স্রোতের সঙ্গী করে
পার করিয়ো কঠিন ডোর;
আসবে তবে এই ভবেতে
নতুন দিনের নতুন ভোর।

তারিখ: ২২/০৯/২১, বাদ এশা

মুসলিম আল্লাহর প্রতিনিধি

মুসলিম দাবিতে আমি বেনামাজি,
করি মানব আইনের পূজারি;
তাই তো ফিরছি করে ধান্দাবাজি,
স্রষ্টার আইন আমি অমান্যকারী।
আলহাজ নাম নিতে ছুটছি মক্কায়,
মুসলিম বলে তো জিয়ারতে মদিনায়;
নবী-প্রেমের যতই আসক্তি দেখায়,
খিয়ানতে মশগুল আদর্শের বেলায়।
ঈমানের দাবিতে হয়েছি বড়ো মুসলিম,
গণতন্ত্রের লেবাসে হয়ে উঠি স্বৈরাচারী;
হত্যা করি ভিন্ন মত-পথের নেতা-কর্মী,
সম্পদ লুণ্ঠনে জনতার ওয়াদা ভঙ্গকারী।
মুসলিম বলেই বনে যাই ইমাম,
গোপনে ধর্ষণে করি যে আকাম;
ইজ্জত লুণ্ঠনে কে দেবে দুর্নাম?
বেলাশেষে দাড়ি, টুপি, জুব্বা পরি।
মুসলিম আমি আল্লাহর প্রতিনিধি,
হৃদয়ে সর্বদা হিংসা পোষণকারী;
জনতার ন্যায্য অধিকার হরণকারী,
অবলীলায় সরকারি মাল আত্মসাৎকারী।
ক্ষমতার অপব্যবহারকারী মুসলিম,
মাথা উঁচিয়ে বলি শ্রেষ্ঠতম ইসলাম;
করি আত্মসাৎ এতিমের সম্পদ,
বাড়িঘর দখলে তাদের করি উৎখাত।
মুসলিম উচ্চপদস্থ কর্মচারী,

অন্যায়ভাবে হয়েছি অত্যাচারী;
জনতার কর্মে ঘুষ গ্রহণকারী,
সর্বদা দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলাকারী।
ক্যাসিনো ব্যবসা করি মুসলিম তবুও,
নারী, জুয়া, মদ, নেশার দ্রব্যে যদিও;
ধারি নাকো ধার কারো ক্ষমতার,
এসব কারবারে ভয় করিনে আল্লাহর।
মুসলিম বলেই শৃঙ্খলা রক্ষাকারী,
কর্মযজ্ঞে হয়ে যায় স্বৈরাচারী;
ব্যক্তি স্বার্থে করি শৃঙ্খলা ভঙ্গ,
রঙ্গমঞ্চে অপরাধীদের সাথে দিই সঙ্গ।
ফয়সালাকারী মুসলিম বিচারী,
অন্য মতের বেলায় হই অত্যাচারী;
নিজ দলের করাতে জয়,
করিনে তো ভয় স্রষ্টাকে রায় ঘোষণায়!
সমাজপতি আমি মুসলিম নামধারী,
কুর্নিশ না করিলে বানাই অস্ত্রধারী;
সকলের কাছে সামাজিক কর্ম নিয়ন্ত্রক—
সর্বদাই মুসলিমের কর্মবিরোধী মন্ত্রক।
মৃত্যুতে মোর কৃতকর্মের নাজাতের তরে,
নামাজি-বেনামাজি হাজির জানাজাতে;
বড় আয়োজনে করছে খাদ্য বণ্টন,
খাদ্য দানের কি আছে কোনো প্রয়োজন?

তারিখ: ২২/০৯/২১, সকাল

বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা কিনা

কখনো কাউকে বন্ধু ভাবার আগে নিজেকে
আবিষ্কার করতে হবে বন্ধু হওয়ার যোগ্য কিনা।
তুমি যাকে বন্ধু ভেবে হৃদয়ের মণিকোঠায় দিছ ঠাঁই,
সে তোমাকে শত্রু ভেবে অতল গহ্বরে ফেলে যায়।

কখনো তোমার কষ্টগুলো কেহ বুঝতে চাইবে না,
বরং কষ্টের লোনা জলে তুষের অনল ঢেলে দেয়;
তোমার গ্রীবাদেশ বেয়ে নয়নের অশ্রুতে ভিজবে বুক,
দূরে বসে ঢিল মেরে আড়ি পেতে লুটিবে মহাসুখ।

সন্ধ্যাতারার মাঝে তুমি খুঁজবে তাকে,
প্রকৃতির নীরবতা ভেঙে অনুরাগে কুহকীর ডাকে;
তুমি আলো হয়ে জবে দেখালে পথ,
তবে কেন তারে ছুড়ে দিলে আশু বিপথ?

নিঃসীম ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে চাই,
সুনয়না তুমি, তোমারে কি কভু ভোলা যায়?
হঠাৎই ভেসে আসে পদধ্বনি নিস্তব্ধ জনপদে, হায়!
খয়েরার মতো কান পাতি পাব কি না জানি উৎকণ্ঠায়।

পাহাড়ি ঝরনার মতো তোমাকে দেখেছি অশ্রু ঝরাতে,
সাগরের ঢেউয়ের বুকে মিলেমিশে একাকার হতে;
কাশফুলের কোমল শুভ্রতায় মেতেছিলে পড়ন্ত বেলায়,
তবুও হাত বাড়িয়ে কভু ডাকোনি আমায়।

বিকালের নরম রোদে আলতা পায়ে দেখেছি,
অন্তরে ভাবনার ঝড়ে ঐ নীল আকাশ ছুঁয়েছি;
নিষ্ফল ভাবনা বারবার হোঁচট খায় নীলিমায়,
আমি ভালোবাসলেও কোন্ দোষে বাসোনি আমায়?

বুঝতে পারিনি কভু, সত্যি এতটাই বোকা!
তাই তো দিয়ে গেলে শুধু আমাকেই ধোকা।
মনের ভ্রম, চোখের ঘোর জবে কেটে যায়—
আমাকে কষ্ট দিয়ে হয়তো সুখে রবে, তাহা হবার নয়।

সন্ধ্যা রাতে ঝিঁঝিঁ ডাকে, কাশবনেতে শেয়াল হাঁকে,
মিটমিটিয়ে জোনাক জ্বলে বাঁশবাগানের বাঁকে;
নীল আকাশের জোছনা মেখে মৃদু বাতাস বয়,
বন্ধু তবুও আমায় ছেড়ে দূর দেশেতে রয়।

তারিখ: ২৪/০৯/২১, রাত

জেগে ওঠো বিদ্রোহী

কে বিদ্রোহী? কলমের আঁচড়ে
শিল্পীর তুলিতে আঁকোনি,
জাগে না মানব হৃদয়, বাজে না তো
নববধূর কাঁকনের ধ্বনি।

বিদ্রোহীর মুখে আজ ফোটে দেখি—
মসনদ টিকানোর তোষামোদি,
ঝরনার গলিত জলধারার উঁকিঝুঁকি
দ্রোহের আগুন ঘুমায় যদি!

ক্লান্ত শব্দরা তখন চাইছে ছুটি,
বিদ্রোহীর কলম যখন গেছে গুটি;
ঘুমন্ত অগ্নির লেলিহান অগ্ন্যুৎপাতে
ক্ষোভে ঘৃণায় উঠছে ফুঁসে।

লেলিহান শিখারূপে ঠিকই
ছুটে চলে স্মৃতিময় শিরার ভিতর,
আয়নাও করছে আজ বিদ্রোহ—
সে চায় না দেখাতে তার মুখটাকে।

প্রতিপক্ষ হয়েছে নিজ গ্রন্থিগুলো,
কথার ফাঁকে দেখায় ভ্রুকুটি, সময় বলো;
শিল্পীর তুলি আঁকে খামখেয়ালি—
আজ বিদ্রোহী হয়েছে বড়ই আবেগী।

খোঁজ মুক্তি রাজপথে বিদ্রোহী,
কলমের আঁচড়ে মৌমাছির গুনগানে;
অচিনপুরী শব্দ যেন বিদ্রোহমুখী,
দ্রোহের আগুন জ্বালাও মননে।

শীতের কুয়াশামাখা নির্ঘুম রাত,
বিদ্রোহী শিশিরভেজা প্রাতঃপাত;
জাগানিয়া তুমি, জাগাও আবার,
নাহি খোঁজ আত্মসুখে পারাবার।

জগদ্দল পাথর সরাতে হও বিদ্রোহী,
স্বল্প সুখের মোহে হয়ো না আত্মপূজারি।

তারিখ: ১৯/০৯/২০২১ ইং

আজ ও কাঁদে মাজলুম

দুর্বল দেহে শক্তি নাহি উঠে দাঁড়াবার,
বোবা কান্না, নেই কোনো ভাষা বলিবার;
যা কিছু বলার, তারাই বলে সবার কাঁদে!
জুলুম, আর্তচিৎকারে শুধু হাহাকার।
হায়রে অর্থ! হায়রে শক্তি!
কী নিয়ে করব দম্ভোক্তি?
কী নিয়ে দাঁড়াই, কিছুই তো নাই;
যাদের দিয়েছ দু-হাত ভরে তাই—
ওরা সব রাঘব-বোয়াল, একে অন্যের ভাই।
নীরবে অশ্রু ঝরায় বেলা-অবেলায়,
বুকভরা আশা, শুধু ভরসা;
ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে সে আশায়
কাঁদছে মাজলুম! স্রষ্টা যদি কিছু করে দেয়।
মাজলুম কাঁদে! কেন সৃজিলে তবে?
হায়রে খোদা! যদি কিছু নাহি দেবে—
নাহি কি দয়ামায়া তব, ওদেরই মতো?
নাকি তাদেরই তরে তব অনুগ্রহ যত?
জুলুম তারাই করে, যাদের দিয়েছ সবই;
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম— ভেদাভেদ নাহি।
বিভেদের পাহাড় তুলে নিজেরাই সেজেছে প্রভু,
হায়! মাজলুমের ঠাঁই কোথাও মেলে না তবু।
কাঁদে মাজলুম, ভাবে বসে নীরবে—
কী জানি, পৃথিবীটা শুধু ওদের হবে?
যার আছে তার সবই আছে, দেখি তাই;
মোদের জন্য কি জানি, স্রষ্টাও বুঝি নাই!
নিভৃতে কাঁদে মাজলুম নীরবে;
খোদা, বলে দাও শুধু একটি বার—
ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ,
আমাদেরও আছে বাঁচিবার অধিকার।

তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ইং

জেগে ওঠো মুসলিম

ঘুমিয়ে গেছি মুসলিম তসবিহ হাতে নিয়ে,
সেই সুযোগে বিজাতিরা দংশক সদ্ব্যবহার দিয়ে;
জাগো মুসলিম, তসবি ছেড়ে তরবারি হাতে,
নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার, জাগাও ধমনিতে!

নত নাহি কর শির তুমি তো খালিদের সৈনিক,
জেগে ওঠো সিংহশাবকেরা নামাজে দৈনিক।
হামজা, হানজালা, খব্বাব, খুবাইবের উত্তরসূরি—
তপ্ত মরুতে বিজয় নিশান উড়িয়েছে ঘোড়ার খুরি।

নত নাহি কর শির তুমি তো জায়েদ, উমর, আনাসি,
তালহা, জুবায়ের, সা'দ, আব্দুর রহমান, সুদাইসি;
সময় এসেছে পৃথিবীকে নতুন করে সাজানোর,
ফিরতে হবে তাহাদের যুগে, হয়নি যাদের বাসর।

যেতে হবে সকলের নবী-রাসুলের যুগে আবার,
হতে হবে বেলাল, ওসমান, আলী, সিপাহি আবু বকর;
তারেক, কাসেম, উমর, আশারায়ে মুবাশশারা—
প্রকম্পিত করে ধরণী, জুলুমের অবসানে আত্মহারা।

জাগো মুসলিম তসবিহ ছেড়ে, হাতে তুলে তরবারি,
ঘটাতে অবসান গৌড় রাজত্বের, তুমি তো শাহজালালের উত্তরসূরি।
আউলিয়াদের পুণ্যভূমিতে চলছে ভিনদেশি আগ্রাসন,
শক্ত হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চল্, ভাঙবে জালিমের দুঃশাসন!

তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ ইং

অনুভূতির আত্মকাহন

চেয়েছি অনুমতি তোমাকে ভালোবাসতে,
ভালোবাসতে অনুমতি লাগে জানা ছিল না রে!
হৃদয়ে কী সব অদ্ভুত ভাবনা জাগে!
কড়া শাসনে অনুমতিহীন নিয়ন্ত্রণে,
ভালোবাসতে থাকে নিজেরই অজান্তে;
অনুমতিহীন স্বর্গরাজ্যে করে বিচরণ।
অনুমতি মানেই শর্তের বেড়াজালে বন্দী,
স্বপ্নের কড়িগুলোর নষ্টের কালক্ষেপণের ফন্দি;
অনুভূতির দহনদীর্ণে আত্মস্বীকৃত করে জলদি।
কেবলই ভালোবাসাটা অনুভবের, শুধুই যৌথ;
একপাক্ষিক ভালোলাগাটা নিতান্তই নিজস্ব!
তারই লাগি দীর্ঘ বরষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষিত।
ভালোবাসা যখন অবহেলিত, অনাকাঙ্ক্ষিত—
সময়ের দাবিতে অসহায়, চরমভাবে নিঃস্ব-রিক্ত,
তখন ভালো লাগাটাই স্বপ্নের রসদ জোগায়।
দুর্লভ ভালোবাসা ছিন্নভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত,
প্রবহমান ভালো লাগাটাই কেবল অশ্রুসিক্ত!
বুঝতে চাওনি কভু, ক্ষতি কিছুটা হয়তো।
তপ্ত হৃদয়ের উষ্ণ অনুভব নিতে পারিনি,
ক্ষতির সম্মুখীন হতে কখনো পিছু হটেনি,
অনুতপ্ত নই তবুও আমি, মোটেই ভুলতে পারিনি।
ধৈর্যই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তাতে সম্মান;
মনের আঙিনায় পেতে রেখেছি আসন,
দেবো বিশ্রাম তোমার বিশ্বাসকে আজীবন।
বুঝতে না পারার উৎকট অভিমানে,

নিজেকে দূরে সরাতে চেষ্টায় আপ্রাণ;
ততই ছুটে এসেছি তোমার পানে।
আমার কী লাভ হলো তব মোহে পড়ে?
এটা তো স্পষ্ট আমি অসহায়, অক্ষম, নড়বড়ে;
ভরে দিয়েছ দু-গালে সলজ্জ রক্তিম আভা উড়ে।
হয়তোবা হয়েছে মোর ভালোবাসা মৃত্যুঞ্জয়ী,
তোমাকে বাসতে পারাটা ঢের অক্ষয়ী;
যাহা দুজনের কেউই বুঝতে পারেনি ধনঞ্জয়ী।
সংকুচিত করি যতই অভিমানের দুয়ার,
ততই উন্মুক্ত হয় বাতায়ন ভালোবাসার;
নিদারুণ কষ্টের মধুময় সমস্যা আমার?
মুক্তা খুঁজতেও রাজি ব্যথার সাগরে আমি,
এটা কি সম্ভব? বলেছিলে রাগান্বিত তুমি;
সেটা তুমি বলেই সম্ভবত, অন্যটা আমি।
ভিতরে তোমার ঘুমন্ত সেই ক্লিওপেট্রা,
ভেজা চুলের ঘ্রাণ নিতে শেখালে আমায়!
নিজেকেই ভুলিয়া বসত করছ অন্যথায়।
যদিও প্রস্তুত হয়ে গেছি সত্যিই আজকে,
তবুও সুদূর পরাহত ভালোলাগা জীবনকে;
অনন্তকাল ভালোবাসতে পারবো তোমাকে।
প্রাপ্তিকে বানিয়ে ফেলেছ তুমি নিয়তি,
তাই তো দিকশূন্য ভবে খুঁজে ফিরি গতি!
অপ্রাপ্তির গহীন ক্ষত বুকের ভিতর অবধি।
শূন্য পৃথিবীর স্বর্গীয় আসমানে দিবাকর;
ভুলিতে পারিনা তবুও কল্পিত অভিসার,
সিন্ধু সেঁচে মুক্তা খোঁজার নেশা আমার।

তারিখ: ২৮/০৯/২০২১ ইং, ফজর বাদ

কোকিলের গানে মুগ্ধ ধরা

কোকিলের গান শুনতে কার না মন চায়,
সুরের মূর্ছনায় আত্মহারা হতে কে না চায়?
কেউই কি রাখো খোঁজ— কোথা থেকে পেল সুর-তাল-লয়?

কোকিলের কণ্ঠ কেন এমন কান্নাভেজা,
জানতে চায় না কেউই কখনো তাহা!
কোকিলের কুহু কুহু ডাকে হৃদয় মাতোয়ারা।

কোকিল মানেই সবার স্বপ্নভরা আকাঙ্ক্ষা,
করবে মুগ্ধ কান্নাভেজা কণ্ঠে গানে গানে ধরা;
বসন্তের হিল্লোলে তারুণ্যের উচ্ছলতায় জাগাবে সাড়া।

কোকিলের সুরলহরিতে চিরকাল মাতবে ভুবন,
উঠবে ভরে ফুলে ফুলে আপন জীবন;
মোহাচ্ছন্ন কোকিলের ন্যায় ধরাতে পুরুষই তেমন।

অর্থ-বিত্ত-বৈভব, ক্ষমতাকে ভালোবাসে নারী,
বোঝেনা কখনো সে কি সমহারী?
পুরুষ মনেও যে থাকে পাহাড়সম বেদনা ভারী।

সহানুভূতির প্রয়োজন হতে পারে পুরুষেরও,
দুর্বলতা ও অভিমানের আগুনে পুড়ছে সেও;
একথা বুঝেও বুঝতে চাহে না নারী কখনো।

নারী বোঝে বেটা-পুরুষ নারীকে ভালোবাসবে,
ভালোবাসার রংতুলিতে সে ফতুর হয়ে যাবে;
সবকিছু ভুলেও সে আমায় ভালোবাসবে।

সে তো নারী, পুরুষকে সত্যিকার ভালোবাসে না,
ভালোলাগা, ভালোবাসা দেওয়ার ইচ্ছাও জাগে না;
সে সময় তার কোনোটাই হয়নি, আর হবেও না।

নারীর বোঝ হলো— বেটা-পুরুষের কষ্টই থাকবে না,
থাকবে না দুর্বলতা, কোনো চাওয়া-পাওয়া থাকবে না;
দুঃখ-কষ্ট, দুর্বলতা থাকলে সে কেমন পুরুষ, বলো না?

পুরুষ হবে পাথরের মতো শক্ত,
পাহাড়ের মতো হবে দৃঢ় ও উঁচু;
থাকতে হবে পাহাড়সম সম্পদ,
মন হবে আকাশের মতো উদার;
নারীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত, অন্ধ ভক্ত।

পুরুষ হতে পারবে তবেই বাপের বেটা,
নারীর ভাবনা একেবারে সোজাসাপটা;
নারীর চোখে পৃথিবীর সেরা বীরপুরুষ!

তারিখ: ২৮/০৯/২০২১ ইং

ইচ্ছা করে

আমার শুধু ইচ্ছা করে নদীর মতো বহিতে,
পাখপাখালির গানের সুরে হৃদয় ভরে গাইতে;
মনমাতানো ফুলের ঘ্রাণে সমাজটাকে ভরতে,
তাঁর নূরেতেই পাগল হয়ে জীবনটাকে গড়তে।

প্রভাতের ঐ ঊষা হয়ে আলোকচ্ছটা ঢালতে,
সন্ধ্যাতারার মিষ্টি আলোয় হৃদয়টাকে কাড়তে;
কোন্ সে ঝিলের জলের পরে শাপলা হয়ে ভাসতে,
খোদার প্রেমের গান গাহিয়া জীবনটাকে জানতে।

আমার তো ভাই ইচ্ছা করে জলনূপুরে হাঁটতে,
আলতো পায়ে সবুজ ঘাসে শিশিরকণা মাখতে;
ফড়িং হয়ে গাছের ডগায় আপন মনে উড়তে,
লক্ষ তারার হাসির মাঝে তোমায় নিয়ে ভাবতে।

পথহারা সব মানুষেরে নিজের কাছে ডাকতে,
পাখির মতো ডানা মেলে আকাশ পানে উড়তে;
দ্বীন কায়েমের কথা নিয়ে সকল সময় লড়তে,
খোদার রাহে জীবন দিতে অগ্রগামী থাকতে।

শাপলা-শালুক দিচ্ছে উঁকি জলের পরে,
কার হুকুমে কেমন করে ভাসছে বাতাস ধরে?
হিমেল হাওয়ায় শীতল করে দুঃখ-কষ্ট যায় রে দূরে,
কার প্রেমের মালা গেঁথে চলছে অচিনপুরে?

আমারও যে ইচ্ছা করে পানকৌড়ির সঙ্গে মিশে,
হরেক রকম মাছটি ধরে মাছরাঙাদের সাথে বসে যায়;
খালের ধারে নদীর জলে উথাল-পাতাল ঢেউ ভাঙে,
কার ইশারায় কোন্ কিনারায় আপন মনে বায়?

ইচ্ছা করে মুমিন হতে ওজু-নামাজ করি জামায়াতে,
কুরআন-হাদিস পড়লে জানি সকাল-সন্ধ্যাতে;
দ্বীন কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যে ময়দানেতে,
মুমিন হয়ে যাবে সে তো খোদার রহমের জান্নাতে।

তারিখ: ২৮/০৯/২০২১ ইং

ভাবছি বসে

এই উজান স্রোতে বাইতে নাও,
সেথা না থামিয়ে ভাই বৈঠা বাও;
তুমি দেখবে তবে তুমুল ঢেউয়ে,
নিয়ে যায় না যেন নাও ভাসিয়ে।
নীল আকাশে লক্ষ তারার মেলা,
ফুলপরীরা তাদের সাথে করছে খেলা;
জোছনা মাখা রাতের আঁধার কাটে,
সূর্যমামা হারিয়েছে কোন্ সে লাটে?
চাঁদের বুড়ি জলসা বসায় চাঁদে,
সঙ্গী-সাথী তাই অভিমানে কাঁদে;
ডাকছে বুড়ি, আয় না তোরা কাছে,
কাঁদিস কেন, বলিস না কোন্ লাজে?
ঐ দেখ না গুণীজনের হইছে কেমন হাল,
বেইজ্জতি করছে তারা হইয়া বেসামাল;
সাদা গায়ে কাদার ছিটা দিচ্ছে হনুমান,
চাঁদের গায়েও দাগ কাটিল খাইয়া বুড়ি পান।
যারাই জাতির শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ সন্তান,
বেইজ্জতি করবি কত নামের মুসলমান?
এই অপমান সইবে না রে আল্লাহ মহান,
এসব দেখে শরম পায় ইবলিস শয়তান!

অপরাধী ছাড় পেয়ে যায় ভালো মানুষ সেজে,
নিরপরাধী বন্দী হবে, বুঝলি না রে ছেলে;
জ্ঞানী-গুণীজনেরে ধরে ভরছো যে গারদ,
সেখান থেকেই জ্বলবে বুঝি বিজয়ের পারদ।

দ্বীনের আহ্বানে সকাল, সন্ধ্যা, রাতে,
নাহি বিশ্রাম তার দুনিয়ার জেন্দেগিতে;
আম্বিয়াদের ওয়ারিশ তারা,
দ্বীনের ধারক-বাহক যারা;
শত দুঃখ-কষ্ট, প্রবঞ্চনাতেও
তাঁরা কভু হয় না ঈমানহারা।
ভাবছি বসে উজান স্রোত সুজান কবে হবে?
মাস্তুলের সুজন মাঝি নির্বিঘ্নে বৈঠা বেয়ে যাবে;
এমন সময় দাও না মোদের প্রভু বাংলার জমিনে,
থাকবে সবাই নিরাপদে, জুলুম রবে না কোনোখানে।

তারিখ: ২৯/০৯/২০২১ ইং

কতটুকু চিনেছি তোমায়

কতখানি চিনেছি তোমায়, কী জানি!
ভাবতেই ক্লান্তি আসে তখনি;
হয়তোবা অর্ধেক চেনা-জানা তুমি,
বাকি অর্ধেক অচেনা একদমই।

হৃদয় উন্মুখ তবুও ভালোবাসতে,
মানে না বাধা;
অবোধ হৃদয় পড়েছে না চিনিতে—গোলকধাঁধা।

ভালোবাসা জাগে চোখের ভাষাতে,
মনের ভাষা ভবঘুরে;
খুঁজে ফিরি আজি তবুও তোমায়,
হৃদয়ের অতল গভীরে।

হৃদয়ে ওঠে ঝড় ক্ষণিক দেখায়,
চোখের আড়ালে মন পুড়ে ছাই;
কখনো হাত বাড়িয়ে ভালোবাসার অভিনয়,
কালো মেঘে বৃষ্টি ঝরে অঝোর ধারায়।

কাছে গেলে কভু নাও মুখ ফিরিয়ে,
দুষ্টু হেসে ছলনা করে;
আবেগে আপ্লুত হয়ে ডাকো দু-বাহু বাড়িয়ে,
দূরে রাখো অবহেলা করে।

মনে হয় তুমি ভীষণ চেনা,
ক্ষণিক পরেই ভেঙে যায় মন;
মনে হয় তুমি আজন্মই অচেনা,
শুধু শুধু ঠকালে আমায় সারাক্ষণ।

তবুও স্বপ্ন জাগে মনে অনুক্ষণে,
ভুল ভেঙে ঠিকই আসবে ফিরে;
এই অবেলায় নাইবা পেলাম তবে,
একদিন ঠিকই তুমি আমার হবে।

তারিখ: ২৯/০৯/২০২১ ইং

কুড়ায়ো গুরুর আশিষ

সেই ছোট্টকালে অশ্রুসিক্ত নয়নে,
আলিফ, বা সর্বদা জপেছি মনে;
অনুরাগের ছোঁয়ায় করেছি অভিমান,
তবুও মর্মস্পর্শী ভালোবাসাতে করিত আপন।

কাব্যিক শব্দচয়নে হৃদয়ঙ্গম করে,
এগিয়ে চলার দুর্দমনীয় সাহস ধরে;
শৈল্পিক ছন্দের হিল্লোলে তারুণ্যের গান,
অনুপ্রাণিত করিত, রাখিও সম্মান।

ধীরে ধীরে পথচলা নিঃসঙ্গ একেলা,
কখনো স্কুলে নয়তো বাড়ির পাঠশালা;
বিচরণে ছিল তার কড়া শাসন,
যোগায়েছিল শুধুই অনুপ্রেরণার অনুক্ষণ।

কত গুরুজনেরা কাটিয়েছে নির্ঘুম রাত,
কেমনে কখন জানি হয়েছে সুপ্রভাত;
নেয়নি কভু কষ্ট, হৃদয়ে দিয়েছে মধুজ্যেষ্ঠ,
আজি তাঁরাই হয়তো ক্ষুদ্র তবুও শ্রেষ্ঠ।

শিরদাঁড়া সোজা রেখে দাঁড়িয়ে সম্মুখে,
লাঠি হাতে বলিত— ফিরবি না পশ্চাতে;
লক্ষ্যস্থির করে এগিয়ে চল্ দুর্গম গতিতে,
তবেই তুমি সফল, বাহুতে বল সাহস বুকেতে।

চোখ রাখো চোখে নীরবে অশ্রুরোদনে,
আজ আমি সফল বলে দাবিদার;
মূলেতে আছে শিক্ষাগুরুর ভার,
যাহা রহে সকল সময়ে নিরাকার;
অনুপ্রেরণাতে তাঁরাই তো দিবাকর।

আজি হয়তো খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক,
ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার নয়তো ঔপন্যাসিক,
লেকচারার, পাইলট, সাধক, দার্শনিক—
শিক্ষকের অনুপ্রেরণা থাকে সার্বক্ষণিক।

আজ আমি কবি, লিখে যাই মনের আকুতি,
শিল্পী এঁকে যায় যত হৃদয়ের ছবি;
তবুও খুঁজে পাই গুরুজনের স্পর্শ যত,
সফলতা অর্জনে তাহাদের আশিষ অবিরত।

শক্তি-সামর্থ্য দিও প্রভু হে,
হতে পারি যেন তাদেরই মতো;
কল্পনাবিলাসী গল্পেই ডুবিয়ো না হে,
সর্বজ্ঞানী হৃদয়ঙ্গমে রয়েছ তুমি তো।

তারিখ: ০৫/১০/২০২১ ইং

আঁঠাশে অক্টোবর শোকাহত দিন

ময়দানে মুজাহিদ হয় না যে ক্লান্ত,
ঘামঝরা সংগ্রামে সর্বদা লিপ্ত;
তারা চায় খুনঝরা পথেই অশ্রুসিক্ত,
গড়বে সুবহে সাদিকের ভিত শক্ত।

দিকে দিকে চলছে হায়েনার হুংকার,
তর্জন-গর্জনে বীভৎস প্রলয়ংকার;
তাগুতেরা ছুটে চলে রৌদ্রপ্রখর,
রাজপথ কেঁপে ওঠে অস্ত্রের ঝংকার।

শান্ত ময়দান হয়ে ওঠে অশান্ত,
জোরেসোরে প্রস্তুতি— মেরে হবে ক্ষান্ত;
তাকবিরে মুখরিত পল্টন ময়দান,
বুলেটের মাঝখানে গাহে তারা কুরআনের জয়গান।

মুসলিম খুঁজে ফেরে বদরের প্রান্তর,
তাগুতি হায়েনা দিচ্ছে জয়জয়কার হুংকার;
পিচঢালা কালো পথ শিপনের রক্তে,
রঞ্জিত করিল তারা আসরের ওয়াক্তে।

অক্টোবরে আটাশের তাণ্ডবে জাতি বাকরুদ্ধ,
মুসলিম জনতাকে করেছিল সেথায় অবরুদ্ধ;
একদিকে চলছে যেমন শান্তির বার্তা,
অন্যদিকে চলছে তেমন সন্ত্রাসীদের হত্যা।

দেখিতে দেখিতে কত শত প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত,
সেদিন খালি করেছে উল্লাসে মায়ের বক্ষ যত;
রক্তপিপাসু হায়েনার মুখে লেগে আছে সেই চিহ্ন,
ভুলেনি বিশ্বপ্রভু, করিবে তোমায় ভবে জীর্ণ-শীর্ণ।

ধন্য করিও তুমি ছন্দে মহানন্দে,
তাহাদের ফেলিও তুমি মহাফাঁদে;
তারা তো হয় না কভু বনশ্রীর অর্ঘ্যসম,
রহিবে তারা মির্জাফরের সঙ্গীসম।

বাঁচিয়ে দাও প্রভু, তুমি তো সকলেরই রহমত,
এই দিন নাহি আসে যেন করাতে তাদের মোলাকাত!

তারিখ: ০৬/১০/২০২১ইং

স্মৃতিময় পান্ডুলিপিতে তুমি

কেমন করে কোন্ বিলাসী আশে,
ভুলিয়া থাকো তুমি কোন্ হরষে;
বহে যে বারিধারা হৃদয়ে রক্তক্ষরণ,
সহেছি কতটা যন্ত্রণার প্রস্ফুটন।
বিরহ রাতে আঁধার ফিকে করে,
ঝিঁঝি পোকার কণ্ঠে বিয়োগের বীণ;
তোমায় খুঁজেছি তারার মেলা ধরে,
বেলা-অবেলায় হৃদয়-প্রদীপ ক্ষীণ।
জ্বালিয়েছ আশার প্রদীপ জ্বলছে ধীরে,
কুলবতী আছো তুমি আপন নীড়ে;
দহন জ্বালা সহিতে আছি এপারে,
করছে পুড়ে খাঁ খাঁ হৃদয়-মন্দিরে।
ভাবনার অতল গহীনে ধ্বনিত হয়,
ভালোবাসা নামের সেই বিষের বাঁশি;
নীরবতার অপলক চাহনিতে আছো সদ্যাশয়,
কেমনে ভুলি তোমায়, আমি যে দোষী!
কখনো নিজেকে আশাহত পাখির মতো,
ডানা বাঁধা পড়েছে নগ্ন আবরণে;
বিলাসী বাগিচায় বুলবুলি হতে সাধ্যমতো,
অনুচ্চস্বরে মাতায়েছ হৃদয়-কাননে।
ওড়ে হংসবালিকা কাশফুল ছুঁয়ে,
শুভ্র মেঘের ভেলা সন্ধ্যা লগনে;
যেন ময়ূরাক্ষীর প্রতীক্ষা গেছে রয়ে,
তবুও হয়নি দেখা মোর তব গগনে।
মন-মাধুরী সে তো ক্ষণিকের ঝড় ওঠে,

প্রীতির মেলবন্ধনে বইছে হাহাকার;
নয়নে অশ্রু আধো-ঝরা নিথর ঠোঁটে,
স্মৃতিময় পান্ডুলিপি অজান্তে দিবাকর।
হেরেছে তব কাছে ফুটন্ত যৌবনের ঢেউ,
উর্বশী তুমি নও তো কাহারো কেউ;
রূপের ঝলকে নিঃসীম ভালোবাসা লুটে,
অন্তর্বিলাসী বারবার ফিরে আসে স্মৃতিপটে।
এসো এসো ফিরে আমার দ্বারে,
অভিমান ভুলে আপন আপনারে;
অপেক্ষারত বনপাখি বাতায়ন খুলে,
স্মৃতিময় পান্ডুলিপি দেখি সবকিছু ভুলে।

তারিখ: ০৭/১০/২০২১ ইং

নীল গাঙে মেঘের তুলা ভাসে

নীল গাঙ যেন আজি দূরের আকাশ,
সাগর ধরেছে রূপ যেন নীলের প্রকাশ;
ভাসে বুকে তরী, ভিড়ছে ফেরি কূলে,
উড়ছে তুলার কণা, ভাসছে হাওয়ার তালে।

তুলা-রূপে শুভ্র মেঘ আকাশের বুকে,
নানান রূপে ভাসে দিগন্তে এঁকেবেঁকে;
দেখিয়া হাসে শরৎ-চন্দ্র খিলখিলিয়ে,
আনন্দ-বেদনা হাসিতে রাখে জমিয়ে।

শুধুই দু-জনার শরতের সাগর-আকাশ,
সমুদ্রপারের দৃশ্য দেখার তরে মনোভিলাষ;

বালুচরে কাশফুল দোলে হাওয়ার তালে,
যেন প্রণয়-জোয়ার এসেছে প্রকৃতির কোলে।

ঝলমলে রোদ ফসলের মাঠ, দুর্বাঘাসে,

পড়ন্ত বিকেলে সোনামুখী রোদ হাসে;
নীলিমার বুকে হারিয়ে যায় কত রাজহংসী,
শুভ্র মেঘের ভেলায় চড়ে যত বনবিলাসী।

পানকৌড়িরা বসিয়েছে মেলা নীল গাঙে,
সাদা বক সারি বাঁধে শেওলার সঙ্গে;
নীরবে বসে ভাবে মাছরাঙা মগডালে,
খেলা করে নির্ভয়ে মলা-ঢ্যালা নীল জলে।

তালের পিঠা বানায় নববধূ ঘরে ঘরে,

গন্ধে মেতে শিশুরা খেলে ছন্দ ধরে;
দ্বাদশীর চাঁদ হেসে ওঠে পুব আকাশে,
নীল গাঙে শুভ্র মেঘের তুলা ভাসে।

তারিখ: ০৭/১০/২০২১ ইং

নির্বাক করে দেয়

নিষ্ঠুরতা শুধু নিঃসঙ্গই করে না,
বরঞ্চ নির্বাক করে দেয়;
উদারতা শুধু মহত্ত্বই করে না,
বরং আস্থাভাজন করে দেয়।

নির্দয় আচরণে কিছু না হলেও,
শুধুই ঘৃণা কুড়ানো যায়;
তিলে গড়া প্রীতির প্রাচীরও,
মুহূর্তে চুরমার হয়ে যায়।

কঠোরতায় হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার—
অগ্নিগর্ভের কুৎসিত দৃষ্টির সমাহার;
অন্তরীক্ষে মরে জ্বলে-পুড়ে ছারখার,
হৃদয়ে বহে বহ্নিশিখা অনন্ত পারাবার।

লোভ নিচ্ছে তারে সুউচ্চ আহরণে,
বিলাসী জীবনের ক্ষতি পোষাতে;
হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার নিরন্তর বালুচর,
জ্বালিয়ে শূন্য রিক্তহস্ত সমাচার।

জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে হয়ে সদা মগ্ন,
জুলুমের অবসানে আত্মহারা হয়তো;
কেটে যায় জীবনের কত শত লগ্ন,
মাধুরীর মায়োডোরে প্রিয়জন নয়তো।

তবে কেন শুকতারা যে নিশাতুর মগ্ন?
পিয়ে কোন্ শরাবে অন্তর ভগ্ন?
নিঃসীম ভালোবাসা দেয় না তো বিলিয়ে,
নিঃসঙ্গই করে শুধু নিষ্ঠুরতা দিয়ে।

তারিখ: ০৯/১০/২০২১ ইং

উড়বে কালিমার পতাকা

কালিমার পতাকা উড়িয়ে আসবে সুদিন,
আলোর পরশ ছড়িয়ে ঘুচবে দুর্দিন!
তিমির রাত্রি ভেঙে ভোরের সূর্য ওঠে,
মহিমা প্রকাশে আল্লাহর কণ্ঠে দ্বিধাহীন!

তুমি তো জানো না সুমহান রবের করুণা,
ইসমাইলের পদাঘাতে গড়েছে জমজম ফোয়ারা;
আগুন ইব্রাহিমের পোড়াতে জানে না,
রবের করুণাতে কালিমার পতাকা হবে উড্ডীন।

বেলালের মতো যদি দুঃখ আসে বারবার!
খব্বাব, খুবাইব, হানজালা প্রিয় খোদার;
সেই খোদার রহমে পেল দুনিয়াতে জান্নাত,
কীসের ভয়? তারা রয়েছে তো আল্লাহর অধীন!

জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে যদি সুখ থাকে,
খুঁজবে না সে সুখ দুনিয়াতে;
জান্নাত পাওয়ার আশে!
খুনঝরা পিচ্ছিল ময়দানে
উমরের মতো বীরদর্পে তুমুল ঝড় তুলবে!
জান্নাতী সুঘ্রাণ খুঁজতে

সুখে-দুঃখে খুঁজবে জীবনের মীন!
তবু হবে না মলিন।

তারিখ: ১২/১২/২০২১ ইং

কোন্ কাননের ফুল

কোন্ সে ফুলের কুঁড়ি তুমি,
কোন্ কাননের ফুল গো—

কোন্ কাননের ফুল?
যার ঘ্রাণে পাগলপারা
আমার জন্মভূমির কোল গো—
পুণ্যভূমির কোল।

আউলা কেশে বাউল বেশে
খাচ্ছ শাখায় দোল গো—
খাচ্ছ শাখায় দোল;
চাঁদ-মাখা তোর চাঁদের হাসি,
যায় না ভুলা দিবানিশি;
মধুর মতো বোল গো—
মধুর মতো বোল।

যাই হারিয়ে দিক ভুলিয়ে,
কোন্ সে মোহে আপন ভুলে;
প্রজাপতি দল বেঁধে তুলছে
কীসের রোল রে—
তুলছে কীসের রোল?
আউলা কেশে বাউল বেশে দোল।
রংধনুটা যায় রাঙিয়ে ঠোঁট,
মহাকালও থমকে গিয়ে
তাদের সনে করছে বুঝি জোট;

ফুলপরীরা সৌরভে তার
করছে হট্টগোল রে—
করছে হট্টগোল!
আউলা কেশে বাউল বেশে দোল।

পাখনা মেলে হাওয়ায় চড়ে
শ্রাবণ-বনে ভ্রমর কথা বলে;
কাশফুলেতে সাদা মেঘের ভেলা,
প্রতিচ্ছবি জলে।
তার বিরহে কেঁপে ওঠে
ঐ না নদীর কোল রে—
ঐ না নদীর কোল।

মেঘেরা দল বেঁধে ছুটে আসে
পালকিতে ভর করে;
স্বপ্নরা ডানা মেলে স্বপ্নে ভাসে
ঘুটঘুটে আঁধার ঘরে।
ভালো লাগে ঐ শিশিরস্নাত
ফসলের দোল রে—
ফসলের দোল।
আউলা কেশে বাউল বেশে দোল।

তারিখ: ১২/১০/২০২১ ইং

জ্বালাও আগুন মননে

বাজারে সব আগুন জ্বলে,
কথা বললে দ্বিগুণ;
তৈলে-চাউলে আগুন দিয়ে,
পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন।

ধিক ধিকা ধিক আগুন জ্বলে,
নিভছে চুলার আগুন;
লবণ-চিনির বাজার নিয়ে,
উড়ছে হাওয়ার বেলুন।

উঠল শিকেই রান্না-খাওয়া,
ইজ্জতেরই কাপড় ছেঁড়া;
ধিক্কার দে দাসের জীবন,
মানুষ হয়ে দাঁড়া!

পিঠ ঠেকেছে দেওয়ালে,
বোধগম্যহীন হরষে;
দ্রোহের আগুন জ্বাললে তবে,
জ্বলবে আগুন চুলোতে।

মরার পরে খাঁড়ার ঘাটে,
জবাই করে যেই বেটা;
শ্রমের উপর ভ্যাট চাপিয়ে,
দিচ্ছে হাতে সেই লেঠা।

ট্যাক্সের টাকায় বন্ধন সেতু,
অনলাইনে প্রেমের চ্যাট;
জীবনোপকরণ সে তো,
দিতে হবে পণ্যে ভ্যাট।

নিজের টাকায় সংঘ গড়ে,
চাটিসনে পা অন্য কারো;
নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে,
তোষামোদি জীবন ছাইড়া দে!

ঋণখেলাপির প্যাকেজ সবার,
আগুন জ্বলে দেমাগের;
ক্ষুদ্রঋণের সেবা দেওয়ার,
কিস্তি আদায় শকুনের।

শকুন ধরে দিলে আগুন,
হইবে নিপাত মুহূর্তে;
পা-চাটারা হবে কাফন-দাফন,
আগুন জ্বলবে চুলোতে।

তারিখ: ১৩-১০-২০২১ ইং

নিরন্তর পথচেয়ে

আমি জানি একদিন আসবে আমার কাছে,
বাসবে ভালো অনন্তর সীমাহীন ছোঁয়ায়;
তারারা আমার আত্মার জানালায় ভিড় করছে,
বসতি স্থাপন করবে এক অন্তহীন উন্মাদনায়।

সেদিন তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে,
আলোহীন আঁধারে নিরন্তর পথচেয়ে;
আমার ভালোবাসা হবে বৃহত্তর এবং মহৎ,
যদিওবা মূল্যহীন আছি তোমার কাছে সরোবরে।

হৃদয়ের নীড়ে ফিরে আসবার ছলে উন্মাদনায় মত্ত,
হার না মানা সেই ভালোবাসা আজও রয়েছে সর্বস্বত্ব;
আমাকে যেন ভালোবাসা বারবার বোঝাতে চেয়েছিল,
যেমন তারা আমার প্রেমের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমার স্বপ্নের সমুদ্র অতিক্রম করবে,
ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়িতে;
আমার দীর্ঘশ্বাসের আকাশে যাত্রা করতে,
ভালোবাসতে পারার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে।

সেদিনও আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো,
খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে তোমায় দেখবো;
ডানা মেলে আসবে সেথা আমার আঙিনায়,
আর তাদের সাথে উড়তেই যত দৌড় হৃদয়।

সেদিন আমার আত্মায় যে বাসা আছে,
তা ভরবে, উপচে পড়বে আজন্ম খুশিতে;
কারণ আমার আত্মায় প্রেমের জন্ম হয়েছে,
যাহাতে আবারও ভর করে উড়বো, ভরবো হাসিতে!

তারিখ: ১৫/১০/২০২১ ইং

হৃদয়ে কী সয়

জেগে ওঠো মুসলিম, হাতে তুলে নাও তীর;
বদর-ওহুদের মুজাহিদ বলো— নারায়ে তাকবীর!
আর কত ঘুমিয়ে জীবনটা কাটাবে আয়েশে?
কুরআন রেখেছে অপমানে মুশরিক পায়ে গণেশে।

জেগে ওঠো মুসলিম, বিবেকের তালা ভেঙে;
দাও দাও তাকবীর, চল্ জনতার সঙ্গে।
করেনি তো মুশরিক শুধু কুরআনের অপমান,
ক্ষমতার লোভে আর কত হইবি রে বেইমান?

পরিবেশ ঘোলাটে করিস না দুষ্ট ছেলে,
আছিস তো বেশ মজে খামখেয়ালে;
করিস যদি ভণ্ডামি কুরআনের সাথে তুই,
শুয়ে যাবি একদিন বালিশ ছাড়া মাটির ভুঁই।

কুরআন রেখে মূর্তির পায়ে করছে অপমান,
কাফের, মুশরিক সকলে গাইছে একই গান;
তার প্রতিবাদে যদি না হয় হৃদয় কম্পমান,
তবে তুমি কেমন মুসলমান? নও তো মুসলমান!

যে কুরআনে তুমি দাওনি হাত পবিত্র না হয়ে,
সেই কুরআন রহে অপবিত্র জায়গায়, সহে কি হৃদয়ে?
লাগে নাকি আঘাত তব প্রাণে, কেন আছো নীরব?
সকলে তোলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, সমস্বরে হও সরব।

কুরআনের প্রেমে জাগাও তব ঈমান,
শিরক পূজারী হতে সকলে হও সাবধান;
তব হৃদয়ে যদি ব্যথায় ক্ষত নাহি হয়,
নহে মুসলিম, ভণ্ড তুমি, নাস্তিক বনে যায়।

কুরআন রাখেনি ওরা শুধু মূর্তির পায়ে,
আগুন দিয়েছে কোটি মুসলমানের গায়ে;
তবুও কি জাগবে না আজ বিদ্রোহী ময়দান?
ঈমানের দাবিতে দেবে না তুমি মুক্তির স্লোগান?

নহে তো ধর্মে ধর্মে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি,
এমন শিক্ষা কোন্ কালে মুসলমান সে তো নেয়নি;
তোমার ধর্মে আঘাত হানবে, তাই বলে কি
কেমনে প্রতিবাদহীন বসে রবে? এখনো ঘুমাও, ছি!

রবে কুরআন হৃদয়ে, চলিব পথ তারে লয়ে;
পারেনি কো ভার নিতে যে কুরআনের ভয়ে—
পাহাড়, পর্বত, ঐ সাত আসমান হবে লয়,
সেই কুরআন দেখি মূর্তির পায়ে, হৃদয়ে কী সয়?

চুপচাপ থাকতে পারে না বসে কোনো মুসলমান,
রহে যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ ঈমান;
জাগো মুসলিম জাগো, নহে তো যাবে গর্দান,
সকলে মিলে ফিরাতে হবে কুরআনের সম্মান!

তারিখ: ১৪/১০/২০২১ ইং

ভালোবাসা ছদ্মবেশী রূপে

দাঁড়িয়ে হিমালয়ের বিশালতার মাঝে,
সমুদ্রের জলরাশির বাঁধাহীন ঢেউয়ের মাঝে;
সরোবরে ঐ মানসপটে কসবি কান্তার বিশালতা,
বিস্ময়ে ভেবেছি শুধুই ছদ্মবেশী মানুষের কথা।

যা নিয়েছে দু-হাত পেতে যতক্ষণ,
বারবার ভেবেছি অনুক্ষণে ততক্ষণ;
নিঃস্ব করে দিতে পেরেছি সর্বস্ব হয়তো,
তখনো ছদ্মবেশী ছিলো নত সর্বত্র সর্বত্র।

রিক্ত হস্তে ফিরছে যখনই হৃদয় ভরাক্রান্ত,
বিষদাঁতের দংশনে অন্তর করেছে ক্ষত-বিক্ষত;
তবে ছদ্মবেশ তার ছলনার জন্য নয় কি?
প্রেমে মত্ত হয়ে এসেছে কাছে সেও কি?

প্রেমের ডালা হস্তে মোরে করেছে ঋণী,
হয়েছি তাদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কাছে ঋণী;
মধুরতম সম্পর্কের কাছে ছিলো নাকো স্বার্থ,
ছিলো না কোনো চাওয়া-পাওয়া, শুধুই নিঃস্বার্থ।

সত্যিকারের ভালোবাসা আমাকে মুক্ত করেছে,
বন্ধনে আবদ্ধ করেনি কো কারো প্রিয় রয়েছে;
উপলব্ধি করেছি ভালোবাসার পবিত্র অনুভূতি,
স্বার্থসিদ্ধির জন্যও প্রেম নয়, শুধুই সুখানুভূতি।

প্রেমই যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধুরতম শিহরণ,
ছিলো না যেখানে কোনো চাওয়া-পাওয়ার স্মরণ;
কোনো স্বার্থ তাঁকে করতে পারেনি কো আলিঙ্গন,
ছিলো শুধুই ভালোবাসা— এক আন্তরিক্ষক অনুক্ষণ।

এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও ধ্বংসের নিয়ম যেন অন্তরাত্মা,
লয় হোক কলিযুগ শেষে স্রষ্টার অন্তিম আরাধ্যতা;
কলিকালের সমাপ্তে নতুন সত্যযুগ শুরু করুক,
সে ছদ্মবেশী না হয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে থাকুক;
ভালোবাসা সৃষ্টি হোক প্রত্যাশার সম্পর্কহীন।

যা সত্যিকারের ভালোবাসা, শুধুই অন্তহীন;
ভালোবাসার মানুষটিকে সুখী করতে চায়,
কোনো প্রতিদানে নয়, বিরহ ভুলে অজানায়।

তারিখ: ১৪/১০/২০২১ ইং

অনুভবে রোদ বৃষ্টি

দেখেছ তো শুধু রোদ্দুর, অনুভব করোনি উত্তাপ?
শীর্ণ দেহে ছিন্ন বস্ত্রে শীতের সকালে কম্পিত প্রলাপ;
শুষে নিচ্ছে কিশোর এক উত্তাপ রোদ্দুর থেকে,
জিজ্ঞাসে বলে সদা হাস্যে— বেঁচে থাকার ইচ্ছা লোকে।

ভাবছি রোদের উত্তাপ কী অনুভূতি দিল,
তার সমস্ত শরীর শীতবস্ত্রে ঢাকা;
ছুঁতে পারে না কভু শীতের প্রকোপ তোমায়,
তবে তোমার কাছে রোদ্দুরের অর্থ কী দাঁড়ায়?

একটি রোদেলা দুপুর হারিয়ে যায় জীবন হতে,
ঐ শীর্ণকায় দেহে ছিন্ন বস্ত্রে খোঁজে উষ্ণতা শীতে;
গ্রীষ্মের ঘামঝরানো শরীর ঘামে ভিজে একাকার,
কেবলই অন্নসংস্থানের বাধা বর্ষার বৃষ্টি গুরুভার।

এই নিরন্ন সহাবস্থানে রোদ-বৃষ্টির অপরূপ প্রকাশ,
তব কাছে জানালার ধারে বসে বৃষ্টিবিলাস;
রোদের প্রয়োজন অনুভবে সমুদ্রের তীরে,
কলকাকলিতে নগ্ন দেহে রৌদ্রস্নান করো।

তবেই তুমি পাবে নিঃসীম ভালোবাসার অঞ্জলি,
মোহাচ্ছন্ন করবে তোমায় বৃষ্টিস্নাত জলকেলি;
রোদ্দুরের উত্তাপে নিষিক্ত করিবে জলরাশির পাড়া,
উত্তাপ তরঙ্গের বাঁধাহীন ঝলকানিতে হৃদয়ের নাড়া।

তারিখ: ১৪/১০/২০২১ ইং

দেবদূতের ভালোবাসা

দুটি ফেরেশতা, একজন এবং অন্যজন;
পাখির চেয়ে মসৃণ উড়ন্ত মেঘমালা,
স্বর্গের সবুজের উপর নত ভালোবাসা অর্পণ,
সবচেয়ে সুন্দর জীবন কোথায় প্রেমডালা।

হালকা বাতাস যেন চতুর্দিক মোহাচ্ছন্ন করেছিল,
সস্মিত ফিরে তাদের পাশে একটি মেঘ এনেছিল;
তুলতুলে সামান্য শুভ্র সাদা মেঘ জমেছিল,
যা আপনাকে ভালোবাসতে আহ্বান জানিয়েছিল।

সেই মেঘে বসেছিল তারা বিরতি নেওয়ার জন্য,
তারা দুজনেই স্বর্গ থেকে নিচে তাকাতেই ধন্য ধন্য;
যারা জন্মে এবং ধ্বংস হয় নিরন্তর ভাবনায়,
এটাও কি সম্ভব যাহা প্রভু দেখছেন নিরলায়?

পাল্লাতে হাত রেখে বসিয়া জিজ্ঞাসে তার উপরি!
মানুষ কি স্বাদ নিতে পারে যখন আমি প্রেম করি?
উত্তর না দিয়ে, প্রেম করার জন্য প্রস্তাব করেছিল,
ভালোবাসার পুরো রাত সেই মেঘে গ্রাসিত হয়েছিল।

তাকেই অবশেষে বলল পুরুষের কাছে মহিলার মতো,
মেঘকে জড়িয়ে ধরো কারণ প্রেম করা সুখকর;
ভালোবাসা মিষ্টি মধুর মতো, নহে অবহেলা যত্রতত্র,
স্বাদ নিতে হয় কীভাবে তা জানাই আনন্দকর।
আনন্দ এবং কল্পনা রাগে ভরা একটি গবলেট,
যাহা কখনো সরে না তাহাই সুখানুভূতির মমলেট;
সহজেই উড়ে গেল তারা নিশ্চুপ ভোরের দিকে,
বলছে মানুষ তো খুশি! বেঁচে থাকার সময়ের স্বল্পলোকে,
সে প্রেম এবং ভালোবাসায় লিপ্ত হয় হাঁকডাকে।

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ ইং

জীবন যতি

ঊর্ধ্বমুখী স্বপ্ন তোমার,
আকাশ-ছোঁয়া বাঁধছ সাধ;
ঝুল পড়েছে দেহে এবার,
ছেদ পড়েনি কো পাপের বাঁধ।

চলছ তুমি আপন বেশে,
তাগড়া শরীর লম্বা কেশে;
ধারছ না ধার পাপ-পুণ্যের,
দোষ খুঁজছ শুধু অন্যের।

হালাল ফেলে হারাম খোঁজ,
ঈমান-আমল নাহি বোঝো;
গড়ছ শুধু টাকার পাহাড়,
নিজের তরে শুধুই গো ভাঙাড়।

যাহা করছ সবই তো অন্যের,
খাটিয়াছ গাধার মতো কষ্টের;
দিও না দোষ কভু ভাগ্যের,
নিজেই মূল জীবনটা নষ্টের।

ঝাপসা দৃষ্টি চোখে তোমার,
কাঁচা চুল সাদা হলো তবে;
পা যে তোমার গাড়ির চাপায়,
ভেঙে হলো নুলো কবে?

তবে কেন সাধু সেজে,
ঝুঁকছ শুধু মন্দ কাজে?
এই বয়সে কি আর সাজে—
এসব কাজে মরছি লাজে?

সাঙ্গ হবে ভবের খেলা,
বসবে না আর তাসের মেলা;
ফুরাবে তখন জীবন-বেলা,
থামবে যতি, বুঝবে ঠেলা!

যাদের দেখে ভ্যাংচাও মুখ,
দেখছ তাদের কতই সুখ;
মন্দ কাজের গন্ধ শুঁকে,
মরছ আজি ধুঁকে ধুঁকে।

সময় যখন ফুরিয়ে এলো,
অন্নদানা নাহি গেলো;
এবার তবে ফিরে আসো,
পাপ-পুণ্যের হিসাব কষো।

বাড়ো এবার দীনের পথে,
মতিগতি পালটাতে হবে;
সাঁঝের বেলা ঘনিয়ে এলে,
জীবন যতি থেমে যাবে।

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ ইং

প্রার্থনা

চলে যায় কত না সময় এভাবেই,
দিন, মাস, বছর চলে যায় নিমিষেই;
ধন, জন, সহায়-সম্পদ, অস্থির ক্ষমতা,
তবু কেন অসফল মানুষ, সমাজ, সভ্যতা?

পারেনি কভু আমিত্বের বাইরে এসে আমিও—
খুলে দিতে যত হৃদয়ের সিংহদুয়ার;
মুখোশ খুলে মুখ দেখাতে পারিনি যদিও,
ভালোবেসে আলোর সাগরে নামতে পারেনি আত্মার।

পবিত্র করিতে পুণ্যস্নানে গিয়ে,
দিয়েছি ডুব সকল মলিনতা ধুয়ে;
ফিরতে চেয়েছি বারবার অনুরোধ রাখিও,
পঙ্কিলতা দূরীভূত করে আমারে ঠাঁই দিও।

তবু সূর্যের দিকে চেয়ে আলোর প্রার্থনা করি,
সকল অন্ধকার সরিয়ে আলোকিত করো ধরিত্রী;
এই ঘোর সংকটে, চরম মানবিক অবক্ষয়ে—
মুক্তি দাও, জেগে উঠুক আরেকবার নতুন পৃথিবী!

দাও দাও প্রভু মোরে, এ জগৎ-বাসীরে,
মরি লাজ-শরমে, অপরাধ করেছি নির্বিচারে;
ঊর্ধ্বলোকে চাহি বারবার— কোথা আছো নিরাকার?
শান্তিতে ভরে দাও পৃথিবী, করেছি কতই না অবিচার!

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ইং

বৃষ্টির পরশ

ভ্যাপসা গরমে জনজীবন বিপর্যস্ত,
মানবতার বিপর্যয় লক্ষণীয় সর্বত্র;
একদিকে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উৎসব,
অন্যদিকে রাজপথে প্রশাসনিক তাণ্ডব।

জুমার দিনে লাখো মুসল্লির সমাগম,
ঈমান-আকিদা রক্ষায় সকলে সরগরম;
অন্যদিকে উগ্রবাদীদের সমাবেশে তর্জন-গর্জন,
কখন কী হয়ে ওঠে রাজপথ রণাঙ্গন!

যার যার উৎসবে আনন্দ ভাগাভাগি করছে,
শিরক-কুফর ভুলিয়া প্রতিমা বিসর্জনে মেতেছে;
এ যেন নিজেকে সঁপে দেওয়া অন্যের তরে,
তারই সাথে বৃষ্টি যেন ধুয়ে দিল সকলেরে।

কী এক গর্জনে বাঁধভাঙা আলোর ঝলকানি,
ধরায় নেমে এলো আঁধার ঘিরে বৃষ্টির পানি;
তাদের পূজা-অর্চনাতে খুঁজেছে যত পুণ্য,
তাদের বিশ্বাস না জানি অন্তঃসারশূন্য!

দীর্ঘদিনের শ্রমে তৈরি মাতা জগৎধাত্রী,
বিসর্জনের মাধ্যমে টানছে ভক্তরা পরিসমাপ্তি;
তাদের বিশ্বাস জগৎধাত্রী মাতাই মুক্তিদাতা,
তারই প্রণামে স্বস্তি, তিনিই মোদের পরমাত্মা।

রাত্রি যখন গভীর হতে থাকে, নীরব চতুর্দিক,
চাঁদের আলো তখন নিভু নিভু, আঁধারে নির্ভিক;
ঈশান কোণে জমেছে যেন কালো মেঘের ভেলা,
এই বুঝি ধরায় নামিবে অঝোর ধারায় বৃষ্টির খেলা।

বুঝতে দাও সকলের, এটা পাপ,
চাই না নবী-রাসূল ও আল্লাহর অভিশাপ;
তুমি তো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্রষ্টার,
তারে ভুলে হয়ো না আত্মপূজারী গাদ্দার!

শক্ত হস্তে যখন রশি ধরে টানবেন তিনিই,
হতে পারে বৃষ্টির পরশও মরণফাঁদ;
এসো নওজোয়ান, করি মোরা স্রষ্টার স্মরণই,
বৃষ্টির পরশ বুলিয়ে স্বস্তি দিন, এটাই ফরিয়াদ।

মুসলিম খুঁজে ফেরে বদরের খুনঝরা ইতিহাস,
করুক না যতই হাঁকডাক মুশরিক উচ্চাভিলাষ;
নিমিষেই পদদলিত হবে বদরের সেই বৃষ্টির পরশ,
ধুয়েমুছে সাফ যত জুলুমাত, অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখ আরশ!

দাও দাও প্রভু, তুমি রহমের বৃষ্টিধারা জান্নাতের,
ঈমানী চেতনাতে দাও মুক্তি, পদদলিত করি তাগুতের;
খুনঝরা পথে খুঁজেছে খব্বাব, খুবাইব মুক্তির মোহনা,
জান্নাতী বৃষ্টির পরশ ছাড়া আমাকে তুমি তুলে নিও না।

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ ইং

কিতাব কেন তুচ্ছ

বাবু কোন সে নেশায় ছুটছ তুমি,
ব্যস্ত কিসের আশায়?
কিসের লাগি দিশেহারা পাগলপারা,
হস্তে শিকল বাঁধায়?

কিসের ভয়ে কোন কারণে আজও নিশ্চুপ,
কিসের বেড়ি পায়ে?
কিসের দেহ পুষছ তুমি হইয়া লেন্দুপ,
নেই কি রক্ত গায়ে?

কী কারণে মূর্তি পূজায় গণেশের পায়ে—
তুচ্ছ মোদের কিতাব?
জবাব তোমায় দিতেই হবে আসামি হয়ে,
মুসলিম নামধারী খেতাব!

কিসের বিচার চাইব আমি কাহার কাছে,
কী হবে তার ফল?
কীভাবেতে মনকে বুঝাই, বোঝানোর কী আছে—
বলবি তো আমায় বল?

নামাজ পড়ে তসবিহ জপে ছলে-বলে চল,
লাভ কী হবে বল?
দেখবি তবে আপনজনে তখন খুলবে হাঁটুর কল,
ভয়ে পালাবি কোথায় বল?

শয়তানের ওই সঙ্গে মিশে করছিস কত শয়তানি,
আজি পাবি তাহার ফল;
আল্লাহর ধরা পড়বে যেদিন, থাকবে না আর শয়তানি,
সেদিন কে বাঁচাবে বল?

ভাবছিস বসে আপন মনে, আসবে না কেউ সন্ধানে—
এসব মনের কল্পনা;
কিতাব কেন তুচ্ছ হলো, কী কাজ ছিল ময়দানে—
বৃথাই যাবে জল্পনা।

মনের সকল বিবাদ ভুলে আয় না ছুটে আয়,
মুশরিকদের প্রতিবাদ জানাই;
কুরআনের অবমাননে মুশরিক পায়ে দলে যায়,
প্রভুর করুণা যেন পাই।

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ ইং

নারী তুমি কি নারী

আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তোমার,
চারপাশে আমার চোখ মোড়ানো;
আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: তুমি কী?
একটু ভঙ্গুর, তোমাকে শক্তিহীন দেখাচ্ছে,
সর্বদা সাহায্য জিজ্ঞাসিত হন মানুষ থেকে।

তোমার হাত পাতলা, ছোট এবং মসৃণ,
ফুলের মতো কোমল, শাস্ত্রের মতো পবিত্র;
যখন বাতাস প্রবাহিত হয় জোরে,
তুমি এমনভাবে বেঁকে যাও তখন—
যেন তুমি ভেঙে পড়ছ সর্বক্ষণ!
তোমারই চোখ স্বপ্ন-মন্দিরে জ্বলছে,
ক্ষুধার্ত এক নেকড়ের চোখের মতো।

পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে এমনটাই ভাবে,
যেন সে প্রকৃতির দ্বারা দুর্বল,
একটি স্ফুলিঙ্গের মতো ছোট;
কিন্তু তুমি তো একটি আগ্নেয়গিরি—
তোমার চোখে নীরব লাভা,
যদিও তোমাকে প্রায়ই মনে হয়—
প্রকৃতিগতভাবে একটু বেশি দুর্বল।
তুমি তো দেবতাদের ক্ষমতাসহ পাথরের পাহাড়,

প্রভু তোমাকে দশ গুণ সাহস দেন;
প্রাকৃতিক জগতে একজন মানুষ,
তুমিও একটি বাচ্চা হতে পারো?
তুমি একটি প্রবল বাতাস হয়ে যাও,
এবং তুমি তো একটি টাইফুন বনে যাও;
কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।
যখন তোমার সন্তান জানে যে সে অসুস্থ,
তুমি তো একটি ভঙ্গুর শরীর থেকে ধীরে ধীরে—
প্রস্ফুটিত হয়ে পাথরে পরিণত হও!

আমি মাথা থেকে পা পর্যন্ত তোমার,
চারপাশে আমার চোখ মোড়ানো;
আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: তুমি কী?
আমি একার চেহারা দিয়ে কখনো না—
তোমাকে বিচার করতে পারি না;
আমার জীবনের সকল সময়,
আমি তোমাকে সম্মান দেব।

তারিখ: ১৬/১০/২০২১ ইং

আহমদের জন্মক্ষণ

পুবের আকাশে উঠবে যবে ঊষা,
থমকে আছে পৃথিবীর রঙিন আশা;
রবিউল আউয়ালের দ্বাদশের প্রাতবেলা,
মা আমেনার কোলজুড়ে এলে নূরনেওয়ালা।

পঙ্কিলতার মাঝে তুমি এলে ধ্রুবতারা,
তোমারে পেয়ে আনন্দে মাতে এই ধরা;
কে জানিত তুমি হবে সর্বসেরা,
হালিমার কোলেই ছিলে ইনসাফওয়ালা।

তুমি তো কামলিওয়ালা, ছাল্লিওয়ালা,
তোমারই নূরেতে বিশ্বজগৎ হলো উজালা;
পাখপাখালির গানে গানে মেতেছে ধরা,
তামাম জাহান দরূদ পড়ে ছাল্লিওয়ালা।

তোমারই আগমনে তাসবিহ জপিছে বৃক্ষলতা,
স্বার্থপরতার প্রাচীর ভেঙে শিখালে বিশ্বস্ততা;
গড়েছিলে যুব সংঘ ঘুচাতে পঙ্কিলতা,
কাবার গিলাফের দ্বন্দ্বে দিয়েছিলে ফায়সালা।

বারবার মনে পড়ে সেই ছোটবেলা,
দুধ ভাইয়েরা মেষপালে করত খেলা;
রোদ্দুরে ছায়া দিত আকাশের মেঘমালা,
ফেরেশতার সিনাচাকে হয়েছ কাওসারওয়ালা।

ক্ষুধার লাগি কভু কাঁদতে না তুমি,
সতর আলগাতেই কান্না ধরতে শুনি;
তোমার ছোঁয়া পেয়ে হালিমার—
জীর্ণ ছাওয়ার হলো শক্তিওয়ালা,
কে জানিত তুমি হবে মদিনাওয়ালা!

তারিখ: ১৮/১০/২০২১ ইং

বিচারের মুখোমুখি

মায়াবী কোমল নক্ষত্রের আলো,
জ্যোৎস্না-মাখা ফুলের সৌরভ;
পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত টগবগে—
ঐ সূর্যটা ঠিক মাথার ওপর!
প্রকৃতির বুকে নরম আদর নেই,
আশ্রয়-মৃত্তিকা পুড়ে হবে তামা!
ঝলমলে সুশোভিত অতি দামি—
মুক্তাখচিত পোশাক তো অনেক দূর,
টুকরো ছেঁড়া কাপড়ও থাকবে না পরনে।
প্রচণ্ড দুর্বিষহ বুকফাটা নিদারুণ পিপাসা,
এতোটুকু ছায়া নেই, মায়ার পালক নেই—
নেই শান্তির আশ্রয়! শুধুই নিরাশ্রয়।
প্রতীক্ষার প্রতিটি ক্ষণ হাজার বছরেও—
দুঃসহ মহাবিভীষিকাময় ভয়াবহ প্রান্তর,
অবর্ণনীয় অসহায় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়!
ঘামের সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে নিদারুণ—
যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট কাতর সবাই!
মাথা চৌচির, বুক ভেঙে গিয়ে—
জিহ্বাটা নাভির ওপর ঝুলে যায়।
সেই বিচার, সূক্ষ্ম বিচার— জিজ্ঞাসিত সবাই,
ভালো-মন্দ সমস্ত কর্মকাণ্ড দেখানো হবে;
বুঝিয়ে দিতে পারবে কি সেদিনের উত্তর?
পারবে তো নেয়ামতের হিসাব দিতে?
এখানে অপকর্মের সকল সাথীরা—
কেউ কোনো কাজে আসবে কি?
সকলেই বড় অসহায়— নিঃস্ব, রিক্ত, একেলা।
কাজে আসবে শুধু সত্য, সুন্দর সুকর্মও,
প্রস্তুতি নাও মহাযাত্রার— প্রকৃত মানুষ হও!
মহাবিচারক ওয়াহেদুল কাহহার রাব্বুল আলামিন,
সেদিন একমাত্র সাহায্যকারী কাউসার হাতে—
শাফায়াতকারী নবী রাহমাতাল্লিল আলামিন!

তারিখ: ১৮/১০/২০২১ ইং

চিরঘুমে মসজিদের পাশে

লোকে বলে তুমি কবি বিদ্রোহী,
না, তুমিই অগ্নিশিখা যত খোদাদ্রোহী!
তাই তো হয়ে রণক্লান্ত হে নির্ভীক—
মহাবিপ্লবী বিদ্রোহী কলম-সৈনিক।
কখনো শিখিয়েছ অস্ত্র হাতে রণাঙ্গনে,
ধরেছ কলম হাতে ছাত্র হয়ে শিক্ষাঙ্গনে;
বুঝিয়েছ জাতির বিবেক খুলতে হবে,
পরাধীনতার গ্লানি ভুলে বাঁচতে হবে।
তাই তো তুমি সবার চোখে বিদ্রোহী,
আমরা খুঁজছি ঐ জাগরূক সর্বদ্রোহী;
শৃঙ্খলিতের জিঞ্জির ভাঙতেই ভাঙতে—
তোমার মতো বিদ্রোহীকে হবে আসতে।
মসজিদের উত্তর পাশে বিশ্ববিবেক নজরুল,
বেহেশতি আয়েশে ঘুমাও প্রাণের বুলবুল;
এদেশের মাটি ও মানুষ চিনতে করেনি ভুল,
তাই তো ছিলে তুমি ইংরেজ শাসকের চক্ষুশূল।
যেদিন অকারণ বদনামে প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা,
সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই হইল খোদার আজ্ঞা;
সেথা রবে মহালয় থেকেও একটু বেশি,
সকলে তোমার সমাধিতে শ্রদ্ধা দিতে আসি।
তোমার সমাধি ঘেঁষে প্রতিদিন কত নরনারী,
সালাম ও দোয়া বকশিশে করে পায়চারী;
খোদা করেছে খাস, করবে তালাশ সবহারী,
সংসার-বৈরাগীরে কে করবে আজ্ঞা জারি!
মনের ক্ষত ক্লান্তিতে হাজার লোকান্তরে,
ঘুমাও শান্তিতে, আসিও মানবের তরে;
সালাম ও প্রার্থনা সর্বদা তোমার তরে,
ইতি টানলাম সময়ে-অসময়ে ব্যথাভরে।

তারিখ: ২১/১০/২০২১ ইং

নীল কষ্টের ঢেউ

দেখা হয়নি কত দিন তোমার সনে,
পাওয়া হয়নি তোমাকে ততই কাছে;
হয়তো আমাকে ভুলেই গেছ তুমি—
নীলগিরি পাহাড় হতে মলয় সাগরে।
বিশ্বাস করো, পাইনি কোথাও খুঁজে,
জানি, কোথাও খোঁজনি আমাকে।
মনের অজান্তেও যদি খুঁজতে, ভাবতে—
মনে করতেই খুঁজে পেতে আমাকে।

সমুদ্রতটের লোনা জল আছড়ে পড়ে—
আমাকে সিক্ত করতে চেয়েছিল;
হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে খুঁজতে গিয়ে,
অস্ফুট আর্তনাদে হৃদয় ভারী হয়েছিল।
তবুও শত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে,
তোমার কাছে ছুটে যেতাম;
কোনো বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করতাম না,
না লোকলজ্জার ভয়ে লুকাতাম।

বিশ্বাস করো, খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হইনি,
যদিও তুমি আমাকে কখনো খোঁজইনি;
জানি না কীভাবে পাব তোমার নাগাল,

দুপুর পেরিয়ে রাতের অষ্টপ্রহর তবেই সকাল।
যখন পাহাড়ের কাছে, শান্ত নদীর কাছে—
অশান্ত সমুদ্রের কাছে জিজ্ঞাসা করি,
তবে কি কোনো দিনই তুমি আমার ছিলে না?
তাহলে এভাবে কেন করলে এত ছলনা?

বিশ্বাস করো, এতটা হৃদয়হীনা কখনো ভাবিনি!
ভেঙে চৌচির করে দিয়ে সুখে আছ, তাই না?
কিন্তু তোমার অমঙ্গল আমি কখনো চাইনি।
কারণ কী জানো?
তোমাকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি!
তাই আমি প্রার্থনা করি, তুমি ভালো থেকো;
তুমি ভালো থেকো, আর আমি বেঁচে আছি—
তোমারই নীল কষ্ট নিয়ে অনন্তকাল।

তারিখ: ২৪/১০/২০২১ ইং

রক্তাক্ত অক্টোবর

আজকের এই দিনটা বারবার মনে পড়ে,
যেদিন কত তরুতাজা প্রাণ নিল কেড়ে;
কী যে বীভৎস রূপ করিয়া ধারণ,
ঝাঁপিয়া পড়িল পথে-প্রান্তরে, কে মানে বারণ!

যেন এক অমানিশার অন্ধকার নেমে এল ধরায়,
চৌদিকে শুধুই লাশের খবর শুনায়;
কালো পিচের ঐ রাজপথ হয়ে ওঠে লালে লাল,
ধরায় নেমে আসিল যেন দুর্বৃত্তের মহাকাল।

সময় গড়িয়ে বিকাল, সন্ধ্যার আগমনে—
পৃথিবী যেন স্তব্ধ, নির্বাক মধ্যযুগীয় নির্যাতনে!
কারো হাতে লাঠি, কারো বা হাতে বৈঠা-লগি,
ফুটে ওঠে মানুষপটে রক্তপিপাসু কিছু হায়েনার ছবি।

সেই দিনের কর্মকাণ্ডে ঝরে গেল কত প্রাণ,
জাতি করিল বরণ লজ্জিত, কলঙ্কিত মানবতার;
নাহি বাদ যায় হাফেজ, মুন্সি, শ্রমিক, কুলি,
আলেম-উলামা, যুবক কিংবা দর্জি।

পড়লে মনে হৃদয়ের ক্ষতটা হয় তাজা,
ওগো মালিক, কত দিবে মোদেরে সাজা!
কবুল করো মোর প্রার্থনা—
ঐ দিনের কর্মকাণ্ড আর যেন ফিরে না আসে।
মজলুমের আহাজারিতে বাতাস ভারী না হয়,
মা-বাবার কোল খালি না হয়,
এ ধরা হোক আবার শান্তিময়।

তারিখ: ২৮/১০/২০২১ ইং

হেরার নূরে রাঙাও

কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলে,
স্রষ্টার ডাকে— আল-মুদ্দাসসির বলে;
খাদিজার কাছে আসার পূর্বে,
ওয়ারাকা বর্ণিত নামুস দেখেছিলে।

কী মধু ছিল সেই ডাকে?
কী জাদু ছিল সেই আহ্বানে?
যার কাছে পরাভূত মরু-সাইমুম,
নির্জনে, নীরবে, একাকী নিঝুম।

আল-আমিন, আস-সাদিক উপাধি,
কত অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়েছিল;
কবি, জাদুকর, পাগল অবধি—
কত খেতাব ললাটে জুটেছিল।

আপনজনকেও চিনতে হয়েছিল নতুন করে,
উৎবা, শায়বা, আবু লাহাব, আবু জেহেলদেরে;
কত মুখেই কটু কথা শুনতে হয়েছিল,
আপনজনেরা তোমায় বধ করতে চেয়েছিল।

কী দেখেছিলে তুমি?
কী শুনেছিলে ঐ পর্বত-গুহায়?
কী-ই বা এনেছিলে সেথা হতে,
যার শিখাতে আরশ-কুরসি দেখা যায়।

বিশ্বাসের আগুনে জ্বলে উঠেছিল বাতিগুলো,
আবু বকর, আলী, উসমান, উমরের বিশ্বাস ধারালো;
খাব্বাব, খুবাইব, হানজালা, নুআইম—
সেই আগুনে জ্বলেছিল হামজা ও জোবায়ের।

কৌলিন্যের ভিত নাড়িয়েছিলে,
মানবতার মূলে কুঠারাঘাত করে;
সাম্য-সমতা কী বুঝিয়েছিলে,
পুড়িয়া আক্রোশের অনলে—
আপন জন্মভূমি ছেড়েছিলে।

জানিয়া ইয়াসরিব শান্তির শহর,
তবুও শান্ত হয়নি প্রতিহিংসার;
উবাইয়ের মতো জ্ঞানপাপী নেয়নি দীক্ষা,
বদর, ওহুদ, খন্দক তারই জীবন্ত শিক্ষা।

অনেকেই ছিল যোগ্য, তবুও অযোগ্য,
তোমার তুলনাতে তুমিই যোগ্য;
উঠে দাঁড়িয়েছিলে আদর্শের জন্য সেই হতে—
পর্বতসম অটল, অবিচল ছিলে আজীবন।

আমিও উঠে দাঁড়াতে চাই,
দেখিতে পথ তোমার আলোয়;
হে হেরার নবী, প্রেমের ছবি—
তোমার সাথে মোরে জান্নাতে নিও!

তারিখ: ২৫/১০/২০২১ ইং

প্রাণমেঘে নাওয়া

পাথরের শিলা ক্ষয়ে যায়,
নদীবুকে তুফান বয়ে যায়;
আজীবনই যত চাওয়া-পাওয়া—
স্বপ্নের অগোচর! শুধু রয়ে যায়।
এ কী অন্যায়, চিরযৌবন ভাসে বন্যায়!
নদীমনে তোলপাড় কাটে উৎকণ্ঠায়;
মোরা দুজন রব আজীবন,
দেখে যাই একই স্বপন!

হঠাৎই অজানা ঝড়ো হাওয়া,
হয়নি জীবনখেয়া বাওয়া!
একটি স্বপন কল্পনাতীত শিহরণে—
আর হয় না তো গান গাওয়া!
খড়কুটোর মতো ভেসে যায়,
সুন্দর একটি প্রাণের মেলা;
প্রকৃতির কাছে অক্ষত রয়,
মনোরম হারিয়ে যাবার বেলা!

অকূল প্লাবনে ভেজে জঠরে,
এমনি করে প্রাণমেঘে নাওয়া;
অনাদরে তৃণ সেজে! ওঠো রে—
দুটি জন্মের বিনীত চাওয়া।
উদাস মনে শুধু চাওয়া-চাওয়ি,
তৃষিত পরাণ, ক্ষুধিত হৃদয়!
ক্রীতদাস হয়ে ভাগ্যের নির্মমতায়—
রাত্রির কালো চোখ ধিক্কার জানায়।

তারিখ: ১৯/১০/২০২১ ইং

বিজয় ঐ শহীদদের

আমি তো করিনি মাগো অন্যায় কিছু,
গায়েবের বিশ্বাসী হয়ে ছিলাম নামাজি;
নির্দয়, বেনামাজি ওরা নিয়েছে পিছু,
করিতে হত্যা এঁকেছিল নিষ্ঠুর কারসাজি।

আমাকে ওরা শিবির ভেবেই,
একান্তই সন্দেহের ছলে ধরেছিল;
নিচতলা হতে উপর তলাতেই—
গোপন টর্চার সেলে নিয়েছিল।

শিবির শনাক্তে ওরা করেছিল ফন্দি,
ফেসবুকের লেখা পড়ে রাখে বন্দি;
পায়নি কোনো কিছু আপত্তিকর লেখা,
দেশপ্রেমের কথাই পেয়েছিল দেখা।

ক্রিকেটের স্টাম্প দিয়ে ইচ্ছামতো,
দৈহিক নির্যাতন করে করল ক্ষতবিক্ষত;
আঘাতে আঘাতে করল জর্জরিত,
হীনমন্যতায় উচ্চ শিক্ষাঙ্গন করল কলুষিত।

অমানুষদের নির্যাতনে সুবাসিত বাতাস পেয়ে,
ওষ্ঠাগত প্রাণ তৃষিত জান্নাতি সুধা পিয়ে;
আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে হয়েছে পাগলপারা,
মদ্যপানে একে একে সবাই হয়েছে আত্মহারা।

বলেছিলাম, ভাই তোমাদের খাতায়—
যদি থাকে জমা অন্যায়,
অনুগ্রহ করে সকল অন্যায়—
ক্ষমা করে হইয়ো সদয়।

মরণসন্ধিক্ষণে পড়েছি মাগো,
ঈমানের কালিমা জপেছি সর্বদা—
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ;
আমার জন্য দোয়া করো মাগো,
দেয় যেন প্রভু শহীদের মর্যাদা।

সেদিন খুনিরা মোরে করিল বহিষ্কার,
তাদের জন্য সর্বকালে আল্লাহর তিরস্কার;
সেদিন হারিনি তো, হয়েছে পরাজয় পাষণ্ডদের,
ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত হবে বিজয় ঐ শহীদদের।

তারিখ: ২৩/১০/২০২১ ইং

হেরার দীপ্তিময় আলো

তোমার আগমনে অশান্ত পৃথিবী
খুঁজে পেল প্রশান্তির উষ্ণতা;
নির্মল আলোর শুভ্র সকালে—
উদিত হয় দীপ্তিময় সূর্য।

নয়নের মণি মা আমিনার,
সৌভাগ্যের খনি বিবি হালিমার;
সৃজিল ধরণী ভরিতে মায়ায়,
ভেঙে দিতে জালিমের অন্যায়।

বজ্রকঠিন ছিলে ন্যায়বিচারে,
বাস্তবে ছিলে কুসুমকোমল অন্তরে;
ইনসাফের প্রতীক ছিলে দুধমাতৃক্রোড়ে,
প্রকৃত অনুসারীই এমন আমল করে।

গুহাতে শুনে পদধ্বনি বিচলিত বন্ধু,
আল্লাহ মোদের সাথী চিন্তা কিসের বলো;
জীবন্ত শহীদ তায়েফে, ওহুদে দন্ত,
ওয়ায়েস করনী উপড়াতে হয়নি ক্ষান্ত—
বুকেতে সেই শিক্ষা ধারণে হয়নি ক্লান্ত।

কাব্যপ্রীতি তোমার পড়েছি,
মঞ্চ কাঁপিয়ে তুলত জেনেছি;
হাসসান বিন সাবিতের কবিতার পংক্তি—
তীরের ফলার চেয়েও শাণিত,
রক্তমাখা প্রতিটি আঁচড়ে অঙ্কিত।

দু-তিনটি ঘোড়া আর সত্তরটি উট,
অপ্রতুল যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে;
ঘূর্ণিঝড়ের মাঝেও উজ্জীবিত—
তোমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যায় এগিয়ে।

আবু জেহেল, উতবা, শাইবার হুংকার,
দ্বীনের মুজাহিদেরা করিল ভেঙে চুরমার;
মা'য়াজ-মুয়াজের রক্তে উঠিল টাইফুন,
প্রস্তুত হলো খোদাদ্রোহীর কফিন।

তোমার আদর্শ যদি আঁকড়ে ধরি,
লাগবে না কিছু ধরণির জীবনহারী;
চাই গো শাফায়াত হাশরে তোমার,
যোগ্যতা নাহি কিছু মোর দেখাবার।

পদাঙ্ক অনুসরণে নতজানু রয়ে,
উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে;
দীপ্তিমান প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ে—
সুনিশ্চিত ধরা দিবে অমূল্য জান্নাত।

তারিখ: ২৭/১০/২০২১ ইং

আঁধারের তিলক ফোঁটা

স্বপ্নেরা উঁকি মারে, নয় সত্যি,
জেগে থাকার মাঝে অন্যরকম অনুভূতি;
কোলাহলমুক্ত স্বাধীন সবুজ প্রকৃতি,
খুঁজতে থাকি যেন অনন্তকালের আকুতি।
রাতের নিস্তব্ধ আঁধারে ডুবে যায় শরীর,
ভাবনাগুলো মিটিমিটি জ্বলে জোনাকির মতো;
জ্বলে আর নেভে ঘুরেফিরে চেনা পথে,
নয়তো অচেনা কোনো নতুন শহরে বাস।

অস্ফুট স্বপ্নের মালা রয় বিছানার পাশে,
অসার দেহ নির্লিপ্ত পড়ে থাকে কোন্ আশে;
জাগ্রত চোখের কি জেগে থাকা বলে,
নয়তো কি ভালোবাসার অচিন ছলনার ছলে?
কেটে যায় সারাবেলা চলতে চলতে,
পথ থেকে পথের পানে টলতে টলতে;
অনুভূতির ছাপ ফেলে মনের মাঝে,
যেন এলোমেলো ছবি আঁকে শিল্পী সাঁঝে।

চলতি পথের মাঝে, ব্যস্ত শহরে দেখি—
অদম্য উচ্ছ্বাস, আনন্দ-উল্লাসে করে মাখামাখি;
আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টাতে সুরম্য বালাখানা,
জীবন সাজাতে কত রকম বেচাকেনা!

সুখের স্বর্গ যেন এ ধরাতেই খুঁজি সারাক্ষণ,
বুঝতে পারি না আমি— কেন এত আয়োজন?
বয়ে যাওয়া সময়ে, ক্লান্ত শরীর অবসন্ন মন,
তাই ফিরে পায় অযুত পাখি আপন ভুবন।

নিঃসঙ্গ পথ চলা, হঠাৎ কুকুরের ডাক,
নিভু নিভু বাতিগুলো উঁকি দেয় জানালার ফাঁক;
থেকে যায় অন্তরালে, হয় না দেখা অযথা,
শুধু জমাট অন্ধকার আর শুনশান নীরবতা।
দেখা হয়নি নিয়ন বাতির রাতের শহর,
ছুটেছি সদা রৌদ্র ভেবে আঁধারের নগর;
মুক্তা ভেবে মরীচিকার পিছে প্রাণপণ যে ছুটা,
কুড়িয়েছি সেথা হতে আঁধারের তিলক ফোঁটা!

তারিখ: ৩১/১০/২০২১ ইং

হৃদয়ে তুষার ঝড়

আমার মতো করে তুমি থাকতে পারতে,
কিন্তু ঘাস, এটি শুকনো ছিল না কাটা;
আমি তোমাকে নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু না—
ধরা দিলে না তুমি অনন্তকাল ধরে।

গান গাওয়াতে সাহায্য করেনি,
বাক্যবাণের দ্বারা আঘাত করা হয় মরিচা বেল;
তোমার গান শুনে কষ্ট পেলাম—
কী এটা কঠিন করেছে শুকনো শাখা!

তুষার এবং বৃষ্টি; উপেক্ষা করে এসেছি,
এটা খুব দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি;
আমার বৃথা অপেক্ষায় তুমি থাকতে পারতে,
এমনি মেঘ তারা উদ্বিগ্নভাবে ড্রপিত বুকের উপর।

আমাদের মধ্যে, নীরবে তাকিয়ে থাকে,
প্রশ্ন নিচে চূর্ণ বন্য ঘোড়ার খুরে;
তেমনি আমিও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি—
খুঁজে ফিরি অনুভবে এক উষ্ণতা।

আমার আত্মায় বহিছে তুষার ঝড়,
ঝড়ের গতির সাথে কেউ নেই;
খুঁজছি চাঁদনি রাতের কোমল শুভ্রতায়,
কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি—
তুমি থাকতে পারতে অপেক্ষায় আমার জন্য।

তারিখ: ০১/১১/২০২১ ইং

গণতন্ত্রের নির্বাচন

নির্বাচনে অংশ নিয়ে অন্তরালে গোলযোগ,
গণতন্ত্রের আবরণে ছুটছি সদা অস্তাচল;
নিয়মনীতির যত কথা চলবে মহাকাল,
তাই বলে কি শেষ করিবে অযথা জীবনকাল?

নির্বাচন যে মামার বাড়ি, আনন্দে ভরা দিন,
জনগণের ভোটাধিকার হাইজ্যাকে বিলীন;
যার ক্ষমতা যত বেশি, দেখছে দুর্বলে—
তোমার ক্ষমতা নয় তো, লাফাচ্ছ কোন্ বলে?

কত শত অভিজ্ঞতা নির্বাচনে হয়,
জীবননাশের হুমকি-ধামকি সর্বদা রয়;
প্রার্থীরা দোয়া চাইলেও চেলাচামচাদের রাঙানি,
সর্বদাই কি দায়টা নেবে কর্মকর্তা নির্বাচনি?

হাই-হুংকার, তর্জনে-গর্জনে বীভৎস,
জীবনখেয়াতে বইবে কত এমনি উৎস?
কারো অন্ধ আনুগত্যে অন্যের ঘাড়ে লাঠি,
সহিংসতা উসকাতে কেহ নাড়ে কলকাঠি।

এমন গণতন্ত্রের মুক্তি কবে জানি না,
মুক্তির মূলমন্ত্র যাহা তাও তো মানি না;
নির্বাচনের সুন্দর পরিবেশ ঘোলাটে করে যারা,
তাদের উৎখাতে সকলে রুখে দাঁড়া!

তারিখ: ০৩/১১/২০২১ ইং

ওরা কারা

মসজিদ ভেঙে মুসলিম খ্যাপায়,
মন্দির ভেঙে হিন্দু খ্যাপায়;
রাম-রহিমের ঝগড়া বাধাতে—
ওরাই গোপনে বাজায় বিন।
ওরা কেউ নয়, কেউ নয়—
হাতেগোনা কিছু নাস্তিক-বেদিন!
খ্যাপাতে মুসলিম কুরআন রাখে মন্দিরে,
হরহামেশাই মামলা হয়, ধরে না জঙ্গিরে;
নাটক সাজিয়ে মঞ্চস্থ করতে সিদ্ধহস্ত,
ধর্মপ্রাণ মুসলিম আজ সর্বদা অপদস্থ।
সম্প্রীতির বন্ধন নষ্ট করছে যারা,
অসাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করে তারা;
ঘাপটি মেরে থাকে সোনার বাংলাদেশে—
নেতার প্রশ্রয়ে ঘুরেফিরে মহা খুশিতে।
ওরা সংখ্যায় গুটি কয়েক,
লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায়;
বোঝে না সম্প্রীতির ভাষা,
নেতা তো নয়— গুটি কয়েক চাষা!
থাকবে না রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম,
জনরায়হীন মন্ত্রিত্ব পেলাম;
গণেশমূর্তির পায়ে কুরআন রাখা—
ইসলাম ধ্বংসের নতুন মোড়কে ঢাকা!
যেনতেন উসিলাতে আলেম-উলামা ধরে,
ধর্মের ফাঁদ পেতে জেলখানা দেয় ভরে;
গো-ভক্ষক মুসলিম সর্বদাই বেহুঁশ,
মেরুদণ্ড সোজা কর, অবশেষে আফসোস!

তারিখ: ০৪/১১/২০২১ ইং

গন্তব্য সবুজ বাংলা

মিহিন বৃষ্টির মতো কুয়াশা
লেগে আছে ঘাসের ডগায়;
ভোরের বাতাসে আজই প্রথম—
কুয়াশা-ভিজা পরশ বুলায়।

ধূলিকণার বিস্তৃতি কোথাও নেই,
স্যাঁতসেঁতে ধুলোয় চোখের মোচড়;

বুঝি আকুলতা নিয়েই জাগিছে পথ,
পথের মাঝে সেই পথই রয়ে গেছে।
কুণ্ঠাহীন পথ শুধু কাদাখোঁচা পাখির—
হিম-শীতল পাখসাট রুদ্ধশ্বাসে কাঁপায়।

চোখের ভেতর দিয়ে দেখিতে দেখিতে
দ্রুত ছুটে গেল আলুথালু ভোর;
গোমড়ামুখো দুরন্ত সকালটা ছুটছে,
ভীষণ রোমাঞ্চিত কাটে না তো ঘোর!

কেননা আমার মধ্যে তখন
কুয়াশা-ভাঙা সকালের রোদ,
তোমারই উষ্ণতা অনুভূত হয়—
উষ্ণ স্পর্শে সকালের শুভ্রতায়।

ফিরে তাকাই, বারবার ফিরে,
অন্ধের মতো খুঁজি দুনিয়া ঘুরে;
অপলক চেয়ে থাকে দু-চোখ,
না পেয়েও মুগ্ধ শীতলতায়।

তুমি কি ডাকবে না আমায়—
একবারও আপন মায়ায়?
শেষ বিকেলের পড়ন্ত বেলায়,
গোধূলির আলো-আঁধারি ছায়ায়।

শিশিরভেজা দুবলা ঘাসের ডগায়,
সবুজ শ্যামল সোনার বাংলায়;
কার কাছেই বা যেয়ে শান্তি পাই?
বলো না, বলো না একটু আমায়!

তারিখ: ০১/১১/২০২১ ইং

দেশের পুলিশ

ডান্ডায় ঠান্ডা করে পুলিশ,
ভালো-মন্দ বানায় ফুলিশ;
মোরা দু-হাতে খাই ঘুষ,
না দিলে পিটিয়ে করি দুরমুশ।

মোদের কথাই আইন,
না মানলেই ফাইন;
রাতকে করি দিন, দিনকে রাত—
এভাবেই করি সব বাজিমাত।

নেতারে রাখি বশ,
ঢাকা পড়ে অপযশ;
যে যখন ক্ষমতায় আসে,
থাকি আমি তাদের পাশে।

করিনা কাউকে ভয়,
দেখি স্বপ্ন করব দিগ্বিজয়;
শ্রমিকের কাছে হাত পাতি,
তোলা না দিলে মারি লাথি।

বাধা দিলে কেউ তোলায়,
আদ্যোপান্ত দিয়ে দেই ধোলাই;
বাঘে ধরলে আঠারো ঘা—
পুলিশ ধরলে মামলা খা!

অসীম শক্তি ক্ষমতার ব্যবহার,
স্নেহধন্য মাথায় নেতার বর;
হোক না যতই কেলেঙ্কারি,
প্রাচুর্য ও টাকায় অহংকারী।

বস্তায় ভরা যত নীতিবাক্য,
টাকায় স্বর্গ, টাকায় মোক্ষ;
চোর, গুন্ডা আর ডাকাত—
মোদের কাছে কুপোকাত।

মন্ত্রীর আশিস মাথায় আছে,
কে লাগবে মোদের পিছে?
মোরা চোর-ডাকাতের ত্রাস,
জব্দ করি সব বদমাশ।

তারা দিতে পারলে ঘুষ,
হয়ে উঠি তাতেই খুশ;
লিখি হালকা কেসের ধারা,
সহজেই ছাড়া পায় তারা।

মোদের যত অসৎ কারবার,
তাদের কাছে যাই বারবার;
টাকার জোগান দেয় তারা,
তাই তো তাদের কাছে ধরা।

হেথায় সৎ বলে কিছু নেই,
টাকাতে ঝুঁকে যাই সহজেই;
টাকা থাকলে বাঁকে কথা,
ভক্তি দেখায় সকলে অযথা।

সৎ বলে যারা আছে,
পড়ে রয় তারা পিছে;
এমন জনেরা হয় ধন্য,
যদিও সমাজে তারা নগণ্য।

তারিখ: ০৪/১১/২০২১ ইং

সূক্ষ্ম অতীত

আমার যদি অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা থাকত,
যাহা শক্তিশালী তরুণ হৃদয় বহন করে;
আন্তরিকদের মিথ্যা হাসির পাঠোদ্ধার করতে,
শব্দ ও শক্তি দিয়েছে তার ভিন্ন অর্থে।
প্রস্ফুটিত গোলাপ যেমন উত্তেজনা তৈরি করে,
জুঁই-চামেলির মূল্যবান ও ভালোবাসার সূক্ষ্ম ঘ্রাণ!

যে জিনিসগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলাম, তা নয়,
যা অপরিহার্য ভেবেছিলাম, তা হারিয়ে গেছে;
সারাজীবনের ভালোবাসা অতীত ছাড়া কিছুই নয়,
তবুও টেকসই মান এখনও টিকে আছে।
সহজ ও খাঁটি জিনিস ভালোবাসতে শিখেছি,
অস্তিত্বের কোর্সে সঞ্চিত উপভোগ করতে।

ভিন্ন মানুষ হওয়া সহজ নয় তো কঠিন,
মানবতার কাছে পৌঁছাতে শব্দের চাষ করা;
এহেন কাজ আয়ত্তে প্রণয়ন করা দুর্বিষহ,
যা আমাদের সংস্কৃতির দিকে নিয়ে যায়।
একে অপরকে ভালোবাসুন এবং ভালোবাসতে শিখুন,
মোদের চারপাশের লোকদের কাছে প্রসারিত করুন।

ড্রাইভিংয়ের অংশ হারানো যা প্রয়োজনীয় নয়,
পাগলামি দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হতে হবে;
যা পৌঁছে দেবে সকলকে অনন্য উচ্চতায়।
বিরামহীন বৃষ্টিতে ছিন্নমূলের নাভিশ্বাসে করেছ কী,
নাকি তাদের পুঁজি করে ক্ষমতার প্রাসাদ গড়ো?
অতীত স্মৃতি মন্থন করা একান্ত প্রয়োজন।

আলগা টাইলস আমাদের উপর পা রেখেছি,
রাস্তায় কূপগুলো শুধুই আমাদের নোংরা করছে;
প্রতিটি ভুল বা ব্যর্থতা থেকে আমরা কী শিখছি?
আজ আমরা বিচক্ষণ পদক্ষেপে পথ হাঁটছি।
পরিষ্কার, সোজা ও সমতল মাটিতে পা রাখি,
যখন ফিরে যাই দেখি আমরাই ভুল করছি।

তারিখ: ০৫/১১/২০২১ ইং

প্রশান্তি খুঁজি ছোঁয়াতে

অনন্ত নীলিমার স্নিগ্ধ নীলে
খুঁজে ফেরে অবাক দৃষ্টিতে;
হৃদয়ের সবটুকু প্রেমময় পরমাত্মা—
শয়নে-স্বপনে-জাগরণ কাননে,
ব্যাকুল হিয়া যাঁর দর্শনে।
কোথায় বর মোর স্বপ্নময়?
উত্তাল জলরাশি সাগরবক্ষে
মিলেমিশে একাকার নীল দিগন্তে,
কেবলই খুঁজি অপলক দৃষ্টিতে।

গভীর নিদ্রায় মগ্ন সমগ্র ধরণী,
পূর্ণ চন্দ্রের অপরূপ সৌন্দর্যে বিভোর;
নিদ্রাহীন আলোর ঝলকানিতে খুঁজি।
রাতের নিস্তব্ধ তমসাবৃত আঁধারে—
সেই কৌতূহলী মন বারেবারে,
শুধু পেতে চায় অনন্তকাল!

সমগ্র বিশ্বের প্রেম, প্রেমময় অধীশ্বর—
তব নিখিল ধরিত্রীর সেবক মোরা;
লভিতে আজও দিবা-নিশি
তব ধ্যানে নিমগ্ন হিয়া—
খুঁজে ফেরে শুধুই তোমাকেই।
তোমার ছোঁয়া ও দর্শন দেবে কি কভু?
যাহাতে হৃদয়ে প্রশান্তি খুঁজে পায় শুধু—
হে আমার প্রভু! প্রভু হে।

হৃদয়ের যত কথা

মোরে ছেড়ে গেলে বন্ধু অভিমান করে,
খুঁজি ফিরি দিবা-নিশি প্রেমাশিস ভরে;
কেমনে ভুইলা গেলি শিশুকালের পিরিতি,
কী দোষ ছিল মোর— জানাইয়ো আরতি।

কাঁদে মন শুধু, নাহি নিদ্রা চোখে,
দোষী করে গেলে, বিনাদোষে কাঁদি শোকে;
বলে কত কথা দেখে বন্ধুজনে,
চোখের জল ফেলি কষ্টের কথা শুনে।

আঁকিয়া কত কিছু চিঠি ভরে দিতে,
ফাঁকি দিবে বলি কাছে ডেকে নিতে;
যুগান্তকাল হলো পার, দেখা নাহি দিলে,
তবু কেন মনে হয়— এই আসিলে!

চেয়ে থাকি পথ পানে আশা নিয়ে,
গান গেয়ে কাছে এসো ভালোবাসা দিয়ে;
শত ব্যথা পেয়েছি জাত-কুল ভেবে,
স্বপ্নমাঝে ডেকেছি— হারাবে কি তবে?

কত ছবি আঁকি ওই মুখখানি ভেবে,
কবি হয়ে যাই লিখে প্রেমকথা তবে;
রবি ওঠে ভোরে, রাতে চাঁদ-তারা,
তুমি নেই কাছে, তাই সবি দিশেহারা।

শীতের আগমন

চাঁদের বুড়ি কাঁপছে আজি,
শীতের হাওয়া লাগল গায়ে;
সাদা সাদা তুলায় সাজি—
মেঘের চাদর পড়ছে গায়ে।

ডাকছে বুড়ি ঘ্যারঘেরিয়ে,
শীতল হাওয়া হঠাৎ গায়ে;
উঠবি নাকি বলছে ডেকে—
পালতোলা ঐ ছোট নায়ে?

সোহাগ-মাখা ভালোবাসা দিয়ে,
ভোরের আকাশ ঢাকব শিশিরে;
ভরিয়ে দেব আরও তোদের,
খেজুর রসের কলস ভরে।

তোর আঙিনার সবুজ বাগে,
রাঙিয়ে দেব পুষ্প-রঙে;
গুনগুনিয়ে ছুটবে ভ্রমর,

সাজবে সবাই নতুন ঢঙে।

মিষ্টি রসের পিঠাপুলি,
মন ভরিয়ে শান্তি খুঁজি;
আয়রে তোরা সখাসখি—
আপনজনের সঙ্গে মজি।

বছর ঘুরে নতুন করে,
আসছি আমি জগৎ-পরে;
সোনা-ধরা ঐ নতুন ধানের—
সোঁদা গন্ধে বইবে আনন্দ।

গাইছে গান, সাজছে প্রকৃতি,
চাঁদের বুড়ি করছে আকুতি;
নতুন সাজে আসব প্রতিবছর,
কলতানে মাতবে, রবে না ধূসর!

তারিখ: ০৭/১১/২০২১ ইং

সুখে দুঃখে রব

সবার চেয়ে কে প্রিয়—
যে বেশি ভালোবাসে?
কে দিল জীবন তোমায়—
রক্ত, শিরা, মাংসে?

প্রতিদিনই দেয় তোমারে কে—
আলো, বাতাস, পানি?
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্ররাজির,
স্রষ্টা কে— জানি?

হরহামেশাই জোগায় তোমায় কে—
রংবেরঙের সুস্বাদু খাবার?
আসলাম সবাই কোথা থেকে,
ফিরব কখন আবার?

স্বজন দিল কে তোমাকে—
মা-বাবা, বোন, ভাই?
এই ধরাতে কারো সাথে
তাঁর তুলনা নাই!

তিনি মোদের স্রষ্টা সবার,
তিনিই সবার রব;
তাঁকে পেলে দুঃখ-ব্যথা
ভুলে যাব সব।

তারিখ: ০৮/১১/২০২১ ইং

খুঁজে ফিরি আজও

হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে,
হিমেল পরশ বুলিয়ে ক্লান্তি দেয় মুছে;
কোন্ এক অজানা ঝড়ো হাওয়া পিছু ডাকে—
ফিরে দেখি আমার হৃদয়ে সাজানো গোলাপ।

অপলক নয়নে অপেক্ষার প্রহর গুনছি কত,
শুভ্রতার পুষ্পমাল্যে ভরা এক অপরূপার চাহনি;
নিরবচ্ছিন্ন কর্মে ব্যস্ত চপলা ধার্মিকা ষোড়শী,
হৃদয়ে বহে ঝড় খোদাপ্রেমের চঞ্চল হরিণী!

নীরবতার মোহাচ্ছন্ন কাটিয়ে জীবনের প্রয়োজন যত,
ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়িতে আঁকবে;
অবর্ণনীয় এক ভালোবাসায় মোহাচ্ছন্ন অবিরত,
সেদিনের সাথি হয়ে জানি না কখনো কি আসবে?

শীতের কুয়াশামাখা ভোরে মধু ঢালে শিউলি ফুলে,
তুমি দাঁড়িয়ে আছো চায়ের গরম কাপ হাতে;
বাবা-মায়ের একমাত্র সুনয়না মাধবীলতার বেড়িতে,
খুঁজে ফিরি আজও নিশ্চুপ হয়ে ভালোবাসার বেদিতে।

কল্পনাবিলাসী হৃদয় জিয়ে রাখে আশা অগণন,
বহিছে তুমুল ঝড় আরো ক্ষণে ক্ষণে মহাপ্লাবন;
কদম-কেয়ার বনে মাধবীলতার মতো জড়িয়ে হাত—
আসবে কি কখনো নতুন দিনের নতুন সুপ্রভাত?
আকাশের তারকারাশির মতো মৃদু আলোতে,
খুঁজছে শ্রাবণ মেঘের ভেলায় পানসি বাওয়া নায়ে;
যেথা রব শুধু দুজনে, মিলিব জলকেলিতে,
জানি তুমি আসবে, ভাসবে পালতোলা নায়ে।

তারিখ: ০৮/১১/২০২১ ইং

স্বপ্ন দেখি

স্বপ্ন দেখি নতুন দিনের—
রৌদ্র-ঝলমলে নতুন ভোরের;
ভেঙে তামসাচ্ছন্ন আঁধার ঘোর,
আনতেই হবে নতুন ভোর।

আয়রে ছুটে আয়রে নবীন,
জাগিয়ে তোল যুবা-প্রবীণ;
দুরমুড়িয়ে চল এগিয়ে তরুণ,
প্রভাতের ঐ সূর্য ওঠাতে অরুণ।

জোর-জুলুমের হোক অবসান,
গর্জে ওঠ সিংহশাবক প্রাণ;
আসবে তবেই রাখলে অবদান,
জীবন দিয়ে রেখো দেশের সম্মান।

দ্বীনি মুজাহিদের রক্তে আসবেরে সুদিন,
রক্তঝরা ঘাম হইবে না মলিন;
রক্তে তব বহিছে হামজা-আইনুদ্দীন,
জীবন দানে ঘুচাব সকল দুর্দিন।

মোরা দেশের প্রেম কি বুঝি না?
সদা বুঝি দেশের দুঃখ-দুর্দশা;
কভু ইতিহাসে নাম লেখাই না,
আছে মাটির প্রতি ভালোবাসা।

মোরা দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি,
দেশ ও দেশের মানুষ রবে সুখী;
সারাটা দিন পরিশ্রমে কাটাই,
তাই তো মোদের হাতে সময় নাই।

তারিখ: ০৯/১১/২০২১ ইং

লড়াই সম্ভ্রম রক্ষায়

তুমুল ঝড়ের মতো বেজেছে গাজওয়া,
মেয়েদের সাথে বন্দি খাওলা বিনতে আজওয়া;
রোমান সেনাপতি দিল বিয়ের ঘোষণা,
অপরূপা খাওলা রায় মানিতে পারল না।

হঠাৎই খাওলা বন্দি মেয়েদের করিল জিজ্ঞাসা—
হতাশায় ডুবে কি ওদের মিটাবে পিপাসা?
রোমানদের হাতে কি বন্দি জীবন কাটাবে?
তোমরা কি চাও তোমাদের সম্ভ্রম হারাতে?

জবাবে বলিল, কীবা করার আছে?
খাওলা বলিল, সম্ভ্রম রক্ষায় যুদ্ধ করব;
যতক্ষণ থাকবে শ্বাস, ততক্ষণ লড়ব,
প্রাণ গেলেও মোরা সম্ভ্রম রক্ষা করিব!

লাঠি নিয়ে তাঁবু থেকে বলিল খাওলা—
সবাই একত্র হও, এদিকে এসো মেয়েরা;
চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থেকো না,
সম্ভ্রম এভাবে বিলিয়ে দিতে পারি না।

খাওলা যুদ্ধ করে পাহারারত সৈন্যের সাথে,
রোমান সৈন্য ১০ জনকে করে হত্যা;
এবার বিয়ে করতে চাওয়া সেনাপতির পালা,
সকলে ভাবছে তখন— দেখি করে কী খাওলা!

যখন খাওলা তাকে হত্যা করতে যায়,
সে বলে, তুমি আমাকে হত্যা করবে?
কেন, আমি তো ভালোবাসি, বিয়ে করব;
দামেস্কের প্রাসাদে থাকব, আর কী চাও?

বলিল খাওলা, তোমাকে তো নয়,
তুমি হতে পারো পারস্য সেনাপতি;
মুসলিম বাহিনীর সবচেয়ে অধস্তনকে—
বিয়ে করা অধিক পছন্দনীয় মনে করি।

মুহূর্তেই ছুটে এলো সেনাপতি খালিদ,
মুসলিম নারীদের উদ্ধারে সৈন্য হাজির;
খাওলার সাথে মেয়েরা উঠিল ঘোড়ায়,
সেথা হতে দ্রুত নিরাপদে প্রস্থান হয়।

খাওলা ঘোড়ায় উঠে বলিল মেয়েদেরকে—
নারী সম্ভ্রম এভাবেই রক্ষা করা উচিত;
আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিসর্জন দিয়ে নয়,
লড়াই করে সম্মানের সম্ভ্রম বাঁচাতে হয়!

তারিখ: ০৯/১১/২০২১ ইং

বিচারকের সাজা

ইচ্ছামতো বিচার করে আইনের বই নিয়ে,
নিরপরাধী ফাঁসি দিলে মনগড়া আইন দিয়ে;
দেখো দেখো সেই আসামি রইছে পালিয়ে—
এগারো বছরের সাজা ঋণখেলাপির দায়ে!

শুরু হলো তারও বিচার সেই আদালতঘরে,
যেথায় বসে অবিচারের পাপ গিয়েছে করে;
নির্দোষীদের ফাঁসির রায় যেথায় বসে দিল,
সে ঘরের আইনেই তারে বাঁশ পরিয়ে দিল!

হয়নি বদল এখনো দাবার গুটির রাজা,
নিজের ঘরেই শুরু হলো বিচারকের সাজা!
দাবার গুটি উল্টে গেলে, পাল্টে গেলে পাশা—
এমন হাজার বাঁশের ঠেলা সইতে হবে খাসা!

মাশুল তো দিতেই হবে জীবন কেড়ে নেওয়ার,
কলঙ্কের পাতায় লেখাই হলো নামটি এবার;
পরকালেই শাস্তি পাবে, এটা ঠিক নয়—
ক্ষমতা কি কখনো চিরস্থায়ী হয়েছে, নায়?

ক্ষমতারই জন্য কি বেঁচে যাবে ধরায়?
তাই তো অপরাধী নির্বিঘ্নে রয়েছে পালায়;
তা না হলে কিন্তু লাঞ্ছনা যে শুরু দুনিয়াতেই,
কাঁপছে দুরুদুরু বুকটা তাদের পালিয়েই!

আগে-পরে ধরা খাবে সবাই এমন করেই,
কোনো পাপী বাঁচবে না হায়, যায় যদিও মরেই!
আল্লাহ হলেন ন্যায়বিচারক, করবে যেদিন বিচার—
সেদিন জাহান্নামই জায়গা হবে পাপী-তাপী সবার।

তারিখ: ১০/১১/২০২১ ইং

অনুভূতির আত্মকাহন //

প্রবাস জীবন

যায়নি দেশে বহুদিন, হয়নি দেখা মায়ের,
দারিদ্র্যের কঠিন ছোঁয়া কাড়ল মায়া দেশের;
নয় তো প্রবাস ভালো মাগো, ভয়ানক জেল,
বন্দি মাগো কাজের মাঝে— ক্লান্তি নামক সেল!

মন কাঁদে তবুও মাগো, পাই না অবসর,
কাজের মাঝেও মাগো, মনে পড়ে তোমার;
বুকেতে কষ্ট জমা, তবুও বলি ভালো আছি—
বলো, মাতৃমায়া ভুলে কী করে ভালো থাকি?

ঘুম পাইয়ে দিতে বুলিয়ে হাত মাথায়,
বহন করে বোঝা, তাই তো শরীর ঘামায়;
অভিমানে না খাইলে খাইয়ে দিতে ভাত,
সেই আমি আজ রান্না করি সকাল-রাত।

কী করে মা ভালো থাকি তুমি ছাড়া?
যায়নি দেশে বহুদিন, হয়নি তোমায় দেখা;
নকশিকাঁথা ও শিমুল তুলার বালিশে—
আসত না ঘুম মাগো, কোন্ সে হরষে!

সেই আমি ইটের উপর রাখি মাথা,
মাথায় নাই বালিশ, গায়ে নাই কাঁথা;
সহ্য করি তবুও মাগো অসহ্য যন্ত্রণা,
যদি পারি রাখতে ভালো, এটুকুই সান্ত্বনা।

যায়নি দেশে বহুদিন, দেখিনি মায়ের মুখ,
ছন্দে ছন্দে লিখেছি, যদিও মনে নাই সুখ;
কবির লেখা কবিতা নয়— মনের বেদনা,
প্রবাসী ভাইয়ের বুকে বহে চাপা কান্না।

তোমার আশিসে যেন আল্লাহ ভালো রাখে,
বিপদমুক্ত থেকে প্রবাস জীবন কাটে;
ফিরতে পারি যেন তোমার কোলেতে,
পারি যেন দুঃখ-কষ্ট সবার ভুলাতে।

গন্তব্যস্থলের উপলব্ধি

পৃথিবীতে কেউই স্থায়ী বাসিন্দা নই,
জন্ম-মৃত্যুর চলছে নিরন্তর খেলাই;
আখিরাত শেষ ঠিকানা, এ জীবন নয়—
মৃত্যুতে মানুষ প্রবেশ করে আপন ঠিকানা,
আখিরাত নামক এক অনন্ত জীবনে।
জবাবদিহি করবে মানুষ প্রতিটি কর্মের,
দুনিয়াবি জীবনের কর্মকাণ্ড রেকর্ড হচ্ছে;
উপস্থাপন করা হবে সেদিন সকল কিছুর—
পার্থিব জীবনে যা উপার্জন করতে পেরেছে।
সঠিকভাবে যে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে,
তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করবে;
তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকালের পুরস্কার।
সমাজজীবনে খোদায়ী বিধান যে লঙ্ঘন করবে,
তাদের জন্য কঠিন শাস্তি, যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে;
জাহান্নামের ভয়াবহ প্রজ্বলিত আগুনের দুঃসংবাদ!
পৃথিবীতে মানুষের সাময়িক আসা-যাওয়া,
যে বিচিত্র মহড়া চলছে তা চিন্তাশীল—
ভাবিয়ে তোলে প্রতিটি মানুষকেই।
জীবনের গন্তব্যস্থল নিয়ে যার সঠিক উপলব্ধি,
অবশ্যই তাকে আল্লাহর নির্দেশিত পথ-মতেই—
জীবন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তারিখ: ১০/১১/২০২১ ইং

একটাই প্রাণ

রক্তের সম্পর্ক নেই, তবুও ভাই,
আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই, তবুও কাঁদায়;
তবুও মিলেমিশে এরা সবাই—
লক্ষ-কোটি শরীরের প্রাণ একটাই।

যেই দলের নেতা, কর্মী, সমর্থক,
ভাবুন তো দলীয়ভাবে একবার—
এমন দৃশ্য দেখেছেন কতবার!
বিপদে-আপদে যারা পাশে থাকে,
সুখ-দুঃখের ভাগ নেয় অনায়াসেই;
এমন ভ্রাতৃত্ববোধের মানুষগুলোকে—
কীভাবে নাই বা করি সমর্থন, শ্রদ্ধা?

তারা কেউ নয়, তারা কুরআনের কর্মী,
একঝাঁক আদর্শ সোনার মানুষ;
যারা ছড়ায় মানবতা আর ভালোবাসা,
শেখায় শ্রদ্ধাবোধ, দেখায় মুক্তির পথ—
সুউচ্চ জান্নাতের আলোকিত পথ।

দলে নেই পারিবারিক আধিপত্য,
নাহি হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ;
আছে শুধু যোগ্যতার বিচার।

বিচারের দিন আল্লাহ বলবেন—
"যারা আমার খাতিরে পরস্পরকে
ভালোবেসেছ, আজ তারা কোথায়?
তাদেরকে আমার ছায়ায় দিব আশ্রয়;
আজ আমার ছায়া ব্যতীত
অন্য কোনো ছায়া নেই।"

জুলুমে বেষ্টিত আগ্নেয়গিরি,
পাহাড়ের চূড়ায় আল্লাহ সহায়;
আল্লাহ সবাইকে সদা সুস্থ রাখুন,
এই প্রার্থনা করি প্রভুর দরবারে।

তারিখ: ১০/১১/২০২১ ইং

ব্যথিত হৃদয়ের কান্না

অশ্রু ঝরে বিষণ্ণতায়, কাঁদে বিষণ্ণ মন,
ধূসর তন্ত্রে ছিন্নতায় উজাড় মনন;
অকারণে কাঁপছে একাকীত্ব রক্তপাতে,
এখনও চাতকিনীর চাহনি ভালোবাসতে।

কান্নাকাটিতে জোয়ার, ব্যথা তারি অবিরাম,
বিষণ্ণ যন্ত্রণার ক্ষতে লবণাক্ত ফোঁটা;
অবিরাম জলপ্রপাতে মননে আত্মার কান্না,
বোঝে না হৃদয়— ভালোবাসা দেয় ধরনা।

যে পারে না থামাতে একটা শাহাদাত,
সময় গড়িয়ে পিচ্ছিল দুর্বিপাকে নির্ঘাত;
হৃদয়ে মোর রক্তক্ষরণ, অসহ্য যাতনা,
যাচ্ছি অসীম মহাকাশে, ততই বেদনা!

দিনে দিনে বিষণ্ণতা গ্রাস করে,
বিকল্প নেই, ঘুরছি ধাঁধায় পড়ে;
চিন্তা ছাড়া নিষ্ঠুর আলিঙ্গন করে—
অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঠান্ডা-গরম কবরে!

প্রস্তুতি নাহি মোর, কৃতকর্ম শূন্য,
আমলের খাতাতে পাপ, নহে পুণ্য;
বেদনাক্লিষ্ট সময় পলে পলে বয়,
ক্ষয়িষ্ণু জীবন সাদা ক্ষতিতে রয়।

তারিখ: ১৪/১১/২০২১ ইং

একজন গিফারির প্রয়োজন

আবুজর গিফারি সাথি নবীজির,
অধিবাসী সে তো আসহাবে সুফফার;
মানবিক সমাজ গড়ব মোরা,
আজি প্রয়োজন তেমনি সাহাবার।

উত্তাল বিপ্লবে ফেটে পড়া এক শিষ্য,
গোলামির জিঞ্জিরে বন্দি শত পোষ্য;
ডাকছি বসে একবিংশ শতাব্দীর বাংলায়—
এসো সমাজ সংস্কারে জীবন বিলাই।

মজা খোঁজে মানুষের রক্তে,
নরমের যম তবে শক্তের ভক্তে;
রক্ত চুষে মানুষের বানায় ভুঁড়ি,
গাাড়ী-বাড়ি তৈরিতে নাইকো জুড়ি!

প্রাণের শত্রুরা দেশে দেশে তৎপর,
মজলুম মানুষের বিভৎস চিৎকার;
অবৈধ সম্পদে বাঁধে বিলাসী ঘর,

তারা হারামে ডুবে কাটে সাঁতার।
দুনিয়ার জালে বেঁধেছে শক্ত বাসা,
লুণ্ঠন করে শরীর করিছে খাসা;
মানুষের ঘামে ভাসছে বিলাসী জলে,
হারাম কর্মে নহে শান্তি কোন্ কালে!

শোষণের প্রতিবাদী ইতিহাসে তুমি প্রথম,
আশিয়ান বাঁধে শোষকের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম;
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যখন করেছিলে মিছিল,
বাধাহীন যতসব দামেস্কের উদ্যত চিল।

রুক্ষ-শুষ্ক মরুতে কাটালে জীবন-নদী,
মদিনাতে নাহি পেল ঠাঁই রাসুলের সাথি;
কত কাল নির্বাসনে কাটালে জীবন,
নির্জনে মরিয়াও মিথ্যাকে করোনি বরণ।

দুগ্ধ-উষ্ট্রে ভগ্নগৃহে কাটালে জীবনকাল,
না খেয়ে পরে কৃচ্ছ্রতায় ছাড়লে না হাল;
রিক্ত মানুষ ফেরে তোমার আঙিনায়,
চিরমুক্তি পাবার তরে মিলেছি হেথায়।

সূর্যদীপ্ত বিপ্লবী আহ্বানে স্বর্গীয় রাস্তায়,
পাইবে মানব দুকূলে পরিত্রাণ সর্বদাই;
শৃঙ্খলের জিঞ্জিরে বাঁধা মানুষের প্রাণ,
বলিষ্ঠ চেতনাতে খুঁজি শাশ্বত কল্যাণ।

মানবতা বিধ্বস্ত, সত্যের বুকে পদাঘাত,
ভুবনের চারিধারে অমানিশা আঁধার রাত;
আল্লাহকে ভুলে ভাবি দুনিয়াই সব,
ন্যায়-নীতিহীন করি জীবন-উৎসব।

নই কোনো অপূর্ণ বিপ্লবের সাথি,
চাই সদা বঞ্চিত দুঃখী জনতার সদগতি;
রক্ত দিয়ে গড়ব শোষণমুক্ত সমাজ—
কুরআন-হাদিসের নতুন বিপ্লবী সমাজ।

শুনি পদধ্বনি সদা তাই পৃথিবীতে,
সেই সুর বুনিয়াদি মানুষের মুক্তিতে;
রক্তকণায় খুঁজে পায় তোমার অবস্থান,
শত গিফারির বাস হৃদয়ে অম্লান!

তারিখ: ১৪/১১/২০২১ ইং

মানুষের অন্তরীক্ষে মানুষ

বিচিত্র মানুষ, পৃথিবী বৈচিত্র্যময়,
সুনীল আকাশটা মানব হৃদয়;
যত বিস্তীর্ণতার অন্তরীক্ষে আশ্চর্যান্বিত,
আবক্ষনে দ্বিধাহীন চিত্তে ধূসরিত;
লুকায়িত বুকে বেদনা যত,
বুঝতে পারিনি ভালোবাসার ক্ষত।

বলেছিল মা, ভালো লোক পাওয়া যায়,
হৃদয়ান্তরীণ সহজেই করা যায়;
কয়েক দিনের আলাপনে নিঃসঙ্গ অনুভব,
আধ্যাত্মিক আলিঙ্গনে বিচিত্র বৈভব;
কিসের অপূর্ণতা নীরবে কাঁদায়,
ডুবিবে জীবনের পড়ন্ত বেলায়-অবেলায়।

তিনি কবি, মানুষকে ভালোবাসেন,
তাহার দৃষ্টিতে সবকিছুই সমান;
আত্মাদের ভাবনাই চিরন্তন সদ্ভাব,
যার আলো দেখতে থাকি নীরব।
থাকতে চাই চিরকাল মানুষের সাথে,
বিনিময়ে লিখব কবিতা চড়ুইভাতিতে।

নাহি ক্লান্তি, নাহি হিংসা-বিদ্বেষ,
প্রভুর সৃষ্টি নশ্বর, অনিমেষ;
শপথ বিকেলের শব্দপ্রেমিকের,
কথামালায় ভরে সে কাব্যের;
শত্রুতা করে যে ভব-সংসার,
স্রষ্টার হাতে রইল বিচারের ভার।

তারিখ: ১৩/১১/২০২১ ইং

বুননে সত্য সুতা

সূক্ষ্ম ও পাতলা সুতার বুননে,
গঠিত হয় সুন্দর রূপায়নে;
রূপায়িত হয় প্রতিরোধ মননে,
লালিত স্বপ্ন স্বরূপ উন্মোচনে।

জালেতে ধারণ করে বিপদ,
প্রতিরোধে অনুপ্রাণিত করে আপদ;
বিপদ সমস্ত প্রাণীকে হুমকি দেয়,
সুসংগঠিত হতে নীরবে শিক্ষা দেয়।

অন্ধকারকে করে অবশ্যই আলোকিত,
বিদূরিত করে আঁধার সঞ্চালিত;
তথাপি হৃদয়ঙ্গমে বিকশিত সমাজে,
সবসময় যে নিজের মধ্যে খোঁজে;

আছে থ্রেড নামের অস্তিত্ব,
সততা, শিক্ষা, বিবেক ও অধীনস্ত;
বাস্তবে ইচ্ছাকে একীভূত সহজ না,
ভ্রমণ, প্রেম, সংবেদনশীল আঘাত করে না।

বেছে নেওয়া দায়িত্বের সরল পথ,
সত্য গুণাবলীর জন্য সঠিক রথ;
তবুও মানুষ মন্দ ধারণা জানে,
কলঙ্কিত করেছে সমাজ কুধারণায়।

মানবতা নিয়ে আসে একজন,
দয়া করা কতটা জটিল অনুশীলন!
প্রতারিত বন্ধুত্বের ব্যবহার যখন,
দংশিত হয় বিবেক তখন।

সততা ও বিবেকের সুতো দোলনা থেকে,
সুশিক্ষা বাড়ির প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে;
আবশ্যকীয় শিক্ষার অনুরূপ হাতিয়ার,
লোহার মরিচা, শিক্ষাই পার্থিবতার।

নিতে পারে সম্ভাবনার সর্বোচ্চ দিকে,
হাল ছেড়ো না ভালো হওয়াতে কখনো;
ভুল বা সঠিক তা বোঝোনি তখনো,
ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াই প্রতিটি সাফল্য।

তারিখ: ১৫/১১/২০২১ ইং

হেমন্ত সাজে

হেমন্তের অরণ্যে দেখেছি অনেক,
ভরে গিয়েছিল হলদে ফুল কতেক;
সেজেছিল অপরূপ সাজে পল্লবে,
মৃদু শীতল হাওয়া জাগ্রত ভবে।

পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে,
হেমন্ত অরণ্যের গলে মধু ঢেলেছে;
দেখেছি অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে,
বকের মতো নিভৃতে মাছ ধরেছে।

ভালোবাসি অঘ্রাণের বিকেল-রঙের শূন্যতা,
নরম রোম-ঢালু মাঠ— বিবর্ণ বাদামের শুভ্রতা;
হলুদ বিচালি, কাকাতুয়া পাখি, মিষ্টি হাসি,
অপেক্ষায় কতশত দিন হয়েছে বাসি!

খসখসে পাতা কুড়াবার শব্দ,
কুড়ানির মুখভার হয়েছে জব্দ;
সোনা ধানের কাজ ফুরিয়েছে মখমলি,
জীবনেরে জেনেছে সে কুয়াশায় খালি।

ঘুম পায়— তাই তার ক্ষেত ছেড়ে,
দিয়ে যাবে এখনি মৃদু নেড়ে;
এখনি সে ঝরে পড়ে অঘ্রাণের—
এই শেষ সোনালি বিকেল বিষণ্ণের।

হেমন্ত প্রাতে ফেরাও চোখ রসায়নে,
মুখ্যসুখ্য জনপদ বস্তির উঠোনে;
হেমন্তের রুপোলি শিশির ধুয়েছ পা,
দুবলা ঘাসের গালিচা শিশির-ভেজা।

পড়েনি তবু সেথায় করুণা,
দ্রৌপদীর পদপাতে শিহরিত শিশির-মুক্তা;
ধানক্ষেত জলমগ্ন বন্যার থাবা,
শেষ হয়ে গেছে কৃষকের আশা।

সাজের চিবুক ছুঁয়ে আসেনি কো আগন্তুক,
হেমন্তের কাকভোরে শূন্য পাত্র উপদ্রুত;
নবান্নের খরাদগ্ধ ফসলের ঘ্রাণ,
মজুতখানায় উঠে গেছে কৃষকের শূন্য প্রাণ!

তারিখ: ১৫/১১/২০২১ ইং

হৈমন্তীর মননে হেমন্ত

মিষ্টি হাসির বৃষ্টি হাসে,
শিশির-ভেজা দুবলা ঘাসে;
নতুন কুঁড়ির উড়ছে তরি,
সাতসকালে হেমন্তের ঐ পরি।

দিনমজুরের ক্লান্তি আসে,
কর্ম শেষে ঘর্মে ভাসে;
নয়নজলে দুঃখ নাশে,
হেমন্তের ঐ হিমেল পরশে।

খেজুর গাছের মিষ্টি রসে,
গাছির মুখে সূর্য হাসে;
সাতসকালে ঠিলে ভরে,
আনছে গাছি কাঁধে করে।

মিহি বৃষ্টি মুক্তা ঝরায়,
হেমন্তের অরণ্যে রোদন ধরায়;
খড়কুটো আড়ামোড়া খসখসে,
ধুলামলিন মুখোচ্ছবি দিন শেষে।

হাসনাহেনা, চেরি ফুলের ডগায়,
মনমাতানো ঘ্রাণে পাগল ধরায়;
শিশির-ভেজা মুক্তা ঝরায়,
নবান্নের সোঁদা গন্ধে ফসল ফলায়।

পিঠাপুলির উৎসব বঁধুর মননে,
হৈমন্তী শুক্লা ভবনে আগুন উনানে;
উষ্ণ গরম জলে নেমেছে স্নানে,
হাতের উষ্ণতা কাঁপে, প্রাণ আনে।

নীল পাথারের প্রেম

বুঝে না উঠতেই মামলা রুজু,
বেচারা আসামি জানতে পারেনি;
অপরাধ কী তার হয়েছে সাজু,
আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগও মেলেনি।

প্রতিপক্ষের সাক্ষীও কোনো দিন দেখেনি,
কখনো কোথাও বাকবিতণ্ডা হয়নি;
দাঁড়িয়ে হাওয়ার কাঠগড়ায়—
বলে, বলিব যাহা সত্য বলিব ধরায়।
হায়! তারপর আসামি আর,
কিছু বলতে পারল না সমাচার।

আসামি একজন প্রমাণিত ব্যর্থ প্রেমিক,
ফেরারি জীবনে সেই ভুখা-ফাঁকা সর্বাধিক;
তবে—
স্মৃতিগুলো বিভ্রান্ত করে মাঝেমধ্যেই যা,
কখনো কি প্রেমিক হতে চেয়েছিলাম?
ভালোবাসা ছাড়া কখনো প্রেমিক হয় কেউ?
প্রেমিক হয়ে ওঠে ফেরারি ঠিকই এক দিন—
কথা বলে বৃক্ষের সাথে মনের অন্তরীণ,
কষ্টকে ভাসিয়ে ছুটে নীল পাথারের কাছে;
আকাশের তারারা কথা বলে শব্দহীন,
সাজিয়ে পঙ্‌ক্তিমালা কাব্যকলায় ভালোবাসা অন্তহীন।

কর্মেই বয়স চুরি

কাজের জন্য করছ বয়স চুরি,
এই অস্তিত্বের কুৎসিত একজন কর্মচারী;
আট থেকে চার, ত্রিশের মধ্যে গ্রেফতারি,
কেটে যাবে এই ঘূর্ণিতে সারা জীবন।

কর্মক্ষেত্রের সুন্দর জিনিসগুলো—
বাইরে গেলেও সেগুলি দেখতে পাবেন;
অনুমতিহীন অনুপস্থিত থাকতে পারেন না,
অনুমতি ছাড়া ছুটি নেবেন অসুস্থ হলে।

মেডিকেল সার্টিফিকেট না দিলে বিশ্বাস নাই,
কখনও তারা করবে না বিশ্বাস;
যে রোগটি আপনার মুখে স্পষ্ট,
নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠাবে!

উপভোগ করবেন সকালের ঘুম,
উপভোগ করবেন যৌবন ও পুরুষত্ব;
নিজস্ব কাজে আরোপিত যুদ্ধে যাবেন হারিয়ে,
সেট করা সময়ে উপস্থিত জীবন।

দৌড়াতে হবে টিকে থাকার জন্য,
তবুও টানটান স্নায়ু নিয়ে বাঁচবে;
টনিক ট্যাবলেট, অ্যান্টি-নার্ভাস পিল খেয়ে,
এখনও কর্মজীবনের সিঁড়িতে মজুরি পেতে।

অপেক্ষা করেন পদোন্নতির আশায়,
লুট করা পাওনা পাওয়ার আশায়;
অনুসরণ করি সামাজিক সংলাপ,
জীবনচক্রের বেশিরভাগ অতিবাহিত।

অবসরের বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত,
অনুমতি দেওয়া হয় না ছেড়ে যাওয়ার;
উদযাপন করা হবে অবস্থার উপর,
সরাসরি বস একটি প্রশংসাপত্র—
মূল্যহীন একটি উপহার দিন!

এটি আপনার জীবনের সামনে সান্ত্বনা,
যা আপনার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে;
আপনি নীরবে বাড়ি ফিরবেন।

অবসর গ্রহণের প্রথম দিন সকালে,
লক্ষ্য করুন বাচ্চারা বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে;
বৃদ্ধ সঙ্গী ধূসর মাথা ঢেকে রেখেছে,
তাকিয়ে অবাক হবেন— কখন এই সব ঘটল?
তখন রোজি আপনাকে ডাকবে...

যে চাকরির জন্য করেছ বয়স চুরি,
তাই বাঁধা বেতনের আবাসনে—
প্রতারিত হবেন না জীবন-সন্ধিক্ষণে।

তারিখ: ১৫/১১/২০২১ ইং

স্বাধীনতাবাদীর পরিচয়

কম্পন করতে পারি রঙের শব্দে,
বুঝতে পারি পালকযুক্ত উড়ানো;
সুন্দর পাপড়িতে ফুলের জন্ম,
মৃদু শব্দ যা আমার কানে পৌঁছায়।

তুষারে ঢাকা সবুজ দেখতে পাই,
বৃষ্টি হলেই জুঁইয়ের ঘ্রাণে মাতে মন;
মিউজিক্যাল সিম্ফনি হয়ে ওঠে সবকিছু,
যুগল আক্রমণ করে ফুলের সাথে।

ভ্রমণ করি বরফ-ঝরা রসে,
উষ্ণ রক্তে স্পন্দিত হয় হৃদয়ে;
সৌন্দর্য খুঁজি বন্ধু-ছাত্রদের সাথে,
নিশ্চিত সঙ্গে পুনর্জন্ম হয় মাথায়।

গণনা করতে পারি অনুভূতির উষ্ণতা,
ভালোবাসার অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে;
চিন্তাই স্বাধীনতার ঘর হওয়ার—
রুদ্ধ দোলনা গোপন পরিচয়।

থাকতে পারি সেই কল্পনার মরূদ্যানে,
জীবনও বকাবকি করে স্রোত হয়ে ওঠে;
শাখা-প্রশাখা অতিক্রান্ত নীরব প্রজাপতি,
কবিতায় পরিণত হয় উন্মাদ ভাবনা।

সমস্ত বিষণ্ণতা দূর করে চারপাশ থেকে,
গোলাপের সুগন্ধি সহ আদর্শ মহাবিশ্বে;
পরিপূর্ণ হয়েছে ঘৃণা বাস্তব জগতে যার,
অস্থিরতাকে প্রেমময় শব্দে পরিণত করি।

তারিখ: ১৬/১১/২০২১ ইং

প্রশস্ত জান্নাতের পথ

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলে ভীষণ আমার,
দুরন্ত কৈশোরের ছিল কত আলাপন;
বিলের ধারে কাশবনে ঘোরাঘুরিতে মন।

ময়না ঘোড়ায় চড়ে যেতাম অচিনপুর,
হাঁটিয়া মেঠোপথ শালবন যত দূর;
অনেক গভীর বন্ধু ছিলাম শান্তিপুর,
স্বপ্নগুলো বদলাতে বয়স ভরপুর।

স্বপ্ন দেখি পাহাড় হব, টলব না কভু,
আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখি তবু;
নিজের মতো ভাসতে থাকা ইচ্ছা ভার,
নানান কাজে অনেকটা দিন হচ্ছে পার,
দেখা হলেই হঠাৎ আবার ভয় হারাবার।

শেষ বিকেলের মিষ্টি আলোয় সবুজ প্রান্তে,
দমকা হাওয়ায় থেমে গেল সব এক মুহূর্তে;
চোখেতে জমে থাকা কাজল বিলের জল,
কষ্টগুলো নিকষ কালো ছোঁয়ায় ছলছল।

কতটা ক্লান্ত বলে দেয় চলার ভঙ্গি,
ঘোর অন্ধকারে চলার পথে হারিয়েছি সঙ্গী;
হৃদয়ের শূন্য ভিটায় রাখেনি ভালোবাসার হাত,
দাঁড়াও শোনো না বন্ধু, মোরে দিয়ো না অজুহাত।

আবেগ ছিল ওখানে কাশফুলের সাদা পাড়,
সুখ-বাগানের অট্টালিকা গড়বে জীবনভর;
এখনো আকাশে ওড়ে রঙিন ঘুড়ি,
দেখব জগৎটাকে পাতাল ফুঁড়ি।

সুখের বাতাস লাগে পালতোলা নৌকায়,
কামিনীর গন্ধে বিভোর তারাগুলো সন্ধ্যায়;
ফিরে এসো বন্ধু শান্তির পথে—

ক্ষমা রয়েছে যে পথে নবীর রথে,
আসমান-জমিন চলেছে যে পথে,
এই পথ চলে গেছে প্রশস্ত জান্নাতে!

তারিখ: ১৬/১১/২০২১ ইং

মেঘ বালিকা ফিরে আয়

মেঘ বালিকার সংসার, স্বামী বেচারার অত্যাচার,
বাচ্চাদের খুঁটিনাটি ঝুটঝামেলা লেগে থাকে দিনভর;
এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, জোটে না আহার—
"বেরিয়ে যা পোড়ামুখী, দেখিসনে এই সংসার!"

এলোকেশে সন্ধ্যায় বেরিয়েছে, ফিরবে না ঘরে,
মমতায় সাজানো বুকের জমিন থরে থরে;
হিমাদ্রি বরফে ভরা অভিমান পড়ে ঝরে,
অথৈ লোনা জল সাগর-বক্ষে নয়ন ধরে।

কেবলই পিছুটান হৃদয়-কুঞ্জে গুমড়ে মরে,
কান পেতে থাকে আহ্বানে বারে বারে।
সংসার-সংসার খেলা অনেক হলো, থাক না,
একেই বুঝি ভালোবাসা বলে? নয়তো মায়াজাল!

বুকের পাশটা কোঁকিয়ে ওঠে শানিত বাতাসে,
অন্ধকার ঘুলঘুলিতে ছাওয়া পরাণের অলিগলি;
বেঁধেছে শাড়ির আঁচল পাহাড়-চূড়ায়!

পুরোনো সেই গন্ধ, প্রথম পরশ ছুঁয়ে যায়,
পাহাড়ের বুকে হাত রাখে মেঘ;
ক্লান্ত-ক্লিষ্ট শরীরখানি কম্পমান,
ভাবে বসে বিজলির আলোয়—
দেখে ফেলেনি ত শকুনির চোখ?
বলে দেয় কি তারে কোনো লোক?

কালো চুলে মেঘ ঢেকেছে পাহাড়-চূড়ায়,
হিমাদ্রি বরফ গলে যায় বাহুর উষ্ণতায়;
জমে থাকা কান্নার রোল ওঠে ফুঁপিয়ে,
ঝরনার ধারা পাথর ঠেলে আসে বেরিয়ে।

রূপসীর পথে হেঁটেছে অশ্রু ঝরনার,
কপোতাক্ষে মিশে কেঁদে কেঁদে একাকার;
কপোতাক্ষ নদে নেমে তো দেখো নাই—
মেঘের অশ্রুতে কপোতাক্ষের বিশ্রী মিল হায়!

বসে আছি পথ চেয়ে বিরহী পাহাড় হয়ে,
এলোকেশী মেঘ ফিরবে স্বামীর রাগ ভাঙিয়ে।

তারিখ: ১৬/১১/২০২১ ইং

স্বর্ণা ফিরে আয়

স্বর্ণার সংসার, সে সহে নিদারুণ অত্যাচার,
খুঁটিনাটি ঝুটঝামেলা লেগে থাকে দিনভর;
এই নিয়ে কথা-কাটাকাটি, জোটে না আহার—
"বেরিয়ে যা পোড়ামুখী, দেখিসনে এই সংসার!"

বেরিয়েছে স্বর্ণা সন্ধ্যায়, ফিরবে না ঘরে,
মমতায় সাজানো কুঁড়েঘর থরে থরে;
হিমাদ্রির বরফ অভিমানে পড়ে ঝরে ঝরে,
অথৈ লোনা জল সাগর-বক্ষে নয়ন ধরে।
কেবলই পিছুটান হৃদয়-কুঞ্জে গুমড়ে মরে,

কান পেতে থাকে পিছুডাকে বারে বারে;
সংসার-সংসার খেলা এভাবে কাটল বেলা,
মায়াজালে বাঁধা পড়ে সহিতে হয় ঠেলা।

কোঁকিয়ে ওঠে শানিত বাতাসে বুকটা,
আঁধারের ঘুলঘুলিতে ছাওয়া তপ্ত হৃদয়টা;
কোমর পেঁচিয়ে বাঁধিয়া শাড়ির আঁচল—
পুরোনো কত কথা, বেচারী সহজ-সরল।

জমিনের বুকে হাত রাখে স্বর্ণা,
ক্লান্ত শরীরখানি বিবর্ণ, নিরুত্তাপ বর্ণনা;
ভাবে বসে বিজলির আলোতে একাকী—
দেখেনি তো কোনো চোখ, বলবে এক্ষুণি!
কালো চুলে স্বর্ণা ঢেকেছে নিতম্ব,

উষ্ণতায় হিমাদ্রি গলে, তাই হতভম্ব;
জমে থাকা কান্নার রোল আনমনে,
ঝরনার ধারা বেরিয়ে আসে দুনয়নে।

রূপসীর পথে হেঁটেছে অশ্রু ঝরনার,
কপোতাক্ষে কেঁদে কেঁদে হয় একাকার;
কপোতাক্ষ নদের জল দেখো নাই—
স্বর্ণার অশ্রুতে ও বিশ্রী মিল পায়!

বসে আছি পথ চেয়ে বিরহী হয়ে,
আসবে স্বর্ণা ফিরে রাগ ভাঙিয়ে।

তারিখ: ১৬/১১/২০২১ ইং

মায়ার ফাঁদ

অন্যের সুখ গড়তে গিয়ে
নিজের ঘর পোড়াও না।
নিজের আলো নিভিয়ে
অন্যের দীপ জ্বালাও না।

কুসুম দিলে কাঁটা মেলে,
সবাই আপন নয়।
মধুর হাসির আড়ালেও
গোপন বিষ ক্ষয়।

যাকে দিলে হৃদয়-দ্বার,
সে-ই যদি হয় হানাদার—
বিশ্বাস তখন ভাঙা কাচ,
নীরব বুকে জমে আঁচ।

বর্ষার জলে বাঁধ ভাঙে,
ভাসে ঘরের দ্বার।
অতি ভরসা তেমনি আনে
বুকের মাঝে ভার।

টোপের মাঝে খাদ্য থাকে,
থাকে মৃত্যুফাঁদ।
লোভে অন্ধ মাছের মতো
মানুষও অবাধ।

সোনার মোড়ক দেখলেই কি
রত্ন মেলে তার ভেতর?
মরীচিকার পিছে ছুটে হারায়

পথের পথিক-চেতনার অন্তর।
চন্দন-মাখা ছুরিও শেষে
ঝরায় রক্তধার,
মধুর কথার অন্তরালে
লুকায় বিষের ভার।

সব আলো পথ দেখায় না,
কিছু আলো দাহ।
সব আশ্রয় নিরাপদ নয়,
কোথাও গোপন চাহ।

তবু হৃদয় পাথর কোরো না,
বিশ্বাস একেবারে নয়।
দরজাতে রাখো প্রহরী,
তবেই নিরাপদ হৃদয়।

অতি বিশ্বাস বাঁধ ভাঙে,
অতি সন্দেহ ক্ষয়।
মাঝের পথে বিবেক জাগে,
সেখানেই সত্য জয়।

ভালোবাসো—নিজেকে রেখো,
নিজেকে কোরো না ক্ষয়;
নিজের প্রদীপ জ্বালিয়ে
অন্যের আঁধার করো ক্ষয়।

ফাঁদে পড়া শেষ কথা নয়,
ফাঁদ চেনাই জয়;
মায়া যতই রূপ বদলাক,
বিবেক অমলিন রয়।

তারিখঃ- ১২/০৮/২০২৬ ইং

একফোঁটা জল

নীরবে ঝরছে গাছের পাতা,
কালির আঁচড়ে ভরেছি খাতা;
তবুও হয়নি বলা মনের কথা,
অশ্রুজলে জানাই বিরহ-ব্যথা।

ছুটে আসে জনপদে শকুনের দৃষ্টি,
সভ্য সমাজ আজি অসহায় সৃষ্টি;
প্রভুর প্রেমে ঝরে না তো অশ্রুবৃষ্টি,
প্রতিনিধি করে প্রভু করেছেন সৃষ্টি।

পাহাড় নদী বন-বনানী কী যে অপরূপ,
রূপের মাধুরীতে মিশায়ে জ্বালাই ধূপ;
অশ্রুনয়নে জানাই বিরহ-ব্যথার স্তূপ,
একফোঁটা জলে ক্ষমা পায় দয়ার স্বরূপ।

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরায়, গড়ায় সমুদ্র,
ভাবেনি অধম জনেরা পাপে-তাপে ভরপুর;
অনুতাপে যদি ঝরাও একফোঁটা অশ্রুজল,
প্রভুর কাছে সেই অশ্রু যাবে না তো বিফল।

ফেলেছিল অশ্রু নিশীথ রাতে,
খোদার প্রিয় বান্দা সিজদাতে;
গেয়েছিল লা-শারিকাল্লার গান,
মজেছিল অশ্রুসজল কত প্রাণ!

তারিখ: ১৭/১১/২০২১ ইং

কেমন মুসলমান

তুমি নামাজ শেষে ফাজায়েলের আমল শেখাতে জানো,
হিজরত করা নবীর সুন্নত এ কথাটাও মানো;
সেই হিজরতের গুরুদায়িত্ব মানতে পারো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না?
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না!

প্লেটের খাবারের ভাগাভাগিতে ইনসাফ দেখাতে জানো,
খাবারের আগে-পরে নুন খাওয়া সুন্নতটাও মানো;
সেই খাবারটা অভুক্তদের মাঝে বিলাতে পারো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না?

যেই কুরআনের কথা বললেই পকেট যায় ভরে,
সেই কুরআনের কথা বললেই জেলে দেয় ধরে ধরে;
কুরআন হলো মুমিনের সংবিধান, এ কথা মানতে পারো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না?

পর্দা করা ফরজ বিধান, সে কথাটাও জানো,
পর্দার কথা বললেই আবার জঙ্গি সাজাতে জানো;
পর্দার কথা বলতে পারো, তবু মানতে পারো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না?
কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হয়, এ কথাটাও জানো,
নামাজ-রোজার অনেক ফজিলত, সে কথাটাও মানো;
সেই কালিমার দাবিটা কী, তা জানতে তো চাও না,
নামাজ-রোজা কায়েম করতে পারো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না?
কুরআন-হাদিসের কথা মাহফিলে ময়দানে বলতে জানো,
মসজিদে বসে তসবিহ দানাও টিপতে পারো;
লাখো শহীদের রক্তে গড়া এদেশ রক্ষা করতে জানো না—
কেমন মুসলমান তুমি, একটু ভাবো না!

তারিখ: ১৮/১১/২০২১ ইং

অনুভূতির আত্মকাহন //

সীমাহীন পথের যাত্রী

আমি মহান রবের দাস হয়েও করি না দাসত্ব,
ছোট্ট দেশের রাজা হয়েই তার মানি না রাজত্ব;
মুসাফির বেশে আগমন, তা-ও সে কথা নাহি মানি,
কেমন মুসলমান আমি, ভুলিয়াও ভাবিনি!

সীমাহীন পথের পথিক মোরা, দুনিয়ার মোহে ছুটি,
হঠাৎ মালাকুল মাউত এসে ধরবে চেপে টুটি;
স্বপ্নসাধের বালাখানাটাও পড়বে সেদিন ধসি,
তবুও হুঁশ ফিরল না রে, চক্ষে নাই রে পানি—
কেমন মুসলমান আমি, ভুলিয়াও ভাবিনি!

জীবন নামের ঘুড়ির নাটাই প্রভুর হাতে জানি,
ঘুড়ির মতো জীবনটাতে মারছ কত কানি;
বাহুর বলে শক্তি দিয়ে কতই করছ টিপ্পনী,
সময় হলে ফিরতে হবে, অনুরোধ রাখবে না জানি—
কেমন মুসলমান আমি, ভুলিয়াও ভাবিনি!

হিসাব সেদিন দিতে হবে, পাইবে না ক্ষমা,
মালাইকাহ দেখাইবে খাতায় আছে যা জমা;
পাপ-পুণ্যের হিসাব দিতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে,
কেমন করে হিসেব দেব প্রভুর সমীপে?
জানি রবের কাছে হিসাব-নিকাশ জমা,
সম্বল শুধু একটাই— মহান রবের ক্ষমা।

তারিখ: ১৭/১১/২০২১ ইং

বিশ্ব নবীর আগমন

জাহেলিয়াতের দুর্গভেদী ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে,
আরব দেশের মক্কা নগরীতে নিঃশব্দে;
আঁধার ফুঁড়ে আলোয় ভরা শুভাগমনে—
এলেন ধরায় কুল মাখলুকের পরিত্রাণে।

সুবহে সাদিকের শুভক্ষণে এলেন ধরায়,
হিংসা-বিদ্বেষ ঘুচিয়ে দিতে আপন মায়ায়;
নাচিয়া উঠিল ধরণী আপন খেলায়,
ঢুকিল রবির আলো মধু-চন্দ্রিমায়।

ঘুম ভাঙিল গোলাপ, জবা ও বেলীর,
তারই সাথে উঠল মেতে ধরণীর;
হাসনাহেনা, জুঁই, চামেলীরাও মাতে,
ভ্রমরেরা গুনগুনিয়ে উঠল মেতে তাতে।

নিঃস্বজনেরা শান্তি খোঁজে সবখানে,
ছুটছে তারা দলবেঁধে নবীর পানে;
শিশু-কিশোর গাইছে আনন্দেতে গান,
মনমাতানো ছন্দে নবীর জুড়ায় মনোপ্রাণ।

বিশ্বজগৎ লুটিয়ে পড়ে বিশ্বনবীর পায়ে,
শ্রদ্ধা জানায় তামাম দুনিয়া প্রভুর ইশারায়;
জ্বলতে থাকে হিংসার আগুন অবিশ্বাসীর গায়ে,
কুল মাখলুক ধন্য হলো নবীর প্রশংসায়।

তারিখ: ১৮/১১/২০২১ ইং

অনুভূতির আত্মকাহন //

দাসত্বের শৃঙ্খল

রাজনীতি কি বৈধতার ঊর্ধ্বে?
আইনি বিষয় নিয়ে রাজনীতি?
ব্যবহার পদ্ধতির উপর সুবিধা?
উপলব্ধি শেষ মানে যথার্থ?

স্বাধীনতার শক্ত ভিত্তি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা,
প্রদত্ত মিথ্যা ক্ষমতা থেকে নাগরিকদের চিন্তা;
সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে এটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুক্ত সমাজে বাসকারীদের জন্য আইন—
মঞ্জুর করে বিশ্বাস, নিরাপত্তা, মানুষের সম্মান;
সেই ভিত্তি যা সকলকে দোলনা থেকে রক্ষা করে,
অপরাধ দমনে করে স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

যা দ্বৈততার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করতে হয়,
জীবনের অন্ধকার পথে আলো হয়ে রয়;
স্বাধীনতা সমস্ত উদ্দেশ্য-ফলপ্রসূতা হারায়,
যখন সে দাসত্বকে নীরবে গ্রহণ করে মাথায়।

পুরুষ বদলায়, তাদের সাথে সমাজ—
তাদের স্ব-আরোপিত অন্ধত্বে আনন্দিত;
করে মূর্খতা দিয়ে বিশ্বাসীদের সংক্রামিত,
অহেতুক সুবিধার ফল দেখে আনন্দে উদ্বেলিত।

বন্ধুত্বের মানেও জানি না,
রাজনীতিকে জীবনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা;
অনুমানকৃত দাসত্বের জন্য স্বাধীন ইচ্ছার বিনিময়,
জীবনকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায়।

তারিখ: ১৯/১১/২০২১ ইং

প্রকৃতির বৈরিরূপ

প্রকৃতির নিস্তব্ধ রাতের আকাশ,
চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর প্রকাশ;
চতুর্দিকে যেন আলোর ফুলঝুরি,
বন্য পশুপাখিরা খুঁজে পায় দিশারি।

সকলেই অঘোর ঘুমে ক্লান্তি দূর,
হঠাৎই আসমান গোমড়া মুখর;
যেন প্রলয়ংকরী দিচ্ছে পূর্বাভাস,
ঝড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাতে প্রাণ বাঁচাস!

এলোমেলো হাওয়া, মধ্যরাতের বৃষ্টি,
মরিল মানুষ ও পক্ষীকুল কত সৃষ্টি;
গণনা নাহি যার, ক্ষতি বেশুমার,
বাস্তুহারা মানব, বিপর্যস্ত মানবতার।

থেমে থেমে বিরামহীন বৃষ্টি যেন!
নেই কোনো লক্ষণ থামিবার হেন;
ডোবা-নালা খাল-বিল জলে একাকার,
গৃহহারা প্রাণীর নিদারুণ কষ্টে হাহাকার।

আলোহীন আঁধারে ছেয়েছে আকাশ,
বিদ্যুৎ চমকায়ে করছে আলোর প্রকাশ;
সেই আলোতে খুঁজছে মা দুগ্ধজাত শিশু,
ঝড়-বৃষ্টি নিয়েছে সব, কাঁদছে বসে বিশু।

ফ্যাকাশে হইল ধীরে পুবের আকাশ,
ভাঙাচোরা বাগান দেখে গৃহস্থালির হাঁহুতাশ;
সর্বহারা মানুষের আত্মচিৎকারে ভারী বাতাস,
বিরামহীন ঝড়-বৃষ্টিতে ছিন্নমূলের নাভিশ্বাস।

খুঁজছে মুক্তি কোথায় পাওয়া যায়,
নাহি মুক্তি আর বুঝি এ ধরায়!
হে বিশ্ব-বিধাতা, মুক্তি দাও জগতের,
ক্ষমা করো পাপী-তাপি সকল গুনাহের।

তবেই মুক্তি মিলবে ধরায়,
হাসবে প্রকৃতি নতুন আভায়;
প্রাণচঞ্চল হবে সকলে আবার,
হাসবে গাইবে মুখরিত করবে সবার।

তারিখ: ২১/০৯/২০২১ ইং, সকাল

ভাঙবে যবে ভুল

আসবে তুমি হয়তো ফিরে,
ভাঙবে যবে ভুল;
হারিয়ে গেছে জীবন ঘিরে,
গুনবে ভুলের মাশুল।

ভালোবেসে এই ভুবনে
দিয়েছি যতই মন;
কাছে টেনে নিয়েছি মননে,

ভেবেছি ততই আপন।
সুখের লাগি হই সাহসী,
চায় সে দিতে জীবন;
ব্যথার লাগি হই সমব্যথী,
সর্বদা করেছি পণ।

ছিলে তুমি মোর জীবনে
ভালো থাকার সুখ;
স্বপ্ন ছিল অগণিত অশান্ত মনে,
নয়নে তোমার মুখ।

চায়নি সে তো প্রতিদান কভু,
মোদের ভালোবাসার;
একটুখানি চেয়েছি শুধু,
ভালোবাসার সম্ভার।

বুঝতে কভু চাওনি তুমি
তার মনের নীরব ভাষা;
ভেঙে দিল নিঠুর মরমি,
হৃদয়ের সঞ্চিত যত আশা।

ভালোবেসে তুমি তারে নিয়ে
করলে শুধু খেলা;
ছলনার ছলে উপেক্ষা দিয়ে,
সদায় করলে হেলা।

ছিলে কত চেনা-জানা,
তবু করলে ভুল;
ছুঁড়ে দিলে দোষ বিনা
হাতে দেওয়া ফুল।

তারিখ: ২১/০৯/২০২১ ইং, সকাল

মূল্যবোধের ভাবনা

মুখেতেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল নির্বোধ—
"কিসের কী মূল্যবোধ?"
বলি তারে, "শোনো না অবোধ,
ভালো-মন্দ বোধ।"

জানার ছলে কে যেন প্রশ্ন করিল—
"শ্রেণিভেদ কী?"
বলি তারে, "সংস্কৃতির ভিন্নতায়
নিজস্ব সংস্কৃতি হলো শ্রেণিভেদ।"

টকশোতে জ্ঞানপাপী যুক্তি-তর্কে
করে কোলাহল;
অবক্ষয়ের ভাবনাতে চিন্তিত বিজ্ঞজন
হারিয়ে সম্বল!

জ্ঞানের মহাসমুদ্রে গুটিকয় মণিমুক্তো
মূল্যবোধের ভাবনাতে;
সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের কবলে দেশ,
যুবসমাজ নষ্টের পথে।

গড্ডালিকার প্রবাহে উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা
ভেসে যাচ্ছে অহংবোধে!
যাচ্ছে কোথায়? নীতি-নৈতিকতা,
সহমর্মিতার জীবনবোধে।

"ফালতু ঝামেলা মানবিকতা কোথায়!"
স্বার্থেই ডুবে রয়;
সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের ভিন্নতা—
হিংস্রতায় ডুব দেয়।

সমাজে মূল্যবোধের হয় না লালন,
বিষণ্ণতায় ভোগে;
শূন্যতা চারিদিক, হতাশ অভিভাবক,
সদা ব্যর্থতা লাগে।

ভালোবাসাশূন্য পুকুর-ডোবাগুলি
শুকনো খটখটে;
যাকে শূন্য ভাবছি, শূন্যতা নহে—
সবি লটপটে।

স্বদেশি শিক্ষাই নীতি-নৈতিকতায়
পায় না গুরুত্ব;
বৈদেশিক দার্শনিক গুরুত্ব পায়,
মূল শিক্ষা বিচ্যুত।
তর্কতে আরবি-ইংরেজি নাকি মূল্যবোধ!
এলোমেলো ভাবনা;
মানতে সুবিধা বলে না অবক্ষয়,
বলো না পরিবর্তন!
আমার অস্তিত্বে যার সৃষ্টি,
সংস্কৃতির মূল্যবোধ তারই;
স্রষ্টার দেওয়া বিধানে ফিরলেই—
শ্রেণিহীন মূল্যবোধ কি বুঝবে?

তারিখ: ২০/১১/২০২১ ইং

সুপথের আহ্বান

তুমি কি শোনো না আজানের সুর?
তুমি কি বোঝো না সেই ডাক সুমধুর?
সেই সুর ডেকে যায় সুপথে,
যেই পথ মিশে গেছে জান্নাতে।

কেন আজ অকারণে হৃদয়-মাঝে,
আঁধারে ঢেকেছ মন সকাল-সাজে?
ফিরে এসো সেই সুরের লহরীতে,
আলোর ভুবন রয়েছে হাতছানিতে!

হাতছানি দিয়ে ডাকে আল-কুরআন,
আজানের সুরে জেগে ওঠে মনোপ্রাণ;

সেই সুপথের ডাক কি তুমি বোঝো না?
নামাজের লাগি তবু মসজিদে আসো না!
আযান শুনে থাকো কেন আড্ডায়?

বন্ধু তোমার আপনজন এই দুনিকায়?
কিয়ামতে দিতে হবে হিসাব তোমায়,

তবু কেন সেই সুর, কেন বোঝো না?
সঙ্গী হবে না কেউ, সঙ্গী তোমার—
সঙ্গী হও যদি নামাজ-রোজার;

পাপের সাগরে হয়ে আছি বন্দি,
কিয়ামতে লাগবে না কাজে কোন্ ফন্দি!

তুমি পেতে চাও কিয়ামতে শান্তি?
হে যুবক, আসো আজানের সুরে;
এসো মুক্তির মোহনায় অন্যায় পায়ে দলে,
আজানের সুরে সুরে সত্যের আহ্বানে।

এসো, ফিরে এসো আলোর ভুবনে,
আল-কুরআন ডাকে এই জমিনে;
হাতছানি দিয়ে ডাকে, তা কি বোঝো না?
আজানের সুর কি তুমি শোনো না?

তারিখ: ২৫/১১/২০২১ ইং

দুয়া কবুল হয় না কেন

নবীর সাহাবি ইব্রাহিম বিন আদহাম,
বসরার বাজার দিয়ে যাওয়ার পথে—
লোকজন ঘিরিয়া ধরিল তাকে।

জিজ্ঞেস করল, "হে আবু ইসহাক!
কী হয়েছে আমাদের, বলবে ঠিকঠাক?
করিলে দুয়া তবুও কবুল হয় না!"

শুধাইলেন তিনি সকলের স্মরণে—
"মরে গেছে অন্তরগুলো দশটি কারণে,
দোয়া কবুল হয় না তাই সে কারণে।

পেয়েও আল্লাহর পরিচয় করোনি হক আদায়,
আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসো বলে করো দাবি;
তবুও তাঁর সুন্নত ও আদর্শে হয়েছ পরিত্যাগী।

আমল করোনি তো পাঠ করে কুরআন,
নিয়ামত খেয়েও করোনি শুকরিয়া তখন;
শয়তানকে দুশমন জেনেও করেছ সমর্থন।

জান্নাত সত্য জেনেও আমল করোনি,
জাহান্নাম সত্য তবুও করোনি পলায়ন;
মৃত্যু অবধারিত জেনেও করোনি প্রস্তুতি গ্রহণ।

সমালোচনা শুরু করো ঘুম থেকে জেগেই,
অযথা অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়েই;
শুধু নিজের দোষের কথা গেছ ভুলেই।

বিগলিত অন্তর স্বল্পতেই মৃত দেখেই,
মৃতদের দাফন করো ঠিকই;
নাওনি তার থেকে কোনো শিক্ষা।

প্রতিপালক মোর করুণার আঁধার,
করো না প্রত্যাখ্যান দরবারে তোমার;
ত্রুটি মার্জনাতে দুয়া কবুল করিও।"

তারিখ: ২৮/১১/২০২১ ইং

দুনিয়াতে জান্নাত

দুনিয়াকে বিকিয়ে যারা কিনেছে জান্নাত,
তাদের হাতে মিলিয়ে হাত করো সহমত;
সাহসী বীর করে না তো ভয়,
দীপ্ত সাহস হয় না তো ক্ষয়!
তাই তো বুলেটের সামনে দীপ্ত ঘোষণা—
"আমি বসে গেলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

মোরা তো রাহবার মাত্র,
প্রভুর ক্ষমতা তো সর্বত্র;
জালিমের জুলুম চলে যত্রতত্র,
রবের ক্ষমতা তো অবিন্যস্ত।
আসমানে হয়ে থাকে সব ফয়সালা,
মৃত্যু দিয়ে হতে পারে জমিনে কারবালা।

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই মুমিনের কাজ,
মৃত্যুকে ভয় করাই মুমিনের লাজ;
শাহাদাতের তামান্নাতেই পড়ো কালিমা,
রুটি-রুজগার নহে তো এই কালিমা।
কালিমার দাবিতে যাই হাসিতে হাসিতে,
মৃত্যুকে জয় করে ঝুলছে ফাঁসিতে।

হয়তোবা বন্ধ হয়েছে নবুয়তের দরজা,
এখনো রয়েছে খোলা শাহাদাতের দরজা;
রাষ্ট্রপতিও ভিক্ষা চায় স্রষ্টার কাছে,
তার কাছে ভিক্ষা চেয়ে লাভ কী আছে?
প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার মালিক তো আল্লাহ,
তাই তো সকলেই পড়ি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

যে হৃদয় আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হয়,
তার প্রাণভিক্ষা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না;
ইসলামের তরে শতবার ফাঁসিতে ঝুলবে,

তবুও সে অন্তর আল্লাহর জয়গান গাইবে।
তাদের প্রাণ তো বুকপকেটেই পড়ে থাকে,
আল্লাহ যখনই চাইবেন তখনই দিয়ে দেবে।

জীবনের বিনিময়ে যারা কিনেছে জান্নাত,

ফাঁসির রশিতে ভয় পায় সে কোন্ কমবখত!
যারা পেয়েছে দুনিয়াতে জান্নাতি সুঘ্রাণ,
ফাঁসির রশি তাদের কাছে ফিতার সমান।
তাঁরা তো কিনেছে দুনিয়াকে খুবই অল্প দামে,
হাসিমুখে বিলায় প্রাণ মহান প্রভুর নামে

তারিখ: ০৪/১২/২০২১ ইং

কুসংস্কারে বন্দী নারী

নারীর মর্যাদা দেশভেদে বিপন্ন,
অশ্লীলতায় মত্ত রেখে প্রকাশে নগ্ন;
সপ্তাহান্তে একজন নারী হয় উলঙ্গ,
পুরুষের সম্মুখে দীর্ঘ সময়ে দেয় সঙ্গ!
নারীর যৌবনের প্রশংসা-বাণে ভাসায়,
এতেই অনেক ডলার উপার্জন হয়—
এটাই কানাডার সভ্যতা!

নারীদেহ প্রদর্শিত হয় বিজ্ঞাপনে,
ভাসছে তারা উলঙ্গে উচ্চ সোপানে;
প্রোগ্রামিং উদ্বোধনীতে অশ্লীল ভঙ্গিমায়,
ভাড়াটে নারী তাদের যৌনতা দেখায়।
এভাবে কি নারীর সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে?
নাকি ভোগের পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে?

নারীরা কি এতই সস্তা ভোগ্যপণ্য—
রাস্তাঘাটে খোলামেলা চলতে হবে?
নহে বিজ্ঞাপনে সোনার টুকরোর মতো,
সিন্দুকে ভরে সংরক্ষণ করতে হতো।

জাহিলিয়্যাতের যুগে নারীদের পা দুটিকে
দুটি ঘোড়ায় বেঁধে দুই দিকে হাঁকিয়ে দিত;
নারীদেহ দ্বিখণ্ডিত হতো মুহূর্তের মধ্যে,
কন্যা জন্মিলে দিত জ্যান্ত কবর!
ইহুদিদের ধর্মমতে—

নারী গুণের চেয়ে পুরুষের দোষও ভালো;
খ্রিস্টধর্মে নারীরা নরকের দ্বার,
বৌদ্ধধর্মে নারীরাই সকল পাপের সম্ভার;
হিন্দুধর্মে নেই নারীদের উত্তরাধিকার!

গ্রিক সভ্যতায় নারী শয়তানের প্রতিভূ!
ইসলামে মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত;
বিবাহের জন্য মোহরানার ব্যবস্থা করেছেন,
যৌতুক প্রথা বিলুপ্তিতে দৃঢ় সামাজিক বন্ধন;
পিতার চেয়ে মাতার অধিকার তিন গুণ!

ব্যয় ও আয়ের খাত করিছে নির্ধারণ,
সম্পদে অধিকার দিয়েছে তখন;
মুসলিম নামধারী নাস্তিক সর্বদাই—
নারী অধিকারে ইসলামকে কটাক্ষে তাই!
দেশটাকে পতিতালয় বানাতে চায়,
আধুনিকতা আর ডিজিটালের নামে।

ইসলামই নারীদের দিয়েছে অধিকার,
জেনে রাখো পর্দাই দিয়েছে নারীর সম্মান;
এতে রয়েছে নারীর মর্যাদা ও সুরক্ষার সোপান,
বেহায়াপনা ও অশ্লীল দেহ-প্রদর্শনীতে নয়—
ইজ্জত হেফাজত করার দায়িত্ব নিজেরই।

তারিখ: ০৩/১২/২০২১ ইং

অনুভূতিহীন হৃদয়

যাকে দেখলে শরীর করে ঘিনঘিন,
তার জন্যই হয়তো কেউ একজন—
বেঁচে থাকতে চায় আরেক জীবন।

নোংরা শরীর দেখে যাও পাশ কাটিয়ে,
তার কপালে চুমু খেয়ে রাতে—
হয়তো কেউ ঘুমাতে যায়।

যার ভালোবাসায় অনুভূতি সৃষ্টি হয় না,
তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই—
হয়তো কেউ আফসোস করে।

পৃথিবীটা সব মানুষের একার নয়,
তাবৎ পৃথিবীর মানুষই একাকিত্বে!
তবুও ভালো লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক।

কারো পাত্তা না দিলে পাত্তা পাবে না,
এটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক না;
পৃথিবীর সবকিছুই ঘুরেফিরে আসে।

সুখের সন্ধানে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে—
অনন্ত নরক, তবুও বুঝলে না;
পৃথিবীতেই স্বর্গ-নরক, এ কথাটাও মানলে না।
সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে যাও এগিয়ে,
মহাসুখের সন্ধানে পাপ-পুণ্যের ক্ষমা চেয়ে।

তারিখ: ০২/১২/২০২১ ইং

হয়নি জোছনা মাখা

সোনা রঙের জোছনায় হৃদয় মেলে,
বৈশাখী হাওয়ায় প্রাতঃকালে;
উড়ে যাও উদাসী মেঘের মতো।

অথচ আমি আজও আঁচল ছুঁয়ে,
দু-হাতে বিলাই শুভ্রতা;
হৃদয়ের মাঝে থাকে শুধুই দৈন্যতা।

চোখ রাখি চোখে পূর্ণিমা চাঁদ,
চোখ বুজে শুনি হৃদয়ের কম্পন;
শুনতে পাই পাখির কাকলি।

ধরব বলে দু-হাত যখন বাড়াই,
হাত বাড়িয়ে ফিরিয়ে নিলে তাই;
চেয়ে থাকি ফেরার পথে বাড়াও তব পা!
অসহায় দৃষ্টিতে তবুও চেয়ে থাকি,
আনমনে ভাবি হয়তো ফিরে আসবে;
দু-কদম বাড়িয়ে পা, তাই তো ফিরে আসি।
আজও সোনা রঙে ঝিলমিল—
জোছনা মাখা হয়নি কখনো,
সন্ধ্যা নামলেও রঙিন প্রভাত দেখেনি।

তারিখ: ০৩/১২/২০২১ ইং

আঁধার কুঠুরি

হাঁকডাকহীন গভীর রজনী,
নিশ্চুপ করছে না কোলাহলে হৈচৈ;
নিদ্রায়িত ঝিঁঝি পোকা আপন নীড়ে।
সন্ধ্যায় শিয়ালের দলবেঁধে ডাকাডাকি—
কতটা ভয়ংকর সেই ডাক!
বাড়ির দক্ষিণে ঘুমান্ত কবরস্থানটায়।

উঠানের বেলগাছে রাতের দ্বিপ্রহরে,
কাঁ কাঁ ডেকে কাক স্মরণে রবকে;
ঘুমভাঙা কোকিলের গান সুমধুর।
গভীর ঘুমে রাতের বয়স বাড়ে,
ডাহুকের ডাক পেঁচাদের সাথে;
গোয়ালের গরুটাও হাম্বায় স্রষ্টারে ডাকে।

মাটিতে পায়ের শব্দ আসে না কানে,
শোকের বার্তা মাটিতে বিলায়!
শুনশান নীরবতা আঁধারে ঢেকেছে চারদিক,
শুকনো পাতা পড়ার শব্দ ভাসে
প্রতিবেশীর টিনের চালে;
বলে উঠি ভয়ার্ত কণ্ঠে—"এতটা আওয়াজ!"

গুমোট অন্ধকারে ঠাসা ঘরের কক্ষটা,
আলোর ছিটেফোঁটাও মেলা ভার;
চতুর্দিকে আঁধার বই কিছুই দেখি না।
আঁধারের কুণ্ডলীতে একাকী ভাবনা আনমনে—
মসজিদের পাশে বাঁশবাগানের গোরস্থান,
সমাধিতেই হারাবে জ্ঞান, শুধু আমিই অজ্ঞান।

আদরমাখা কণ্ঠে ডাকবে না,
মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হবে না;
শুধুই একাকী থাকাতে নিদারুণ যন্ত্রণা।
বাঁশের সারির উপরে বাঁশের চাটি বিছিয়ে,
তাসবিহ জপে মাটি ফেলার ধুপধাপ শব্দ;
নুড়িপাথরের বৃষ্টি ঝরছে যেন টিনের চালে!

গুঁড়ো মাটিগুলো বিছায়ে করবে প্রার্থনা,
বুকভরা হাহাকার নিয়ে তাকাবে আকাশে;
ধীরলয়ে চলবে ক্ষণস্থায়ী বাড়ি অভিমুখে—
বলবে, "গতকালও একসাথে কথা বলেছিল,
করেছিল চা-পান খোশমেজাজে।"

শুনছি পদধ্বনি, চিৎকারে ডাকব কী করে—
"একা রেখে যেও না অন্ধকার ঘরে,
আঁধারে ভীষণ ভয় পাই! আলো দাও।"
শুনবে না চিৎকার, নিষ্ঠুরভাবে ঢাকিবে মোর দেহ!
যাদেরকে বেশি ভালোবাসতাম—
তাদের মাটির নীচ থেকে টেনে ধরব না,
জিদ করে সেদিন কাউকে জড়াব না।

"চিৎকার করে কাউকে অভিশাপ দিব না,
ভালোবেসে অন্ধ প্রকোষ্ঠে আলো জ্বালাবে না,
জানতে চাইবে না কেমন আছি?"
ভাবনাতেই মুনকার-নাকির মালাইকা হাজির,
চোখ-মুখ আড়ষ্ট হবে সওয়াল-জবাবে;
কঠিন মুহূর্তে কোনো বন্ধু জোগাবে না রসদ।

চোখের কোণে ঝরছে জল, ভয়ে কলিজা আড়ষ্ট,
কোথায় আমি—ঘরে নাকি কবরে?
নিকষকালো আঁধারে ঘরখানা কবর সেজেছে!

আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি

আলোর দৃষ্টি যখন আত্মায় করে প্রবেশ,
বাসা বাঁধা গভীর অন্ধকার করে আলোকিত;
অবিশ্বাসও দীর্ঘ হারানো স্মৃতি মুছে দেয়,
অস্তিত্বে তার বিশুদ্ধ অর্থ খুঁজে পায়,
ছায়া ও অনেক মায়া পথ দেখায়!
ইতিমধ্যে হারিয়েছে আকাঙ্ক্ষার পুনরুজ্জীবিত।

ঝড়ো মেঘের ঘন পর্দা, যখন পর্দা করে
আকাশ ও তারাকে লুকিয়ে রাখে;
কঠোরতম বিষণ্ণতা ঠান্ডা ছায়ার নীচে,
বিবর্ণ ও ধূসর দুঃখ বহনে অদৃশ্য হয়ে যায়।
আয়নাগুলির অস্বচ্ছ টিন্টগুলি হারায়,
একটি নতুন আশা উত্তেজনার পথ দেখায়।

নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে
তাঁর দেওয়া উপহার ও ইচ্ছার মধ্যে;
আত্মবিশ্বাসের সবকিছু সত্ত্বেও হারিনি,
ব্যর্থতা ও প্রতারণা ভূমিকম্পের ওপর।
শেষ ধাপটিও অতল গহ্বরে নিয়ে যাবে,
চোখের আলো বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে।

বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম তবুও করিনি,
নিজের ছাইয়ের উষ্ণতা থেকে পুনর্জন্ম হতে;
সরু প্রান্তের অলিগলিতে ধীরে হাঁটা সত্ত্বেও,
দায়িত্ব পরিমাপ ছাড়া দেখা করতে পারেন না।
অনুসন্ধান সারা অস্তিত্ব জুড়ে নিয়ে যাবে,
আলোকিত স্ফুলিঙ্গ সত্যিই হৃদয়কে
অনন্তকালের জন্য আলোকিত করে।

তারিখ: ২৩/১০/২০২১ ইং

আশ্রয়দাতা

শূন্য হৃদয়ের অব্যক্ত আর্তনাদ,
অনুচ্চারিত সকল গোঙানি—
কে আছে বুঝে নেওয়ার?
যখন পথ হারাই, দেন পথের দিশা।
ডুবে যেতে থাকি অন্ধকারে,
আপনিই দেন আলোর সন্ধান।

নিরাশ্রয়ের ধরণীতে খুঁজি আশ্রয়,
আপনি বিনা কে দিবে আশ্রয়?
সর্বোত্তম আশ্রয়দাতা তো আপনিই!
যন্ত্রণাগুলো উপশম না করিলে,
শূন্যতাগুলো দয়াতে ভরে না দিলে—
বেঁচে থাকার মতো কোনো উপায় নাই।

ভালোবাসার প্রলেপে জড়িয়ে না নিলে,
ধ্বংস হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই;
আমি ধ্বংস থেকে মুক্তি পেতে চাই।
রোগাক্রান্ত হলে অসহায়ত্ব হয়ে যায়,
রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই!
প্রভু ছাড়া কে আছে শেফা দেওয়ার?

বিশ্বজাহানের প্রতিপালক তো আপনিই,
ইয়া রব, আমার কে আছে আপনি ছাড়া!

তারিখ: ০৫/১২/২০২১ ইং

অনুভূতিহীন হৃদয় ২

যাকে দেখলে শরীর করে ঘিনঘিন,
তার জন্যই হয়তো কেউ একজন—
বেঁচে থাকতে চায় আরেক জীবন।

নোংরা শরীর দেখে যাও পাশ কাটিয়ে,
তার কপালে চুমু খেয়ে রাতে—
হয়তো কেউ ঘুমাতে যায়।

যার ভালোবাসায় অনুভূতি সৃষ্টি হয় না,
তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যই—
হয়তো কেউ আফসোস করে।

পৃথিবীটা সব মানুষের একার নয়,
তাবৎ পৃথিবীর মানুষই একাকিত্বে!
তবুও ভালো লাগবে না, এটাই স্বাভাবিক।

কারো পাত্তা না দিলে পাত্তা পাবে না,
এটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক না;
পৃথিবীর সবকিছুই ঘুরেফিরে আসে।

সুখের সন্ধানে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে—
অনন্ত নরক, তবুও বুঝলে না;
পৃথিবীতেই স্বর্গ-নরক, এ কথাটাও মানলে না।
সাদা-কালোর ভেদাভেদ ভুলে যাও এগিয়ে,
মহাসুখের সন্ধানে পাপ-পুণ্যের ক্ষমা চেয়ে।

তারিখ: ০২/১২/২০২১ ইং

অনুভূতির আত্মকাহন //

অন্তরাগ

কেঁদো না আর,
নিভুক রাতের দ্বার,
নীল আকাশ জুড়ে
জাগুক রৌদ্রধার।

নিশীথের ছায়া,
ঊষার মধুমায়া,
আলোর স্রোতে ভেসে যাক
সবটুকু না-পাওয়া।

অঙ্গার ভেবে হাতে
তোলা হয়েছিল স্বপ্ন,
ফুল তো ফুটল না—
রয়ে গেল শুধু দহন।

পাথরের বুকে ফুল,
শেষে ঝরে হলো ধূল,
হাসির কাছে পরাজয় ও
হয়ে উঠুক অনুকূল।

এক প্রান্তে রাত,
অন্য প্রান্তে প্রভাত,
এইটুকু প্রার্থনাতেই
পূর্ণ হোক সাধ।

স্মৃতির অন্ধকারে
খোঁজার প্রয়োজন কী?
কিছু মানুষ হারিয়েও
থাকে হৃদয়েরই দিকেই।

নদী যেমন সাগরে
হারায় আপন নাম,
তেমনি নিঃশেষ হোক
জমে থাকা অভিমান।

একদিকে পূর্ণিমা,
অন্যদিকে অমাবস্যা,
সুখের কাছে ক্ষুদ্র হোক
বিষাদের সব ভাষা।

কোনো এক ভোরে
শিশির নামুক ঘাসে,
না-পাওয়া সব মিশে থাক
তার নির্মল শ্বাসে।

শেষ প্রার্থনা শুধু—
সুখে ভরে উঠুক দিন,
প্রেম হারায় না কখনো,
হারায় কেবল ঋণ।

মানুষ হারায় একদিন,
প্রেম থাকে অনন্তর,
নামহীন সেই ভালোবাসা
বেঁচে থাকে নিরন্তর।

তারিখ: ১১/০৮/২০২৬ ইং

স্বতন্ত্র স্বকীয়তা

চারদিকে ছুটে চলে মানুষ—
কেউ জানে না, কোথায় তার গন্তব্য।
আমি তাই স্রোতের যাত্রী নই;
নিজের পথেরই পথিক।

ভিড়ের ভেতর নিজেকে হারাব না,
অন্যের স্বপ্নে জীবন সাজাব না।
প্রচলিত পথ যদি সত্য না হয়,
অচেনা পথেই পা বাড়াব।

ভয় আসুক—তাকে অতিক্রম করব,
অন্ধকার নামুক—নিজের আলোয় জ্বলব।
পথ কঠিন হলেও ক্ষতি নেই,
নিজের সত্যই আমার শক্তি।

সবাই যদি স্রোতের টানে ভাসে,
আমি দাঁড়াব নিজের তীরে।
কারণ ভিন্ন হওয়া অপরাধ নয়—
ভিন্নতাই কখনো শক্তির পরিচয়।

আমার দিগন্ত কেউ এঁকে দেবে না;
আমি নিজেই তার সীমা খুঁজব।
গন্তব্য যত দূরেই হোক,
নিজের পথেই নিজেকে আবিষ্কার করব।

অন্যের মতো বাঁচা নয়—
নিজের কাছে সত্য হয়ে বাঁচাই
আমার স্বাধীনতা।

তারিখ: ০৯/০৮/২০২৬ ইং